পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা (ইএসএমএস)

ভার্সন ১

কৃষি মন্ত্রণালয়

আগস্ট ২০২৫

পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা (ESMS)

কৃষি মন্ত্রণালয়

আগস্ট ২০২৫

প্রণয়ন:
মৃত্যুঞ্জয় রায়, পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা বিশেষজ্ঞ
ড. নছিবা আক্তার, জেন্ডার বিশেষজ্ঞ
পিসিইউ, পার্টনার, ডিএই

অনুমোদনকারী:
কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা, বাংলাদেশ

প্রকাশক:
প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেশন ইউনিট (পিসিইউ), পার্টনার
কক্ষ নং ৬১৮ (ষষ্ঠ তলা, প্রথম বিল্ডিং)
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর,
খামারবাড়ি, ঢাকা ১২১৫

কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদনের তারিখ:
২৫ আগস্ট ২০২৫

প্রকাশের তারিখ:
সেপ্টেম্বর ২০২৫

List of Abbreviations

Abbreviations	Definition
APCU	Agency Program Coordination Units
BADC	Bangladesh Agricultural Development Corporation
BARC	Bangladesh Agricultural Research Council
BARI	Bangladesh Agricultural Research Institute
BINA	Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture
BIRTAN	Bangladesh Institute of Research and Training on Applied Nutrition
BJRI	Bangladesh Jute Research Institute
BMDA	Barind Multi-purpose Development Authority
BRRI	Bangladesh Rice Research Institute
BWMRI	Bangladesh Wheat and Maize Research Institute
CAP	Common Action Plans
CDB	Cotton Development Board
COC	Code of Conduct
CPP	Consultation and Participation Plan
CSA	Climate Smart Agriculture
DAE	Department of Agricultural Extension
DAM	Directorate of Agricultural Marketing
DLI	Disbursement Linked Indicator
DLR	Disbursement-Linked Results
DP	Development Partner
ECC	Environmental Clearance Certificate
ECOP	Environmental Codes of Practice
ECR	Environment Conservation Rules
EMSU	Environmental and Social Management Unit
ES	Environmental and Social
ESF	Environment and Social Framework
ESAP	Environment and Social Activity Plan
ESIA	Environmental and Social Impact Assessment
ESMF	Environmental and Social Management Framework
ESMP	Environmental and Social Management Plan
ESMS	Environmental and Social Management System
ESS	Environment and Social Safeguard
ESS	Environmental and Social Standard
ESSS	Environment and Social Safeguard Specialist
FAO	Food and Agriculture Organization
FSC	Farmers Service Centre
FYP	Five-Year Plan
GAP	Gender Action Plan
GAP	Good Agricultural Practice
GBV	Gender Based Violence
GBVP	Gender Based Violence Prevention
GBVPP	Gender Based Violence Prevention Plan
GDP	Gross Domestic Product
GIP	Gender Inclusion Plan
GOB	Government of Bangladesh
GRC	Grievance Redress Committee
GRM	Grievance Redress Mechanism
GRS	Grievance Redress System
GS	Gender Specialist
HORTEX	Horticulture Export Development Foundation
HYV	High Yielding Variety

Abbreviations	Definition
IA	Implementing Agency
IDA	International Development Association
IFAD	International Fund for Agricultural Development
IPM	Integrated Pest Management
KSC	Krishak Smart Card
LMP	Labor Management Plan
M&E	Monitoring and Evaluation
MoA	Ministry of Agriculture
NAEP	National Agricultural Extension Policy
NAP	National Agriculture Policy
NATA	National Agriculture Training Academy
NGO	Non-Government Organization
OHS	Occupational Health Safety
PAP	Program Action Plan
PAP	Program Affected People
PARTNER	Program on Agricultural and Rural Transformation for Nutrition, Entrepreneurship and Resilience in Bangladesh
PC	Program Coordinator
PCU	Program Coordination Unit
PD	Project Director
PDO	Program Development Objectives
PforR	Program for Result
PFS	Partner Field School
PGMC	Partner Gender Marker Codes
PI	Program Implementor
PIC	Project Implementation Committee
PIU	Project Implementation Unit
PMP	Pest Management Plan
PMU	Project Management Unit
PoA	Plan of Action
PPE	Personal Protection Equipment
PPR	Public Procurement Rule
PSC	Project Steering Committee
QIS	Quality Information System
R&D	Research and Development
RA	Result Area
SCA	Seed Certification Agency
SDG	Sustainable Development Goal
SEA	Sexual Exploitation and Abuse
SH	Sexual Harassment
SP	Strategic Partner
SRDI	Soil Resource Development Institute
TAS	Technical Assistance Support
TWG	Technical Working Group
VAW	Violence Against Women
VC	Value Chain
WB	World Bank

সুচিপত্র

অধ্যায় ১: ভূমিকা ৮
১.১ মূল শব্দের সংজ্ঞা/শব্দকোষ ৮
১.২ কৃষি মন্ত্রণালয় ৯
১.৩ ESMS প্রণয়নের পটভূমি ১০
১.৪ পরিবেশগত ও সামাজিক নীতির বিবৃতি ১০
১.৫ ESMS এর কাঠামো ১১
১.৬ ESMS বিষয়বস্তু ১২
১.৭ ESMS -এর উদ্দেশ্য ১২
১.৮ ESMS ব্যবহারকারী ১৩
১.৯ বর্তমান পরিবেশগত ও সামাজিক বিষয়াবলীর অনুশীলন এবং ব্যবধান ১৩
১.১০ ESMS বাস্তবায়ন কৌশল ১৩
১.১১ অধিক্ষেত্র বা কভারেজ ১৪
১.১২ টেকসই ফলাফল ১৪
১.১৩ ESMS ব্যবহার ও প্রযোজ্যতা ১৪
১.১৪ উপসংহার ১৪
অধ্যায় ২: পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনার জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ১৫
২.১ ভূমিকা ১৫
২.২ ESMS এর জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ১৫
২.৩ ESMS টিমের ভূমিকা ও দায়িত্ব ১৭
২.৪ প্রকল্প প্রণয়ন এবং পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা অন্তর্ভুক্তকরণ ১৮
২.৫ পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া ২০
২.৬ পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব সমীক্ষা এবং ঝুঁকি নিরূপণ ২০
২.৯ প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা উন্নয়ন ২৩
২.১০ পরিবীক্ষণ/মনিটরিং ও মূল্যায়ন ২৩
২.১১ অংশীদারদের অন্তর্ভূক্তিকরণ ও অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা ২৩
২.১২ পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা প্রোটোকল এবং কল সেন্টার ২৪
২.১৩ তহবিল ব্যবস্থা এবং প্রকল্পের ধরন ২৪
২.১৪ উপসংহার ২৪
অধ্যায় ৩: নীতি, আইন, বিধি, কনভেনশন এবং অন্যান্য নিয়ন্ত্রক কাঠামো ২৫
৩.১ ভূমিকা ২৫
৩.২ জাতীয় নীতি, আইন, বিধি ও বিধান ২৫
৩.৩ উন্নয়ন সহযোগীদের নীতি ও মানদন্ড ২৬
৩.৪ কৃষি মন্ত্রণালয়ের পরিবেশগত ও সামাজিক মানদন্ড (MESS) ২৬
৩.৫ পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনায় যথাযথ পদক্ষেপ (E&S due diligence) ২৭
৩.৬ পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনার জন্য জনবল ২৭
অধ্যায় ৪: পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা ২৭
৪.১ ভূমিকা ২৭
৪.২ পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি নিরূপণ ২৮
৪.৩ পরিবেশগত ও সামাজিক কর্মপরিকল্পনা ২৮
৪.৫ মনিটরিং ও রিপোর্টিং/ প্রতিবেদন ২৯
৪.৬ অংশীজন বা স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ততা ৩০
৪.৭ অভিযোগ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া ৩০
৪.৮ সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণ ৩০
৪.৯ ডকুমেন্টেশন এবং রেকর্ড সংরক্ষণ ৩১
৪.১০ জেন্ডার অ্যাকশন প্ল্যান (GAP) ৩১
৪.১১ জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতা (GBV) প্রতিরোধ পরিকল্পনা ৩১

৪.১২. শ্রম ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (LMP)..... ৩২
৪. ১৩ বালাই ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (PMP)..... ৩২
৪.১৪ উপসংহার..... ৩২
অধ্যায় ৫: পরিবেশগত ও সামাজিক সক্ষমতা উন্নয়ন এবং সম্পদ ব্যবস্থাপনা..... ৩৩
৫.১ ভূমিকা..... ৩৩
৫.২ সকল সংস্থা ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের সক্ষমতা..... ৩৩
৫.৩ ESMS কে মূলধারায় অন্তর্ভূক্তকরণ..... ৩৪
৫.৪ পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা বাজেট..... ৩৫
৫.৫ সম্পদ ব্যবস্থাপনা..... ৩৫
৫.৬ উপসংহার..... ৩৬
পরিশিষ্ট ১: পার্টনারের পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি নিরূপণ ফরম (নির্মাণস্থলের জন্য)..... ৩৭
পরিশিষ্ট ২: পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন (ESIA) নির্দেশিকা বা গাইডলাইন..... ৪০
পরিশিষ্ট ৩: পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি শ্রেণিবিভাগ ম্যাট্রিক্স..... ৪১
পরিশিষ্ট ৪: পরিবেশগত ও সামাজিক কর্মপরিকল্পনা (ESAP) টেমপ্লেট..... ৪১
পরিশিষ্ট ৫: মনিটরিং পরিকল্পনার টেমপ্লেট..... ৪২
পরিশিষ্ট ৬: স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ততা পরিকল্পনার টেমপ্লেট..... ৪২
পরিশিষ্ট ৭: অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRM) পদ্ধতি..... ৪২
পরিশিষ্ট ৮: প্রশিক্ষণ কর্মসূচির রূপরেখা..... ৪৩
পরিশিষ্ট ৯: জেন্ডার অ্যাকশন প্ল্যান (GAP) টেমপ্লেট..... ৪৪
পরিশিষ্ট ১০: জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতা (GBV) প্রতিরোধ পরিকল্পনা টেমপ্লেট..... ৪৪
পরিশিষ্ট ১১: শ্রম ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (LMP) টেমপ্লেট..... ৪৫
পরিশিষ্ট ১২: বালাই ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার টেমপ্লেট (PMP)..... ৪৫
পরিশিষ্ট ১৩: দুর্যোগ ঝুঁকি মূল্যায়ন টেমপ্লেট..... ৪৬
পরিশিষ্ট ১৪: জলবায়ু পরিবর্তন কর্মপরিকল্পনা টেমপ্লেট..... ৪৬
পরিশিষ্ট ১৫: প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ও সময়সূচি..... ৪৬
পরিশিষ্ট ১৬: পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা..... ৪৭
পরিশিষ্ট ১৭: বাজেটের বিবরণ..... ৪৮
পরিশিষ্ট ১৮: মনিটরিরং ও মূল্যায়ন কাঠামো..... ৪৯
পরিশিষ্ট ১৯: ভবিষ্যতের প্রকল্পগুসমূহের জন্য বাজেট প্রস্তাবের উদাহরণ..... ৫০
পরিশিষ্ট ২০: স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ততা পরিকল্পনা..... ৫১

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

কৃষি মন্ত্রণালয় বিশ্ব ব্যাংকের (IDA) সহায়তায়, প্রোগ্রাম অন এগ্রিকালচারাল রুরাল ট্রান্সফরমেশন অফ নিউট্রিশন, এন্টারপ্রেনরশীপ অ্যান্ড রেজিলিয়েন্স ইন বাংলাদেশ (পার্টনার) এর আওতায় একটি পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা (ESMS) প্রণয়ন করেছে। এই ESMS ডকুমেন্টটি একটি নীতিগত কাঠামো হিসেবে কাজ করবে যা কৃষি মন্ত্রণালয়ের পার্টনার প্রোগ্রামে পরীক্ষামূলকভাবে বিভিন্ন সংস্থার দ্বারা বাস্তবায়িত হবে। এর ফলে এই প্রোগ্রামের পরিবেশগত স্থিতিশীলতা ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করার সুযোগ ঘটবে।
এই ডকুমেন্টে কৃষি সম্পর্কিত গবেষণা, সম্প্রসারণ সেবা, অবকাঠামো উন্নয়ন ও কৃষিপণ্যের বিপণনে মূল্য-শৃঙ্খল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থাসমূহকে একীভূত করার জন্য সুস্পষ্ট নীতি, পদ্ধতি এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাকে সমন্বয় করা হয়েছে।

ESMS-এর মূল বিষয়সমূহের মধ্যে রয়েছে:

- **নীতিগত বিষয়:** প্রতিকূল পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব কমানোর প্রতিশ্রুতি; জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নিয়মকানুন মেনে চলা নিশ্চিত করা; বাস্তুচ্যুতি বা উচ্ছেদ এড়ানো বা কমানো; এবং নারী, শিশু ও প্রান্তিক গোষ্ঠীসহ ঝুঁকিপূর্ণ অন্যান্য গোষ্ঠীগুলোকে সুরক্ষা দেওয়া।
- **প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো:** কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিদ্যমান কাঠামো, পার্টনারের পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা বিশেষজ্ঞ, জেন্ডার বিশেষজ্ঞ এবং অন্যান্য ফোকাল পয়েন্টদের সহায়তায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পসমূহের স্টিয়ারিং কমিটি, প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি, প্রোগ্রাম সমন্বয়ক/ প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিটের মাধ্যমে ESMS-এর কার্যকরী বাস্তবায়ন।
- **ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার উপকরণ বা টুলস্:** পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন (ESIA), পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ESMPs), বালাই ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (PMPs), জেন্ডার কর্ম পরিকল্পনা (GAPs) ও জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ পরিকল্পনা (GBVPPs)।
- **দক্ষতা উন্নয়ন**: পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ে পদ্ধতিগত প্রশিক্ষণ, সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ, সরকারি কর্মকর্তাদের অন্তর্ভুক্তি এবং বার্ষিক কর্মক্ষমতা সূচকে ESMS নীতিগুলো একীভূতকরণ বা সম্পৃক্তকরণ।
- **অংশীজনদের সম্পৃক্ততা:** অন্তর্ভুক্তিমূলক পরামর্শের জন্য প্রোগ্রামের অংশীজনদের অন্তর্ভুক্ত করার প্রক্রিয়া গ্রহণ, একটি শক্তিশালী অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRM) ও প্রকল্প পরিচালনায় স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ।
- **স্থিতিশীলতায় আলোকপাত:** জলবায়ু-স্মার্ট কৃষি, দক্ষ সম্পদ ব্যবস্থাপনা, দূষণ প্রতিরোধ, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, জেন্ডার সমতা ইত্যাদির ওপর গুরুত্ব প্রদান যাতে এ দেশের কৃষিতে একটি স্থিতিশীল জলবায়ু সহনশীল ও জেন্ডার-বান্ধব ধারা প্রতিষ্ঠিত হয় ।

এই ESMS পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ে কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য এ দেশে যেসব ব্যবধান বা গ্যাপ রয়েছে সেগুলো চিহ্নিত করেছে। যেমন- পরিবেশ-বান্ধব চাষাবাদ পদ্ধতি সম্পর্কে কৃষকদের সীমিত ধারণা, জেন্ডার সমতা ও নির্যাতনের প্রতিকার সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না থাকা, অবকাঠামো নির্মাণে স্থান-নির্দিষ্ট পরিবেশগত ও সামাজিক পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা প্রয়োগের সীমিত দক্ষতা, কৃষি জমির ক্ষতি ইত্যাদি। পার্টনার প্রোগ্রামে এই ESMS পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হবে। পরবর্তীকালে বাস্তবায়নকালের অভিজ্ঞতা থেকে নেয়া শিখন থেকে এটি পরিমার্জনপূর্বক কৃষি মন্ত্রণালয়ের সকল সংস্থা ও প্রকল্পে গ্রহণের প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্দেশ্য হলো ESMS প্রণয়নের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়নের সকল পর্যায়ে এ বিষয়ে জবাবদিহিতা জোরদার করা, অংশীজনদের আস্থা বৃদ্ধি করা ও টেকসই কৃষি উন্নয়নকে উৎসাহিত করা। পরিশেষে বলা যায়, এই ESMS বাংলাদেশের পরিবেশ সুরক্ষা, কৃষির আধুনিকীকরণ, খাদ্য নিরাপত্তা, দারিদ্র্য হ্রাস, জেন্ডার সমতা, জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

অধ্যায় ১ :
ভূমিকা

কৃষি মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়, যা পরিবেশবান্ধব কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করে দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তুলছে। খাদ্য উৎপাদনের পাশাপাশি কৃষি মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো পরিবেশ ও সমাজের কোনো ক্ষতি না করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রাখা। এ পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা (ESMS) ডকুমেন্টটি হলো কৃষি মন্ত্রণালয়ের (MoA) নীতিগত এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো যা কৃষি মন্ত্রণালয়ের পার্টনার প্রোগ্রামের কার্যক্রম বাস্তবায়নকরী সকল দপ্তর/সংস্থা ও স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারসমূহের জন্য একটি গাইডলাইন বা দলিল। এর মাধ্যমে সারা দেশে পার্টনার প্রোগ্রামের বিভিন্ন কার্যক্রমের পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত হবে।

১.১ মূল শব্দের সংজ্ঞা/শব্দকোষ

জীববৈচিত্র্য: পরিবেশে থাকা বিভিন্ন জীবের মধ্যে যেসব বৈচিত্র্য রয়েছে এক কথায় সেটাই জীববৈচিত্র্য। স্থলজ, সামুদ্রিক ও জলজ বাস্তুতন্ত্রে থাকা জীবসমূহ পাস্পারিকভাবে একটি জটিল পরিবেশতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এসব জীব প্রজাতিগুলোর নিজেদের মধ্যে যেমন সম্পর্ক রয়েছে, তেমনি এক প্রজাতির সাথে অন্য প্রজাতিরও সম্পর্ক রয়েছে।

প্রাকৃতিক আবাসস্থল: ভূমি ও পানির যে কোন স্থান যেখানে জীব গোষ্ঠী বিশেষত সে স্থানের উপযোগী উদ্ভিদ ও প্রাণীরা প্রাকৃতিকভাবে জন্ম নেয়, আবাসস্থল গড়ে তোলে, বেড়ে ওঠে ও বংশবৃদ্ধি করে এবং যে স্থানের পরিবেশ মানুষের কার্যকলাপ দ্বারা প্রভাবিত হয় না সেরূপ এলাকা বা স্থানকে প্রাকৃতিক আবাসস্থল হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

পরিবেশগত এবং সামাজিক ব্যবস্থাপনা (ESM): পরিবেশগত এবং সামাজিক ব্যবস্থাপনা বলতে প্রকল্প বা সংস্থাগুলো তাদের পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব সম্পর্কে যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করে তা বোঝায়। এটি শূণ্য বর্জ্য, শূণ্য দূষণ, বাস্তুতন্ত্রের ওপর শূণ্য বা সর্বনিম্ন নেতিবাচক প্রভাব এবং এমনকি সংস্থা ও সমাজে সামাজিক হয়রানির প্রতি শূণ্য সহনশীলতা নিশ্চিতের প্রয়াস রাখে।

পরিবেশগত এবং সামাজিক ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা (ESMS): পরিবেশগত এবং সামাজিক ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা হল যে কোনো সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো যা তার যে কোনো একটি বা সকল সংস্থাগুলোর মাধ্যমে দেশজুড়ে তার কার্যক্রমের পরিবেশগত এবং সামাজিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য কাজ করে।

অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা (GRS): অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা হল এমন একটি প্ল্যাটফর্ম যার মাধ্যমে নাগরিকরা সরকারি পরিষেবা প্রদানকারীদের প্রতি তাদের অসন্তোষ বা অভিযোগ প্রকাশ করার জন্য সরকারের কাছে একটি আনুষ্ঠানিক অভিযোগ পাঠাতে পারেন। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে স্থানীয় পরিষেবা প্রদান, স্বচ্ছতা ও পরিষেবা গ্রহণকারীদের মধ্যে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার উপায়গুলো রয়েছে।

যৌন শোষণ ও নির্যাতন (SEA): কারো দুর্বলতা বা বিশ্বাসের সুবিধা নেওয়া এবং তা যৌন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হলো যৌন শোষণ ও নির্যাতন। এ আচরণের মাধ্যমে যৌন শোষণের দ্বারা কাউকে আর্থিক, সামাজিক বা রাজনৈতিকভাবে লাভবান করা হয়। যৌন শোষণ ও নির্যাতন যে কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে ঘটতে পারে। এমনকি বলপ্রয়োগ বা জবরদস্তিমূলক অবস্থার প্রেক্ষিতেও যৌন নির্যাতন ঘটে থাকে।

যৌন হয়রানি (SH): অযথা যৌন সুবিধার জন্য অনুরোধ এবং যে কোনো বাজে মৌখিক বা শারিরীক আচরণ। ইলেকট্রনিক আচরণ, অথবা যৌন প্রকৃতির দৃশ্য প্রদর্শনও এই ধরনের আচরণ হিসেবে বিবেচিত হয়। সংস্থা বা প্রকল্পের কর্মীদের মধ্যেও যৌন হয়রানির ঘটনা ঘটতে পারে। অযাচিত ও অবাঞ্ছিত যৌন দৃষ্টিভঙ্গীতে অগ্রসর হওয়া, যৌন কার্যকলাপ বা আনুকূল্য লাভের জন্য অনুরোধ, অথবা অন্যান্য শারীরিক, মৌখিক বা ইলেকট্রনিক আচরণ, অথবা যৌন প্রকৃতির দৃশ্য প্রদর্শন ইত্যাদি আচরণের কাছে যদি কাউকে সমর্পণ করতে বাধ্য করা হয় এবং তা না করলে যদি তার জন্য একটি প্রতিকূল কর্ম পরিবেশ তৈরি করা হয় তবে তা যৌন হয়রানি হিসেবে গণ্য করা হয়।

১.২ কৃষি মন্ত্রণালয়

জাতীয় অর্থনীতির সামগ্রিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে কৃষির ভূমিকা অস্বীকার করার উপায় নেই। কৃষি মন্ত্রণালয় কৃষি খাতের সার্বিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই খাতের উন্নয়ন ছাড়া দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নতি অসম্ভব। খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন, দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জীবনযাত্রার মান উন্নত করার পাশাপাশি কর্মসংস্থান সৃষ্টিতেও কৃষি খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

কৃষি মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়। এই মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের কৃষি সংক্রান্ত নীতি, বিধি ও আইন প্রণয়ন, নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার শীর্ষ প্রশাসনিক সংস্থা। কৃষি মন্ত্রণালয়ের মূল লক্ষ্য হল পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs) এবং জাতীয় কৃষি নীতি অনুসারে খাদ্য নিরাপত্তা এবং দারিদ্র্য হ্রাস নিশ্চিত করার জন্য নতুন নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ, উদ্ভাবন এবং স্থানান্তরের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং কৃষি বিপণনের আধুনিকীকরণের মাধ্যমে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং টেকসই কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলা। কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রধান কাজগুলো হল কৃষি গবেষণা ও শিক্ষা কর্মসূচি, কৃষি সম্প্রসারণ ও

প্রশিক্ষণ, উৎপাদন, মানসম্মতকরণ, সার্টিফিকেশন, মানসম্মত বীজ সংরক্ষণ এবং বিতরণ; মাটি জরিপ, মাটির গুণমান পরীক্ষা এবং সুপারিশ; কৃষি পণ্য সংরক্ষণ ও বিপণন; কৃষি উপকরণ এবং যন্ত্রপাতি সংগ্রহ, বিতরণ, উদ্ভাবন, ক্রয় এবং ব্যবস্থাপনা; কৃষি সহায়তা ও পুনর্বাসন; ক্ষুদ্র সেচ কর্মসূচি ইত্যাদি। কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে বর্তমানে ১৮টি দপ্তর/সংস্থা কাজ করছে। দপ্তর/সংস্থাগুলো হলো-

ক্র. নং	সংস্থার নাম	সংস্থার ধরন	মূল কাজ
১	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (DAE)	সম্প্রসারণ	কৃষি প্রযুক্তি স্থানান্তর এবং তথ্য প্রচার
২	বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (BADC)	উন্নয়ন	কৃষি উপকরণ সরবরাহকারী যেমন কৃষি বীজ, নাইট্রোজেন-বহির্ভূত সার এবং কৃষকদের সহায়তা প্রদানকারী ক্ষুদ্র সেচ পরিচালনা
৩	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (BARC)	গবেষণা	১১টি জাতীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সমন্বয় ও পরিকল্পনা
৪	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BARI)	গবেষণা	ধান-বহির্ভূত ফসলের জাত ও প্রযুক্তি উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ
৫	বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (BRRI)	গবেষণা	গবেষণা, ধানের জাত ও প্রযুক্তি উন্নয়ন, প্রজননকারী বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ, প্রশিক্ষণ
৬	বাংলাদেশ গম ও ভূট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট (BWMRI)	গবেষণা	গম ও ভূট্টা ফসলের জাত এবং প্রযুক্তি উন্নয়নে গবেষণা, প্রশিক্ষণ
৭	বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (BJRI)	গবেষণা	পাটের জাত এবং প্রযুক্তি উন্নয়নে গবেষণা, প্রশিক্ষণ
৮	বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (BSRI)	গবেষণা	গবেষণা চিনি ও গুড়জাতীয় ফসলের জাত এবং প্রযুক্তি উন্নয়নে গবেষণা, প্রশিক্ষণ
৯	বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BINA)	গবেষণা	পারমাণবিক ও বিকিরণ প্রযুক্তি ব্যবহার করে ফসলের জাত উন্নয়নে গবেষণা ও প্রশিক্ষণ
১০	তুলা উন্নয়ন বোর্ড (CDB)	গবেষণা ও সম্প্রসারণ	তুলা ফসলের গবেষণা, উৎপাদন ও সম্প্রসারণ, প্রশিক্ষণ
১১	কৃষি তথ্য সার্ভিস (AIS)	তথ্য সেবা	কৃষকদের আধুনিক কৃষি পদ্ধতি সম্পর্কে তথ্য প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত
১২	জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (NATA)	প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা	মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং প্রশিক্ষণ
১৩	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (DAM)	বিপণন	কৃষি পণ্য বিপণনে সহায়তা ও বিপণন কৌশল উদ্ভাবন
১৪	বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী (SCA)	প্রত্যয়ন	বাংলাদেশে কৃষি বীজের সার্টিফিকেশন, বাজারে বীজের মান নিয়ন্ত্রণ
১৫	বরেন্দ্র বহুমূখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (BMDA)	গবেষণা ও উন্নয়ন	বরেন্দ্র অঞ্চলে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, বীজ উৎপাদন ও বিতরণ, সেচ, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ
১৬	বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (BIRTAN)	গবেষণা ও উন্নয়ন	খাদ্য ও পুষ্টি সম্পর্কিত গবেষণা, প্রশিক্ষণ পরিচালনা
১৭	মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (SRDI)	গবেষণা ও উন্নয়ন	মাটি নিয়ে গবেষণা এবং মাটির গুণমান সম্পর্কিত জরিপ, মাটি পরীক্ষা ও প্রশিক্ষণ
১৮	হর্টেক্স ফাউন্ডেশন (HORTEX)	বিপণন সহায়ক	বিদেশে বিভিন্ন উচ্চমূল্যের উচ্চমানের কৃষিপণ্য রপ্তানি উৎসাহিতকরণ

১.৩ ESMS প্রণয়নের পটভূমি

বিশ্ব ব্যাংকের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (IDA) ক্রেডিট নং ৭২৯৯-বিডি, ২১ জুন ২০২৩ দ্বারা অর্থায়নকৃত প্রোগ্রাম অন অ্যাগ্রিকালচারাল অ্যান্ড রুরাল ট্রান্সফরমেশন ফর নিউট্রিশন, এন্টারপ্রেনরশিপ অ্যান্ড রেজিলিয়েন্স ইন বাংলাদেশ (পার্টনার), কৃষি

পরিকল্পনা-২ শাখা
তাং
কৃষি মন্ত্রণালয়

সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহায়তায় পার্টনার প্রোগ্রাম বাস্তবায়নকারী কৃষি মন্ত্রণালয়ের দপ্তর/ সংস্থাসমূহের জন্য এ পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা (ESMS) প্রণয়ন করেছে।
জাতীয় কৃষি নীতি (NAP)-এর অধীনে কৃষিতে টেকসই উন্নয়নের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রতিশ্রুতি ESMS-এ প্রতিফলিত হয়েছে। জাতীয় কৃষি নীতিতে, দারিদ্র্য বিমোচন, নিরাপদ খাদ্য ও পুষ্টি, খাদ্য নিরাপত্তা এবং কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি অর্জনের জন্য কৃষির আধুনিকীকরণকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের পার্টনার প্রোগ্রামের কার্যক্রমে পরিবেশগত ও সামাজিক স্থায়িত্বকে সমর্থন করার জন্য এই পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা ডকুমেন্টটি অনুসরণ বা বিবেচনার সুযোগ রয়েছে।
এই পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা ডকুমেন্টটি হলো কৃষি মন্ত্রণালয়ের একটি নীতিগত এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো যা দেশব্যাপী পার্টনার প্রোগ্রামের সকল বা কোনো একটি সংস্থার অথবা প্রোগ্রাম কার্যক্রমের পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য প্রযোজ্য হবে।
কৃষি মন্ত্রণালয়ের পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থা হলো টেকসই উন্নয়নের প্রতি কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রতিশ্রুতি। কৃষি মন্ত্রণালয় ও তার প্রকল্প/কার্যক্রমগুলোকে সহায়তা করার জন্য পরিবেশগত ও সামাজিক মানদন্ডের একটি সেট নির্ধারণ করে এটি ডিজাইন করা হয়েছে, যার লক্ষ্য কৃষির আধুনিকীকরণ, দারিদ্র্য বিমোচন, খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা এবং উত্তম কৃষি অনুশীলনের মাধ্যমে কৃষির প্রবৃদ্ধি অর্জন।

১.৪ পরিবেশগত ও সামাজিক নীতির বিবৃতি

পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে দপ্তর/ সংস্থাগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় নীতি ও মানদন্ড দরকার যেগুলো কৃষি মন্ত্রণালয়াধীন পার্টনা প্রোগ্রাম বাস্তবায়নকারী দপ্তর/ সংস্থাসমূহ সম্পূর্ণ প্রকল্প মেয়াদে অনুসরণ করবে। এ ডকুমেন্টটিতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানদন্ডের আলোকে কৃষি মন্ত্রণালয়ের জন্য নির্দিষ্ট পাঁচটি পরিবেশগত ও সামাজিক মানদন্ড (ESS) ও ৪টি বিবৃতি নির্ধারণ করা হয়েছে, যা প্রকল্পগুলোর প্রতিকূল পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি এবং প্রভাবগুলো এড়াতে, কমাতে বা প্রশমিত করতে সাহায্য করবে।
এই পাঁচটি মানদন্ড প্রোগ্রামের কার্যকরী পরিচালন কাঠামো বাস্তবায়নে উচ্চস্তরের সুশাসন নিশ্চিত এবং পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে। পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিগুলো নীচের বক্সে উল্লেখ করা হলো-

পরিবেশগত ঝুঁকি এবং প্রভাব, স্বাস্থ্য/নিরাপত্তা এবং সামাজিক বিষয়গুলো বিবেচনা করে, অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রমে কৃষি মন্ত্রণালয় নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ:
বিবৃতি ১। মূলধারায় পরিবেশগত, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা এবং সামাজিক কল্যাণের বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখে কৃষি মন্ত্রণালয় পরিবেশ ও সমাজের গোষ্ঠী বা মানুষের ওপর বিরূপ প্রভাব ও ঝুঁকি এড়াতে বা কমাতে অবকাঠামোগত কার্যক্রমগুলোর মূল্যায়ন ও অর্থায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

বিবৃতি ২। পরিবেশ ও সামাজিক ক্ষেত্রের সকল ধরনের প্রাসঙ্গিক পরিবেশগত ও সামাজিক নীতি এবং আইনী প্রয়োজনীয়তা এবং আইনসমূহের সাথে সম্মতি নিশ্চিত করা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম চর্চাগুলো অনুশীলনের প্রতি সাড়া প্রদান করা।

বিবৃতি ৩। অবকাঠামো নির্মাণের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্বাচনের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ এবং পুনর্বাসন কাজ যথাসম্ভব এড়িয়ে চলা বা কমানো। যেখানে ভূমি অধিগ্রহণ অনিবার্য, সেখানে এ ধরনের অধিগ্রহণকৃত জমি/সম্পত্তির ক্ষতিপূরণমূলক প্রতিস্থাপন মূল্য স্থানচ্যুতির আগেই প্রদানের ব্যবস্থা করা বা আবাসন এবং মৌলিক অবকাঠামোগত সুবিধার মতো অন্যান্য সুবিধার সাথে সমান মূল্য এবং মানের জমি দিয়ে তা প্রতিস্থাপন করা।

বিবৃতি ৪। অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে সুবিধাবঞ্চিত, নারী, শিশু, শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী এবং অনগ্রসর জাতিগত সম্প্রদায়ের গোষ্ঠীগুলোর সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং প্রাসঙ্গিকভাবে তাদের জীবিকা পুনরুদ্ধারের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১.৫ ESMS এর কাঠামো

কৃষি মন্ত্রণালয়ের পার্টনার প্রোগ্রাম বাস্তবায়নকারী দপ্তর/ সংস্থাসমূহের জন্য পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা (ESMS) প্রণয়নের ক্ষেত্রে, এ সংক্রান্ত প্রাপ্ত রেফারেন্স ডকুমেন্ট বা সম্পদের সর্বাধিক ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেসব পরিবেশগত ও সামাজিক বিবেচনাগুলোকে কার্যকরভাবে এতে একীভূত করা হয়েছে। কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদনের পর এটি প্রথম সংস্করণ হিসেবে বিবেচিত ও বাস্তবায়িত হবে। এটি একটি জীবন্ত দলিল হিসেবে বিবেচিত হবে যা পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে প্রোগ্রামের সময়কাল, চাহিদা ও বাস্তবায়নে কোনরূপ অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হলে তার ভিত্তিতে এটি সংশোধন, পরিবর্তন বা পরিমার্জন করে হালনাগাদ করা হবে। সাধারণত এ ধরনের প্রথম সংস্কার বাস্তবায়নের এক বছর পরে এরূপ সংশোধন করা যেতে পারে। তবে

পরিকল্পনা-২ শাখা
তাং
কৃষি মন্ত্রণালয়

যখনই প্রয়োজন হবে তখন সংশ্লিষ্ট বাস্তবায়নকারী সংস্থা কৃষি মন্ত্রণালয়কে বিষয়গুলো অবহিত করতে পারে এবং মন্ত্রণালয় সেসব পরিবর্তনের ব্যাপারে সম্মতি প্রদান বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

ESMS প্রণয়নের ক্ষেত্রে বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করে, নিম্নলিখিত কৌশল এবং প্রক্রিয়া/পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে:

১.৫.১ প্রসঙ্গিক ডকুমেন্টসমূহ পর্যালোচনা

এই ডকুমেন্টটি প্রণয়ন করতে বিভিন্ন একাডেমিক গবেষণা, শিল্প প্রতিবেদন এবং প্রাসঙ্গিক প্রকাশনাসহ বিদ্যমান বিধি, আইন, নীতিমালা ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়েছে। এই বিস্তৃত প্রক্রিয়াটি প্রাসঙ্গিক পরিবেশগত ও সামাজিক সমস্যাগুলোর ভেতর থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য অনুরূপ প্রকল্প, প্রতিষ্ঠান বা বিভাগে অনুশীলনকৃত সেরা চর্চাগুলো খুঁজে দেখা হয়েছে।

১.৫.২ প্রকল্প দলিল বা নথি বিশ্লেষণ

প্রকল্পের দলিল/ ডিপিপি, নথির বিভিন্ন তথ্য বিশেষ করে প্রস্তাবনা, সম্ভাব্যতা যাচাই ও প্রভাব মূল্যায়নের মতো বিষয়গুলো নিবিড়ভাবে পরীক্ষা-নীরিক্ষা করা হয়েছে। এগুলো প্রকল্পের পরিধি, উদ্দেশ্য এবং সম্ভাব্য পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাবগুলো বুঝতে সাহায্য করেছে। এই বিশ্লেষণ থেকে প্রকল্প বাস্তবায়নে কি কি পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি রয়েছে, সেগুলো প্রশমনের উপায় কি, এবং প্রকল্প নথিতে বর্ণিত অংশীজন বা স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ত করার কৌশল কি রয়েছে সেগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে।

১.৫.৩ অংশীজনদের সাথে পরামর্শ

প্রোগ্রাম বাস্তবায়নকারী, সরকারি সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী, স্থানীয় সম্প্রদায় ও নাগরিক সমাজের সংগঠনসহ প্রাসঙ্গিক অংশীজনদের সাথে সক্রিয় আলোচনা ও পরামর্শ গ্রহণের ফলে পরিবেশগত ও সামাজিক বিষয়গুলো সম্পর্কে সরাসরি প্রাথমিক তথ্যের আদান প্রদান ঘটেছে। প্রাথমিক আলোচনায় বেসলাইন তথ্যের অভাবে পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি এবং ঝুঁকি নিরসনের অগ্রাধিকার চিহ্নিতকরণকে অংশীজনদের সাথে সংলাপের মাধ্যমে এতে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

১.৫.৪ বিশেষজ্ঞ পরামর্শ

পরিবেশগত ও সামাজিক বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের মতামত, এ সংক্রান্ত বিভিন্ন ডকুমেন্ট পর্যালোচনা ও প্রকল্প নথি বিশ্লেষণ থেকে প্রাপ্ত ফলাফল, প্রোগ্রামের প্রেক্ষাপটের সাথে প্রাসঙ্গিক উদ্ভুত ঘটনা ইত্যাদি সম্ভাব্য পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি এবং তার প্রশমন ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করতে অবদান রেখেছে।

১.৫.৫ উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি গ্রহণ

উপরোক্ত সকল কার্যাবলীর মাধ্যমে ESMS -এর জন্য উপযুক্ত পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা বা পদ্ধতি গ্রহণ করা হলো গুরুত্বপূর্ণ। একটি নতুন অভিযোজিত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি গ্রহণ করলে নতুন নতুন তথ্যের উদ্ভব হয় যা প্রোগ্রামের বা প্রকল্পের পরিস্থিতি পরিবর্তনের সাথে সাথে প্রয়োজনে ESMS -এর পুনরাবৃত্তিমূলক পরিমার্জন করা সম্ভব হয়। পরিমার্জন করার ভিত্তি হলো চলমান পরিবীক্ষণ বা মনিটরিং ও মূল্যায়ন কার্যক্রম, অংশীজন বা স্টেকহোল্ডারদের অভিজ্ঞতা, বিশেষজ্ঞদের মতামত ও ডকুমেন্টটি বাস্তবায়ন থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা।

১.৫.৬ পরিবর্তনীয়তা ও একত্রীকরণ

এই ডকুমেন্টটি স্থায়ী নয়, পরিবর্তনীয়। বাস্তবায়নকালে কোনো অসঙ্গতি বা সমস্যা দেখা দিলে তা মূল্যায়নের মাধ্যমে হালনাগাদ ও পরিবর্তনের সুযোগ রয়েছে। ESMS -এর পুনরাবৃত্তিমূলক পরিমার্জন প্রোগ্রামের সম্পূর্ণ জীবনকাল জুড়েই চলতে পারে, যদি সেরূপ কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। এই পরিবর্তনীয়তা পরিবেশগত ও সামাজিক গতিশীলতার প্রতি সাড়া প্রদানকে নিশ্চিত করে। পরিবেশগত ও সামাজিক বিষয়ের বিভিন্ন ডকুমেন্ট পর্যালোচনা, প্রকল্প নথি বিশ্লেষণ, অংশীজন ও বিশেষজ্ঞ পরামর্শ, অভিযোজিত ব্যবস্থাপনা নীতিগুলোর মতো উপাদানগুলোকে একত্রীভূত করে কৃষি মন্ত্রণালয়ের পার্টনার প্রোগ্রামের জন্য পরিবেশগত ও সামাজিক

পরিকল্পনা-২ শাখা
তাং
কৃষি মন্ত্রণালয়

ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা প্রণীত হয়েছে যা কৃষি মন্ত্রণালয়ের জন্য পরিবেশগত এবং সামাজিক বিবেচনাগুলোকে কার্যকরভাবে মোকাবেলা করতে সক্ষম হবে।

১.৬ ESMS বিষয়বস্তু

এই ESMS -এর মধ্যে রয়েছে-

- একটি পরিবেশগত ও সামাজিক নীতি, যার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে কৃষি মন্ত্রণালয়ের পরিবেশগত ও সামাজিক স্থায়িত্বশীলতা সম্পর্কিত আকাঙ্ক্ষা;
- কৃষি মন্ত্রণালয়ের পাঁচ (৫) টি পরিবেশগত ও সামাজিক মানদন্ড বা নীতি, যা পরবর্তীতে কৃষি মন্ত্রণালয়াধীন প্রকল্প/কার্যক্রমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে;
- পরিবেশ ও সামাজিক ঝুঁকি এবং প্রভাব মূল্যায়ন এবং ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত জাতীয় আইন, বিধি ও নীতিমালার আলোকে প্রণীত ব্যবস্থা।

১.৭ ESMS -এর উদ্দেশ্য

ESMS -এর লক্ষ্য হল নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলো অর্জন করা-

- **পরিবেশগত ও সামাজিক বিষয়গুলোর একত্রীকরণ:** প্রকল্পের কার্যক্রমে স্থান চিহ্নিতকরণ, নকশা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় পরিবেশগত ও সামাজিক বিষয়গুলোকে একত্রীভূত করা যাতে সেগুলো পরিবেশগতভাবে টেকসই ও সামাজিকভাবে উপযুক্ত হয় তা নিশ্চিত করা। এ ব্যবস্থার মূখ্য উদ্দেশ্যই হলো পরিবেশগত ও সামাজিক বিষয়বলীকে বিবেচনা করে কৃষি মন্ত্রণালয়ের পার্টনার প্রোগ্রামের জন্য একটি টেকসই কার্যক্রমকে উৎসাহিতকরণ।
- **পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি নিরূপণ ও নিরসন:** সম্ভাব্য পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি, সুফল এবং প্রভাবগুলোকে সমন্বিতভাবে বিবেচনা করে সুফল অর্জনের জন্য যেসব পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি বা চ্যালেঞ্জ রয়েছে সেগুলো পরিহার বা কমানোর ব্যবস্থাগুলো চিহ্নিত করা।
- **বিধি-বিধানের সম্মতি:** এই ESMS প্রণয়নের সময় দেশের প্রচলিত বিধি, আইন, নীতিমালা, প্রবিধান ইত্যাদি, বিশ্বব্যাংক এবং অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগীদের সম্মতি নিশ্চিত করা হয়েছে কিনা তা যাচাই করা।
- **বিস্তারিত পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার জন্য নির্দেশিকা:** কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন প্রকল্প বা প্রোগ্রামের জন্য বিস্তারিত পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ESMP) তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা। বিশেষ করে স্থান-নির্দিষ্ট পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ESMP) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।
- **পরিবেশগত ও সামাজিক সমস্যাগুলোকে মূলধারায় যুক্ত করা:** প্রকল্প প্রণয়ন থেকে শুরু করে বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রাসঙ্গিক পরিবেশগত ও সামাজিক বিষয়গুলোকে পরবর্তীতে মূলধারায় আনা।

এই ESMS প্রোগ্রাম তৈরি, নকশা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মনিটরিংয়ের জন্য একটি ব্যবহারিক উপকরণ বা সরঞ্জাম হিসেবে কাজ করবে, যা মন্ত্রণালয় ও প্রকল্পগুলোর কার্যক্রমে পরিবেশগত ও সামাজিক বিষয়াবলীকে বিবেচনা ও অন্তর্ভুক্ত সেগুলোকে বাস্তবায়ন পরিকল্পনা তৈরিতে সহায়তা করবে। এ ছাড়া এটি পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও অংশীজনদের সম্পৃক্তকরণ করতে সহায়তা করবে। এর ফলে তা কৃষি মন্ত্রণালয়ের ক্রমাগত উন্নতিকে সহজতর করবে, পরিণামে পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করে কৃষি মন্ত্রণালয়কে বিভিন্ন প্রকল্পের কার্যক্রমের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নে অবদান রাখতে সাহায্য করবে।

১.৮ ESMS ব্যবহারকারী

কৃষি মন্ত্রণালয়ের পার্টনার প্রোগ্রামের আওতাধীন দপ্তর/ সংস্থাসমূহ ESMS-এর প্রধান ব্যবহারকারী বা অনুসারী। এই ESMS দপ্তর/সংস্থাসমূহকে পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি নিরূপণ ও প্রশমন করতে, প্রকল্পের কর্মী ও সুবিধাভোগীদের কল্যাণ নিশ্চিত করতে এবং তাঁদের দ্বারা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি হ্রাস করার কৌশলগুলো খুঁজে বের করতে সহায়তা করবে।

১.৯ বর্তমান পরিবেশগত ও সামাজিক বিষয়াবলীর অনুশীলন এবং ব্যবধান

কৃষি মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে বর্তমানে নিম্নলিখিত পরিবেশগত ও সামাজিক গ্যাপ বা ব্যবধানগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে-

- কৃষকরা এখনও পরিবেশবান্ধব কৃষিকাজের সেরা চর্চাগুলো সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন নন। তাদের স্বল্প সচেতনতার কারণে খামারের স্থানে পরিবেশ দূষণ, বিশেষ করে বায়ু, ভূমি ও পানি দূষণ এখনও ঘটছে। কৃষি আবর্জনা ও সার এখনও সঠিকভাবে সকল কৃষক ব্যবস্থাপনা করছে না। কৃষিকাজে বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় কৃষকরা এখনও সম্পূর্ণ দক্ষ নয়।

- বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থায় নির্মাণস্থলের জন্য অবস্থান-নির্দিষ্ট পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (Site-specific Environmental and Social Management Plan) না থাকায় বিষয়টি অগ্রাহ্য করায় বা এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। এর ফলে অবকাঠামো নির্মাণস্থলে কিছু পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি সৃষ্টি হচ্ছে ও তার নেতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে।
- কৃষি জমি অ-কৃষি উদ্দেশ্যে স্থানান্তরিত হওয়ার পরিমাণ বাড়ছে।
- কৃষি ব্যবস্থাপনায় নারীর অংশগ্রহণ এখনও কম দেখা যাচ্ছে এবং কৃষি উপকরণ ব্যবস্থাপনা ও তা ভোগ/ অ্যাক্সেসের ক্ষেত্রেও নারীরা পিছিয়ে রয়েছে।
- কৃষিক্ষেত্রে নারী শ্রমিকদের জন্য কোনো ন্যুনতম মজুরি আইন নেই যাতে একই কাজের জন্য মজুরি প্রাপ্তির সমঅধিকার নিশ্চিত করা যায়;
- কৃষি মন্ত্রণালয়ের সকল উন্নয়ন প্রকল্প বা কার্যক্রমে জেন্ডার সমস্যাকে যথাযথভাবে বিবেচনা করার অভাব রয়েছে। জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতা নিরসনে আর বেশি উদ্যোগ ও সচেতনতা বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে।

১.১০ ESMS বাস্তবায়ন কৌশল

১.১০.১ পাইলট মডেল

কৃষি মন্ত্রণালয়ের পার্টনার প্রোগ্রাম ESMS বাস্তবায়নে একটি মডেল পাইলট প্রোগ্রাম হিসেবে কাজ করবে। এ বিষয়ে পার্টনার সর্বোত্তম চর্চাগুলো দপ্তর/সংস্থাগুলোর মাধ্যমে পার্টনারের বিভিন্ন কার্যক্রমে প্রয়োগ ও তার দক্ষতা যাচাই করবে। এরূপ চর্চার মাধ্যমে এমন একটি কাঠামো বা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে যা ভবিষ্যতে কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত এবং অন্যান্য সংস্থা ও প্রকল্পসমূহ দ্বারা টেকসইভাবে অনুসৃত হতে পারে। পার্টনার প্রোগ্রাম থেকে অর্জিত বা প্রাপ্ত শিক্ষা ও সফল কৌশলগুলো রেকর্ডভুক্ত ও অংশীজনদের সাথে সেগুলো শেয়ার বা বিনিময় করা হবে।

১.১০.২ সক্ষমতা বৃদ্ধি

বাস্তবায়নকারী সংস্থা বা প্রকল্পের সমস্ত দলের সদস্যদের ESMS কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ করার জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকতে হবে। এ জন্য প্রকল্পে একটি বাজেট বা অর্থের সংস্থান রাখা যায়। কৃষি মন্ত্রণালয়, দপ্তর/সংস্থা, প্রকল্পের কর্মী ও অংশীজনদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত কর্মশালা, প্রশিক্ষণ এবং জ্ঞান বিনিময়ের জন্য ইলেক্ট্রনিক প্ল্যাটফর্মের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

১.১০.৩ ধারাবাহিক উন্নতি

ESMS টিম নিয়মিতভাবে তাদের গঠন এবং কৌশল পর্যালোচনা এবং আপডেট করবে যাতে প্রতিনিয়ত আলোচনা থেকে আসা মতামত ও অভিজ্ঞতাকে পরবর্তীতে ESMS উন্নয়নে বিবেচনা করা ও উদ্ভুত চ্যালেঞ্জ এবং সুযোগগুলোর সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া যায়। মনিটরিং ও মূল্যায়ন ফলাফলগুলোর মাধ্যমে ESMS বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সমন্বয় ও চলমান উন্নতি সম্পর্কে জানা যাবে।

১.১১ অধিক্ষেত্র বা কভারেজ

সরকারি নীতি, পরিবেশগত মূল্যায়ন, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা, প্রশিক্ষণ, মনিটরিং এবং বাজেট ইত্যাদি এই ESMS এর অন্তর্ভূক্ত।

১.১২ টেকসই ফলাফল

পরিবেশগত, সামাজিক ও জেন্ডার বিষয়গুলোকে বিবেচনা এবং সমন্বয় করে একটি টেকসই পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা গড়ে তোলা যা প্রকল্পের প্রত্যাশিত ফলাফলগুলোর দ্বারা যাতে টিকে থাকে তা নিশ্চিত করা।

১.১৩ ESMS ব্যবহার ও প্রযোজ্যতা

ESMS নির্দেশিকা প্রাথমিকভাবে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পার্টনার প্রোগ্রাম বাস্তবায়নকারী ও সহযোগী দপ্তর/সংস্থাগুলোর জন্য প্রযোজ্য হবে। পরবর্তীতে এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও বাস্তব অভিজ্ঞতা যাচাইপূর্বক কৃষি মন্ত্রণালয়ের সকল দপ্তর/সংস্থার সকল প্রকল্প/ কর্মসূচির পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। চূড়ান্তভাবে অনুমোদনের পর কৃষি মন্ত্রণালয়ের সকল দপ্তর/সংস্থা ESMS অনুসরণ ও বাস্তবায়ন করবে।

১.১৩.১ প্রযোজ্যতার ম্যাট্রিক্স

নিম্নলিখিত ম্যাট্রিক্সে বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প ও কার্যক্রমের ক্ষেত্রে ESMS -এর প্রযোজ্যতার একটি রূপরেখা তুলে ধরা হলো-

প্রকল্পের ধরন/ কার্যক্রম	ESMS -এর প্রযোজ্যতা	সুনির্দিষ্ট বিবেচনা/ নির্দেশনা
গবেষণা ও উন্নয়ন	উচ্চ	পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাব নিরূপণ অবশ্যই অন্তর্ভূক্ত করতে হবে
কৃষি সম্প্রসারণ কর্মসূচি	মধ্যম	স্টেকহোল্ডার বা অংশীজনদের অংশগ্রহণ, জেন্ডার অন্তর্ভুক্তিকরণ ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে বিশেষভাবে আলোকপাত করতে হবে
অবকাঠামো উন্নয়ন	উচ্চ	একটি সুসংহত পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব নিরূপণ (ESIA) কৌশল থাকা আবশ্যক
বালাই ব্যবস্থাপনা উদ্যোগ	মধ্যম	পরিবেশবান্ধব নিরাপদ ও টেকসই ব্যবস্থাপনা বা চর্চাগুলোর ওপর জোর দিতে হবে।
বাজারজাতকরণ ও বিতরণ	নিম্ন	উত্তম কৃষি চর্চা (GAP) অনুশীলনের মাধ্যমে কৃষি পণ্য উৎপাদন, প্রত্যয়ন ও বিপণনের ওপর জোর দিতে হবে।
প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা উন্নয়ন	মধ্যম	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের মডিউলে ESMS বিষয়বস্তুকে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।
নীতি প্রণয়ন	উচ্চ	নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে বা নীতিমালা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ESMS -এর নীতি ও মানদন্ডগুলোকে বিবেচনা করতে হবে।

বি.দ্র. এই ম্যাট্রিক্স প্রকল্পের ধরন ও চাহিদা অনুসারে পরিবর্তন করা যাবে।

১.১৪ উপসংহার

কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত ও গৃহীত ESMS প্রবর্তনের মাধ্যমে কৃষি মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম জুড়ে কার্যকরভাবে পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার মাধ্যমে স্থিতিশীলতা, জবাবদিহিতা এবং অংশীজনদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হবে। পাইলট মডেলটি পরবর্তীতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য দপ্তর/সংস্থাগুলোর অনুসরণ ও বাস্তবায়নের জন্য এই ESMS একটি নির্দেশিকা বা কাঠামো হিসেবে কাজ করবে। এ অধ্যায়ে উল্লিখিত সমস্ত বিষয় পরবর্তী চারটি অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

অধ্যায় ২:
পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনার জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

২.১ ভূমিকা

কৃষি মন্ত্রণালয়ের পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা (ESMS) তৈরি করা হয়েছে যাতে কৃষি মন্ত্রণালয়াধীন সকল দপ্তর/সংস্থার সকল প্রকল্প ও প্রোগ্রাম পরিবেশগত ও সামাজিক মানদন্ড, সামাজিক সুরক্ষা ও উপকারভোগী অংশীজনদের কল্যাণ ব্যবস্থাগুলো মেনে চলে ও টেকসই কৃষি ব্যবস্থাপনা চর্চা করতে উৎসাহিত হয়। এই অধ্যায়ে পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা (ESMS) কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংগঠনিক কাঠামোর রূপরেখা দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি নিরূপণ প্রক্রিয়া, প্রভাব মূল্যায়ন, ডকুমেন্টেশন প্রক্রিয়া, পরিচালন কৌশল, পরিবীক্ষণ, তহবিল ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি।

২.২ ESMS এর জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

২.২.১ কৃষি মন্ত্রণালয়

পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা (ESMS) বাস্তবায়নের জন্য প্রধানত দায়িত্ব পালন করবে কৃষি মন্ত্রণালয়। কৃষি মন্ত্রণালয় পরিবেশগত ও সামাজিক মানদন্ডসমূহ মেনে চলা নিশ্চিত করার জন্য কৃষি প্রকল্পগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন, সমন্বয় ও ব্যবস্থাপনা তত্ত্বাবধান করে। বর্তমানে কৃষি মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব পৃথক কোনো পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা ইউনিট, পরিচালনা সেল বা সংস্থা নেই। তাই কৃষি মন্ত্রণালয়ে বর্তমানে যিনি জেন্ডার ফোকালের দায়িত্ব পালন করছেন তিনি সে দায়িত্বের পাশাপাশি সকল দপ্তর/সংস্থার ইঅ্যান্ডএস -ফোকালদের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় করে ইঅ্যান্ডএস ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন ও এই ব্যবস্থা পরিচালন করতে পারেন।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থার মধ্যে, পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে প্রকল্প পরিচালনের জন্য গঠিত বিদ্যমান কমিটিসমূহকে বিবেচনায় রেখে ESMS বাস্তবায়ন কাঠামোতে নিম্নলিখিত কমিটিগুলো অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে:

২.২.২ স্টিয়ারিং কমিটি: কৃষি মন্ত্রণালয়ের সকল প্রকল্প পরিচালনের জন্য শীর্ষ পর্যায়ের কমিটি হলো স্টিয়ারিং কমিটি যার প্রধান থাকেন সচিব ও সংশ্লিষ্ট সংস্থা প্রধানগণও থাকেন। স্টিয়ারিং কমিটি নিয়মিত দায়িত্বের পাশপাশি ESMS বাস্তবায়নের মূল দায়িত্ব পালন ও নির্দেশনা প্রদান করবে। প্রতিটি প্রকল্প বা প্রোগ্রামের একটি প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি রয়েছে যা প্রকল্প/কর্মসূচি পরিচালনা ও বাস্তবায়নের নির্দেশনা প্রদান করে। প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির (PSC) সার্বিক উদ্দেশ্য হল প্রকল্পের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা পর্যালোচনা ও অনুমোদন করা, প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি মনিটরিং ও পর্যালোচনা করা, কৌশলগত ও নীতিগত দিকনির্দেশনা প্রদান করা, প্রকল্পের সুফল বিস্তৃত করা এবং তা উদ্বুদ্ধকরণে সহায়তা করা। প্রকল্পের পুরো মেয়াদকাল জুড়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন ও উন্নয়নে স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্ত প্রদানকারীর ক্ষমতা রয়েছে। নিয়মিত দায়িত্বের পাশাপাশি স্টিয়ারিং কমিটি ESMS চালু এবং কার্যকর করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। স্টিয়ারিং কমিটি ESMS -সম্পর্কিত ডকুমেন্ট পর্যালোচনা ও অনুমোদন, পরিবেশগত ও সামাজিক লক্ষ্য অর্জনের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ, উদীয়মান সমস্যা সমাধান, স্বচ্ছতা ও অন্তর্ভূক্তি নিশ্চিত করার জন্য অংশীজনদের সম্পৃক্ততার প্রক্রিয়া নিশ্চিত করবে।

২.২.৩ প্রকল্পের কোর্ডিনেশন বা বাস্তবায়ন ইউনিট (PCU/PIU/APCU): প্রত্যেক প্রকল্প পরিচালনা বা বাস্তবায়নের জন্য একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট থাকে যা স্টিয়ারিং কমিটির নির্দেশনায় পরিচালিত হয়। প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট বা কমিটি সংশ্লিষ্ট প্রকল্প বা সংস্থার ইঅ্যান্ডএস ফোকাল পার্সনের সহায়তায় ESMS-এর দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মন্ত্রণালয়ের একটি কার্যকর শাখা হিসেবে কাজ করবে। একজন প্রকল্প পরিচালক/প্রকল্প সমন্বয়কারী/এজেন্সি প্রোগ্রাম ডিরেক্টরের নেতৃত্বে এবং কারিগরি ও প্রশাসনিক কর্মীদের সহায়তায় প্রকল্প ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন কার্য সম্পাদন করেন। তিনি ইঅ্যান্ডএস পরামর্শদাতা ও কর্মীদের সহায়তায় ESMS-এর উন্নয়ন ও হালনাগাদকরণ, প্রকল্পের অংশীজন বা স্টেকহোল্ডারদের সাথে সমন্বয়, পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন ও ঝুঁকি নিরূপণ, মনিটরিং ও প্রতিবেদন তৈরি, এসব বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ ইত্যাদি গ্রহণ করবেন।

২.২.৪ কৃষি মন্ত্রণালয়ের পার্টনার প্রোগ্রামের দপ্তর/সংস্থা/ প্রতিষ্ঠানের জন্য ESMS টিম

প্রথম স্তর

প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর/ এজেন্সী প্রোগ্রাম ডিরেক্টর

দ্বিতীয় স্তর

পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা বিশেষজ্ঞ

জেন্ডার বিশেষজ্ঞ
সরকারি প্রতিনিধি (কৃষি মন্ত্রণালয়ের দপ্তর/ সংস্থার)

তৃতীয় স্তর

কৃষি মন্ত্রণালয়ের ইঅ্যান্ডএস ফোকাল কর্মকর্তা/ জেন্ডার ফোকাল
দপ্তর/ সংস্থার ইঅ্যান্ডএস ফোকাল কর্মকর্তা
নলেজ ম্যানেজমেন্ট কর্মকর্তা/ প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ
মনিটরিং ও মূল্যায়ন বিশেষজ্ঞ/ কর্মকর্তা
কৃষক প্রতিনিধি/ প্রোগ্রামের উপকারভোগী

সংস্থা পর্যায়ে ESMS ব্যবস্থাপনা টিম ও বাস্তবায়ন স্তরের চিত্র

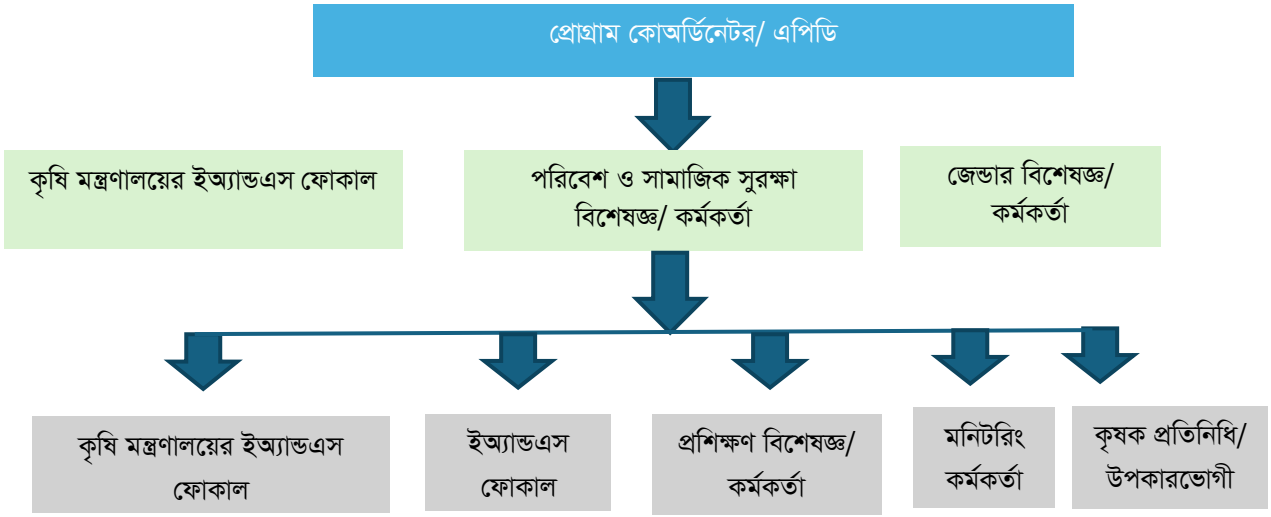

চিত্রের বর্ণনা

- প্রকল্প পরিচালক/ প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর শীর্ষে থাকেন, যিনি সমগ্র ESMS টিমের তত্ত্বাবধান করবেন।
- দ্বিতীয় স্তরে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞবৃন্দ এবং সরকারি প্রতিনিধিরা অন্তর্ভূক্ত থাকবেন যারা মূল পরামর্শক ও নিয়ন্ত্রক হিসেবে পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা (ESMS)-এর মূল বাস্তবায়ন কাজ তত্ত্বাবধান করবেন।
- তৃতীয় স্তরে থাকা ব্যক্তিবৃন্দ পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা (ESMS)-এর সামগ্রিক বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কাজে সম্পৃক্ত থাকবেন। তারা এ সংক্রান্ত কাজের পরিচালন, গোষ্ঠী স্বার্থ রক্ষণ ও কৌশলগত পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ করবেন।

এই স্তরভিত্তিক কাঠামো প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর বা সমন্বয়কারী থেকে শুরু করে সর্বশেষ পর্যায়ের উপকারভোগী পর্যন্ত ভূমিকা পালনকারীদের সকলের সমগ্র কর্মকান্ডের প্রবাহচিত্রকে নির্দেশ করে। এছাড়া, পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থার সকল দিককে ব্যাপকভাবে অন্তর্ভুক্ত করাও নিশ্চিত করে। বিন্যাসটি বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ক্ষেত্রগুলোর সমন্বয়ের ওপরও জোর দেয়, ESMS কার্যকরভাবে বাস্তবায়নে ও পরিবীক্ষণের জন্য এ প্রবাহচিত্রটি সহায়তা করবে।

২.৩ ESMS টিমের ভূমিকা ও দায়িত্ব

কৃষি মন্ত্রণালয়ের পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা টিমটি কৃষি মন্ত্রণালয়ের নিয়মিত কার্যক্রমের কাঠামোর মধ্যে পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনার জন্য একটি ব্যাপক এবং সমন্বিত পদ্ধতি প্রদানের জন্য গঠিত হবে। এই গঠনটি কেবল নির্দিষ্ট প্রকল্পের জন্যই নয়, বরং কৃষি মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য সংস্থাগুলোও একটি মডেল হিসাবে একে যাতে গ্রহণ করে সেভাবে তৈরি করা হয়েছে। ESMS টিমের জন্য নিম্নলিখিত ভূমিকা ও দয়িত্বগুলোর একটি রূপরেখা উপস্থাপন করা হলো:

প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর বা প্রকল্প পরিচালক/ এপিডি

- ESMS এর সামগ্রিক বাস্তবায়ন কাজ তদারক করা।
- প্রকল্পের বিভিন্ন দলের সদস্য এবং অংশীজন বা স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে কার্যক্রম সমন্বয় করা।
- কৃষি মন্ত্রণালয়ের এ সংক্রান্ত উদ্দেশ্য এবং নির্দেশিকা মেনে চলা নিশ্চিত করা।

পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা বিশেষজ্ঞ

- পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন এবং প্রভাব বিশ্লেষণে সহায়তা/ পরিচালনা করা।
- পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ও কৌশল তৈরি এবং তার বাস্তবায়ন মনিটরিং করা।
- সামাজিক প্রভাব নিরূপণ ও অংশীজন বা স্টেকহোল্ডারদের বিশ্লেষণ।
- সামাজিক গোষ্ঠীর যথাযথ অন্তর্ভূক্তির পরিকল্পনা ও কৌশল তৈরি করা।
- সামাজিক সুরক্ষা, জেন্ডার মূলধারাকরণ ও সামাজিক গোষ্ঠীগুলোর উন্নয়নকে অন্তর্ভুক্ত করা।

জেন্ডার বিশেষজ্ঞ

- মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন কার্যক্রমে জেন্ডার বিবেচনা ও সম্পৃক্ত করা।
- জেন্ডার-বান্ধব কর্মসূচি এবং নীতিমালা তৈরি করা।
- জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ এবং প্রতিকারের বিষয়ে সাড়া দেয়া।

সরকারি প্রতিনিধি- ইএন্ডএস ফোকাল

- নিয়ন্ত্রণকারী হিসেবে সার্বিক বিষয়ের তত্ত্বাবধান করা এবং এ সংক্রান্ত জাতীয় নীতি ও প্রবিধানের সাথে সামঞ্জস্য নিশ্চিত করা।
- সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থাগুলোর সাথে সমন্বয় সাধন করা।
- ESMS টিমের মধ্যে সরকারি স্বার্থ এবং অগ্রাধিকারগুলোর প্রতিনিধিত্ব করা।
- ESMS টিমের কাজের অগ্রগতি এবং চ্যালেঞ্জগুলোর তথ্য নিয়ে প্রতিবেদন তৈরি করা।
- পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে সহায়তা করা।

কৃষক প্রতিনিধি বা উপকারভোগী

- সংস্থার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে কৃষকদের স্বার্থ এবং দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিনিধিত্ব করা।
- সংস্থা/ প্রোগ্রামের পরিবেশগত ও সামাজিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় কৃষকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
- পার্টনার প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের কার্যকারিতা ও জবাবদিহিতা উন্নত করার জন্য সুপারিশ প্রদান করা।

মনিটরিং ও মূল্যায়ন বিশেষজ্ঞ

- কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিদ্যমান কার্যক্রম ও কাঠামোর প্রেক্ষাপটে পরিবেশগত ও সামাজিক কর্মদক্ষতা সূচকসমূহ নির্ধারণ করা ও সে অনুযায়ী মনিটরিং প্রতিবেদন তৈরির উদ্দেশ্যে এবং কর্মদক্ষতা মূল্যায়নের জন্য সিস্টেম ডিজাইন করা।
- কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং কার্যপরিধির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে ESMS-এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের অগ্রগতি মনিটর/ ট্র্যাক করা।
- এসব বিষয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পগুলোর মধ্যে অধিকতর উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করা।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি

- ESMS টিমের মধ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের স্বার্থ এবং অগ্রাধিকারের নিশ্চিত করার প্রতিনিধিত্ব করা।
- কৌশলগত দিকনির্দেশনা প্রদান এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের সামগ্রিক লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্য নিশ্চিত করা।
- ESMS টিম এবং অন্যান্য সংস্থা বা প্রকল্পের সাথে যোগাযোগ এবং সহযোগিতা সহজতর করা।

সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ/ কর্মকর্তা

- কৃষি মন্ত্রণালয়ের কর্মী এবং অংশীদারদের জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধির কর্মসূচি তৈরি এবং বাস্তবায়ন।
- ESMS, সামাজিক সুরক্ষা, লিঙ্গ মূলধারাকরণ এবং পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার ওপর প্রশিক্ষণ পরিচালনা।
- কৃষি মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সর্বোত্তম অনুশীলনের ধারাবাহিক শিক্ষা এবং অভিযোজন নিশ্চিত করা।

আর্থিক পরিকল্পনা ও বাজেট বিশেষজ্ঞ/ হিসাবরক্ষক

- ESMS বাস্তবায়নের জন্য বাজেট তৈরি এবং তত্ত্বাবধান করা।
- পরিবেশগত এবং সামাজিক ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের জন্য পর্যাপ্ত সম্পদ বরাদ্দ নিশ্চিত করা।
- ESMS প্রয়োজনীয়তার সাথে ব্যয় এবং আর্থিক সমন্বয় ট্র্যাক করা।

২.৪ প্রকল্প প্রণয়ন এবং পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা অন্তর্ভুক্তকরণ

সাধারণত, সরকার দুই ধরনের উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করে- বিনিয়োগ প্রকল্প ও কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনের উদ্দেশ্যে প্রকল্প প্রস্তাব জমা দেওয়ার জন্য দুটি স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম্যাট অনুসরণ করা হয়। প্রথমটি 'উন্নয়ন প্রকল্প প্রোফর্মা (DPP)' এবং অন্যটি 'কারিগরি সহায়তা প্রকল্প প্রোফর্মা (TAPP)' নামে পরিচিত। প্রকল্পের ডিপিপি বা টিএপিপি তৈরির সময় জলবায়ু পরিবর্তন, দুর্যোগ, পরিবেশগত এবং সামাজিক মূলধারার বিষয়গুলো বিবেচনা করা হয়। প্রকল্প প্রণয়নের সময়ই ডিপিপিতে পরিবেশগত ও সামাজিক বিষয়বলী সঠিকভাবে প্রতিপালনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

২.৪.১ প্রকল্প প্রণয়ন ও অনুমোদনের প্রক্রিয়া

উন্নয়ন প্রকল্প (সরকারি অর্থায়ন এবং বৈদেশিক সাহায্যপ্রাপ্ত উভয় ধরনের প্রকল্প) অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে বেশ কিছু ধাপ জড়িত রয়েছে। যথা-

প্রণয়ন ধাপ: প্রকল্প প্রণয়ন ধাপে জাতীয় চাহিদা, সম্ভাব্য খরচ এবং সুফলের পরিপ্রেক্ষিতে একটি প্রকল্প সম্পর্কে প্রাথমিক সমীক্ষাপূর্বক একটি ধারণা নেয়া হয়। পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সংস্থা সেই ধারণা মূল্যায়ন করে এবং অনুমোদন (অথবা স্থগিত বা প্রত্যাখ্যান) করার উপযোগী করতে সেটিকে আরও বিশদ এবং সুনির্দিষ্ট ভাষায় বিবরণ প্রস্তুত করে।

প্রকল্প প্রস্তাব ধাপ: বিশদভাবে বিবরণ তৈরির পর প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলো সেই উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব আকারে তৈরি করে।

প্রকল্প মূল্যায়ন ধাপ: মন্ত্রণালয় ডিপিপি পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করার পর তা পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগ বা সেক্টরে প্রেরণ করে। বিভাগসমূহ ডিপিপিগুলো মূল্যায়ন করে। এরপর তা প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (পিইসি) কর্তৃক অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হয়।

প্রকল্প অনুমোদন ধাপ: মূল্যায়নের পর পরিকল্পনা মন্ত্রী/ উপদেষ্টা অথবা জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (একনেক) প্রকল্পের অর্থের পরিমাণ ও আকারের ওপর নির্ভর করে প্রকল্প অনুমোদন করেন, যার পরে অনুমোদিত প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)তে অন্তর্ভূক্ত করা হয়।

বিনিয়োগ প্রকল্প অনুমোদনের ধাপসমূহ

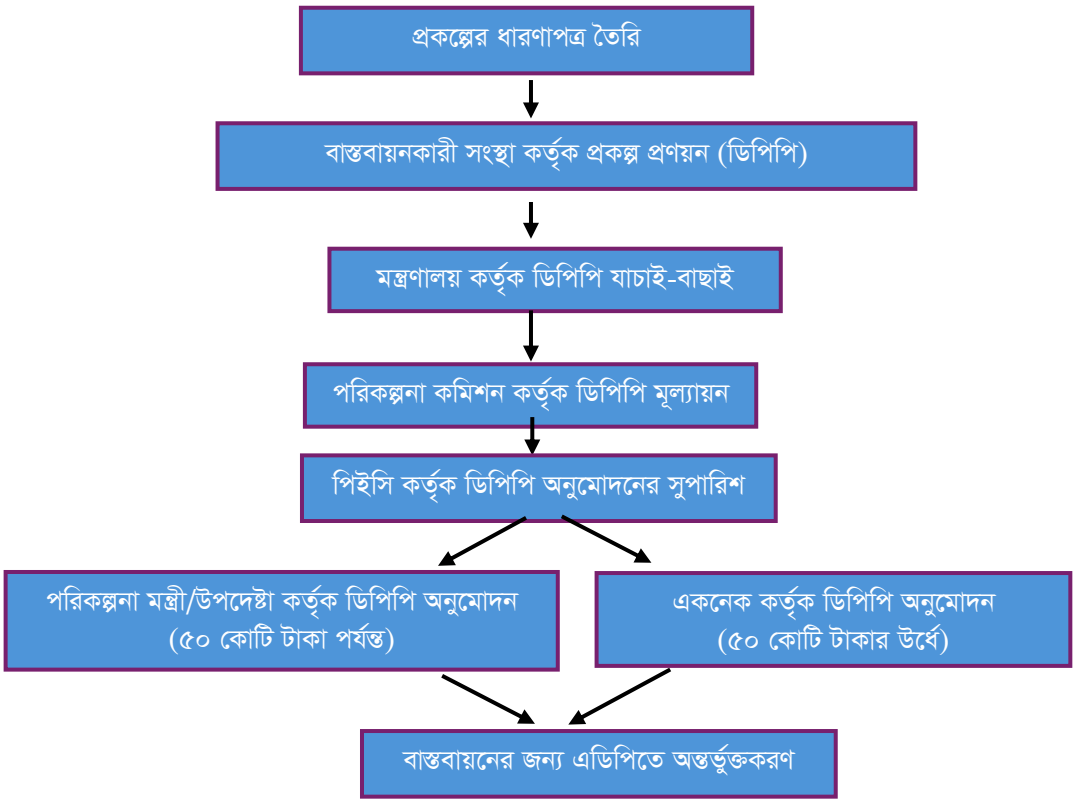

বিনিয়োগ প্রকল্পের মতো, টিএ প্রকল্পের অনুমোদনের কর্তৃপক্ষ কে হবেন তা প্রকল্প ব্যয়ের পরিমাণ দ্বারা নির্ধারিত হয়। যখন প্রকল্প সহায়তা এবং সরকারি ও বেসরকারি খাতে মোট অর্থের পরিমাণ ২০ কোটি টাকার কম বা সমান হয় এবং সরকারি ও বেসরকারি

খাতে মোট ব্যয়ের ২০ শতাংশের বেশি না হয়, তখন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী প্রকল্পটি অনুমোদন করেন। যদি উপরে উল্লিখিত সীমা অতিক্রম করা হয়, তাহলে পরিকল্পনা মন্ত্রী/উপদেষ্টা/প্রতিমন্ত্রী অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে গণ্য হবেন।

২.৪.২ ডিপিপিতি পরিবেশগত ও সামাজিক বিষয় অন্তর্ভূক্তকরণ

বাংলাদেশ সরকারের ডিপিপি প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত ডিপিপি ম্যানুয়ালের ২৩ অনুচ্ছেদে এ বিষয়ে ১০টি নির্দেশনা রয়েছে, এগুলো হলো-

- অন্যান্য প্রকল্প/ বিদ্যমান স্থাপনাসমূহ;
- ডিপিপি বা টিএপিপিতে পরিবেশগত স্থিতিশীলতার ওপর এগুলোর প্রভাব/ফলাফল ও নির্দিষ্ট প্রশমন ব্যবস্থা, যেমন- ভূমি, পানি, বায়ু, জীববৈচিত্র্য, বাস্তুতন্ত্র পরিষেবা (যদি প্রকল্পটি "লাল" শ্রেণিভূক্ত হয় তবে EIA ডকুমেন্ট অবশ্যই সংযুক্ত করতে হবে);
- জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন এবং প্রশমন;
- জেন্ডার, নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা অনগ্রসর গোষ্ঠীর চাহিদা;
- কর্মসংস্থান;
- দারিদ্রের অবস্থা;
- সাংগঠনিক বিন্যাস/ কাঠামো;
- প্রাতিষ্ঠানিক উৎপাদনশীলতা;
- আঞ্চলিক বৈষম্য;
- বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ২০২৩ অনুযায়ী পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ। গ্রহণ করা হলে তার প্রমাণক সংযুক্ত করতে হবে, না হলে তার কারণ উল্লেখ করতে হবে।

এ ছাড়াও ম্যানুয়ালের ২৮ অনুচ্ছেদে প্রকল্পের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিষয়টিকে বিবেচনার উল্লেখ রয়েছে এবং ২৯ অনুচ্ছেদে প্রকল্প বাস্তবায়ন ও পরিচালনকালে যেসব পরিবেশগত বিপত্তি ও দুর্যোগের ঝুঁকি রয়েছে সেসব ঝুঁকি বিশ্লেষণ ও প্রশমনের ব্যবস্থা থাকার কথা বলা হয়েছে। অতএব, প্রকল্প প্রণয়নের সময় এসব বিষয়গুলো সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করতে হবে।

২.৫ পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া

প্রকল্পের একটি প্রাথমিক পরিবেশগত ও সামাজিক স্ক্রিনিং দিয়ে আরম্ভ করে উপযুক্ত প্রশমন ব্যবস্থা নেয়ার দরকার রয়েছে এমন প্রভাবগুলো ধাপে ধাপে মূল্যায়ন করা হবে। প্রকল্পটি পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনার জন্য একটি কাঠামোগত পদ্ধতি ব্যবহার করবে যাতে প্রকল্প গঠনের প্রক্রিয়াটি পরিবেশ ও সমাজের ওপর নেতিবাচক প্রভাবগুলো পরিহার করতে পারে, কমাতে পারে বা ক্ষতিপূরণ/ প্রশমনের ব্যবস্থা নিতে পারে এবং বাস্তবিকভাবে সম্ভব এবং সুবিধাজনক ইতিবাচক প্রভাবগুলো বৃদ্ধির শ্রেণিবিন্যাস অনুসরণ করতে পারে। সামগ্রিক প্রক্রিয়াটি নিচে উল্লেখ করা হলো:

- প্রকল্পের জন্য স্থান নির্বাচন।
- প্রকল্পের সামাজিক ও পরিবেশগত স্ক্রিনিং চেকলিস্ট।
- মূল পরিবেশগত ও সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলি সংজ্ঞায়িত করা (সম্ভাব্য প্রভাবের উপর ভিত্তি করে)।
- পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়নের কার্যপরিধি নির্ধারণ করা।
- জৈবিক পরিবেশের ওপর প্রভাব, ভৌত পরিবেশের ওপর প্রভাব এবং মানব পরিবেশের ওপর প্রভাবের মতো পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাবগুলোর সনাক্তকরণ।
- নির্দিষ্ট প্রকল্পভিত্তিক একটি পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ESMS) প্রস্তুত করা।

২.৬ পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব সমীক্ষা এবং ঝুঁকি নিরূপণ

২.৬.১ পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব সমীক্ষা

প্রাথমিক পরিবেশগত সমীক্ষা বলতে বুঝায় পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণের লক্ষ্যে প্রাথমিক সমীক্ষা। পরিবেশগত প্রভাব হলো কোনো প্রস্তাবিত প্রকল্প বা কার্যক্রমের সম্ভাব্য পরিবেশগত প্রভাব চিহ্নিতকরণ, পূর্ব-অনুমান ও মূল্যায়নের সুসংগঠিত প্রক্রিয়া। বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩ এর ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (১) অনুসারে কোনো শিল্প প্রকল্পের উদ্যোক্তা পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত নির্দেশিকা অনুসারে তালিকাভূক্ত পরিবেশ বিষয়ক পরামর্শকের দ্বারা অনুমোদিত কার্যপরিধির ভিত্তিতে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ সমীক্ষা পরিচালনা করে প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে। তবে শর্ত থাকে যে, যেসব অধিদপ্তর বা সংস্থার পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ নির্দেশিকা নেই সেসব অধিদপ্তর বা সংস্থার পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ সমীক্ষা পরিচালনার জন্য কোনো

আন্তর্জাতিক বা উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ নির্দেশিকা অনুসরণ করা যাবে। এক্ষেত্রে তা সরকারের গৃহীত পরিকল্পনা, নীতিমালা বা সিদ্ধান্তের পরিপন্থী কিনা তা বিবেচনা করতে হবে।

২.৬.২ পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি নিরূপণ পদ্ধতি

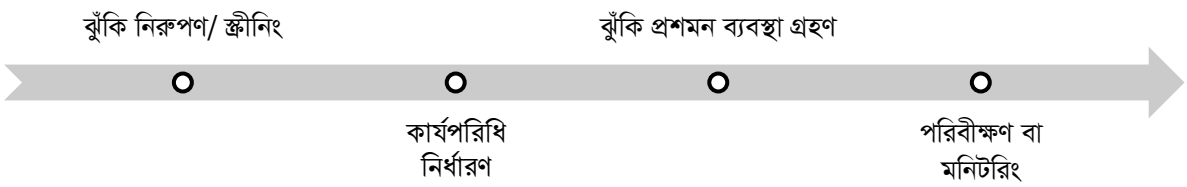

পরিবেশ ও সামাজিক ঝুঁকি নিরূপণ দল নিম্নোক্ত ধাপগুলো অনুসরণ বা ব্যবহার করবেন:
ঝুঁকি নিরূপণ বা স্ক্রীনিং: এ ধাপে নিয়োজিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান একটি নির্দিষ্ট স্ক্রীনিং ফরম বা চেক লিস্ট ব্যবহার করে প্রকল্প গ্রহণের পূর্বেই প্রকল্পস্থলের পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব নিরূপণ ও ঝুঁকি যাচাই করবেন (ফরম: পরিশিষ্ট ১)।
কার্যপরিধি নির্ধারণ: ঝুঁকিগুলোর বিস্তারিত বিবরণ প্রস্তুত করবেন। এসব কাজে কার কি দায়িত্ব হবে, কখন সেগুলো সম্পন্ন করতে হবে তার কার্যপরিধি ঠিক করবেন।
ঝুঁকি প্রশমন ব্যবস্থা গ্রহণ: চিহ্নিত ঝুঁকিসমূহ নিরসন বা প্রশমনের যথাযথ ব্যবস্থার সুপারিশ করবেন।
পরিবীক্ষণ/ মনিটরিং: সম্পূর্ণ প্রকল্পচক্রে পরিবেশ ও সামাজিক ঝুঁকি নিরসন বা প্রশমনের ব্যবস্থাদি পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবেন।

২.৬.৩ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা
প্রতিটি প্রকল্পের একটি নির্দিষ্ট ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা থাকতে হবে। পরিকল্পনাগুলো প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কাঠামোর সাথে একীভূত করা হবে ও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে তা হালনাগাদ/আপডেট করা হবে।

২.৬.৪ পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদন
পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ সমীক্ষা প্রতিবেদন ও প্রতিবেদনের অংশ হিসেবে পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রতিবেদন প্রস্তুতের সময় ধারা ১৫ এর উপধারা (৩) অনুযায়ী তফসিল-১১ এ উল্লিখিত নির্দেশিকা বা নির্ধারিত ছক অনুসরণ করতে হবে (পরিশিষ্ট)।

২.৬.৫ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা
প্রত্যেক প্রকল্পের একটি ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা থাকবে। এই পরিকল্পনা প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা ফ্রেমওয়ার্কের সাথে সমন্বিত থাকবে যা বিভিন্ন সময়ে হালনাগাদ করতে হবে।

২.৭ অবস্থানগত ও পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ
বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩ এর ধারা ৫ এর উপ-ধারা (১) অনুসারে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক অবস্থানগত ও পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের উদ্দেশ্যে শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের কার্যক্রমের ব্যাপ্তি ও তা থেকে সৃষ্ট সম্ভাব্য দূষণের পরিধি, মাত্রা এবং পরিবেশ ও মানব স্বাস্থ্যের ওপর সম্ভাব্য ক্ষতিকর প্রভাব বিবেচনায় শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পগুলোকে ৪টি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে, যথা: সবুজ, হলুদ, কমলা, এবং লাল। সবুজ শ্রেণিভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প হলো যেগুলোর পরিবেশ ও মানব স্বাস্থ্যের ওপর তুলনামূলকভাবে কম প্রভাব রয়েছে এবং সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের পরিবেশ দূষণ প্রশমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ রয়েছে। সে বিবেচনায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পগুলোকে সবুজ শ্রেণিতে বিবেচনা করা যেতে পারে। মধ্যম মাত্রার প্রভাব রয়েছে এরূপ প্রকল্পগুলো হলুদ শ্রেণিভূক্ত, কমলা শ্রেণিভুক্ত প্রকল্পগুলোর প্রভাব যথেষ্ট রয়েছে, এবং তীব্র প্রভাব রয়েছে এমন প্রকল্পসমূহ লাল শ্রেণিভূক্ত। বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩ এর ধারা ৬ এর উপ-ধারা (১) অনুসারে সবুজ শ্রেণির নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে, তা যেখানেই স্থাপন করা হোক না কেন, অবস্থানগত ছাড়পত্র গ্রহণের প্রয়োজন হবে না, পরিবেশ অধিদপ্তরের কাছ থেকে কেবল পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে। সবুজ শ্রেণির প্রকল্পের ছাড়পত্র ধারা ৯ অনুসরণপূর্বক প্রকল্পের উদ্যোক্তাকে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে।

২.৮ নথিভূক্তকরণ ও প্রোটোকল
২.৮.১ ইএসএমএস নথিভুক্তকরণ/ ডকুমেন্টেশন
ESMS প্রণয়নকারীবৃন্দ নিম্নোক্ত ডকুমেন্ট ও প্রোটোকলগুলো নিশ্চিত করবেন-

পরিকল্পনা-২ শাখা
তাং
কৃষি মন্ত্রণালয়

পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ESMP): প্রতিটি প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকতে হবে। যেমন: নির্মাণ বা পূর্ত কাজের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট অবস্থানভিত্তিক পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (Site-specific ESMP)।

মানসম্পন্ন কর্মধারা (Standard Operating Procedure/SOP): পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা ধাপে ধাপে বাস্তবায়নের এটি হবে একটি নির্দেশিকা বা গাইডলাইন যা পরিকল্পনা আকারে তৈরি করা হয়। এক্ষেত্রে পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনার জন্য সুনিদৃষ্ট কিছু টুলস বা উপকরণ ব্যবহার করা হয়। যেমন: বালাই ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, শ্রমিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, জেন্ডার অন্তর্ভূক্তকরণ পরিকল্পনা, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, যৌন হয়রানি প্রতিরোধ পরিকল্পনা, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা পরিকল্পনা, মনিটরিং ও মূল্যায়ন পরিকল্পনা ইত্যাদি।

প্রতিবেদন কাঠামো (Reporting Templates): কাজের যথাযথ দক্ষতা যাচাইপূর্বক প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় ছক বা টেমপ্লেট থাকা উচিত। যেমন: পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদনের টেমপ্লেট।

মনিটরিং ও মূল্যায়ন (Monitoring and Evaluation): পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন নিশ্চিত ও বাস্তবায়নের দক্ষতা যাচাই করার জন্য নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের ব্যবস্থা থাকা দরকার। এতে ইএসএমপি বাস্তবায়ন সঠিক পথে রয়েছে কি না তা বুঝা যায়।

২.৮.২ নথিভূক্তকরণ প্রক্রিয়া

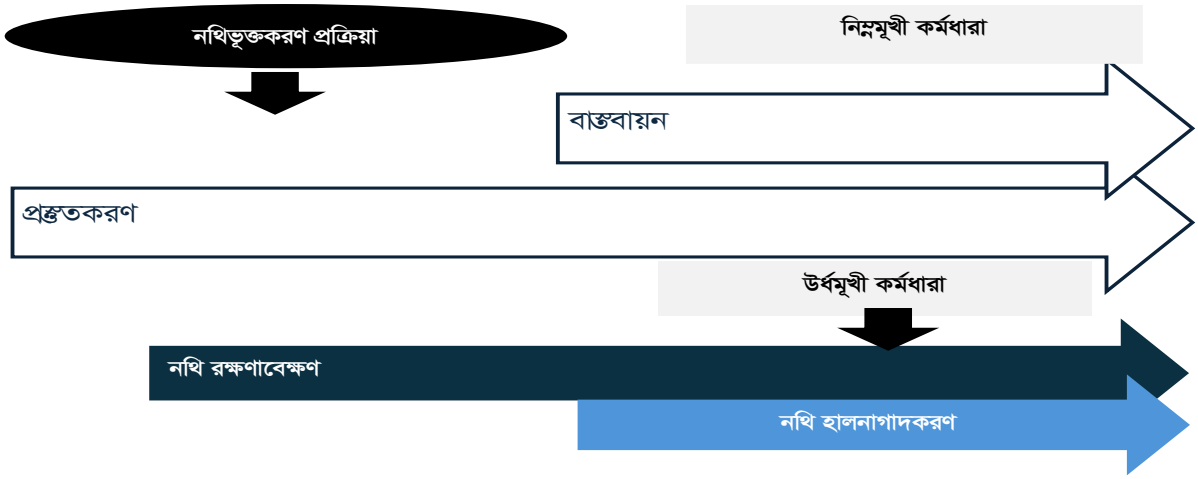

চিত্র- নথিভূক্তকরণ প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ

ESMS টিম নিম্নলিখিত প্রক্রিয়াগুলো ব্যবহার করবে-

প্রস্তুতি: প্রাথমিক ডকুমেন্টেশন এবং প্রোটোকল তৈরি করা।

বাস্তবায়ন: প্রস্তুতকৃত ডকুমেন্ট এবং প্রোটোকল কার্যকর করা।

রক্ষণাবেক্ষণ ও আপডেট: ফিডব্যাক ও মনিটরিং তথ্যের ওপর ভিত্তি করে নিয়মিতভাবে ডকুমেন্টেশন হালনাগাদ/আপডেট এবং পরিমার্জন করা।

২.৮.৩ অপারেশনাল প্রোটোকল

অপারেশনাল প্রোটোকলে অন্তর্ভুক্ত থাকবে-

পরিবেশগত মনিটরিং: পরিবেশগত পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি যার মাধ্যমে পরিবেশগত পরিমিতিগুলো ট্র্যাক করা যায়।

সামাজিক মনিটরিং: সামাজিক প্রভাব পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি যার মাধ্যমে সামাজিক পরিমিতিগুলো ট্র্যাক করা যায়।

ঘটনা প্রতিবেদন: ঘটনা প্রতিবেদন করার নির্দেশিকা যার মাধ্যমে পরিবেশগত ও সামাজিক ঘটনাগুলি রিপোর্ট এবং পরিচালনা করা যায়।

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRM): অভিযোগ সমাধানের পদ্ধতি যার মাধ্যমে অংশীদারদের অভিযোগগুলি সমাধান করা যায়।

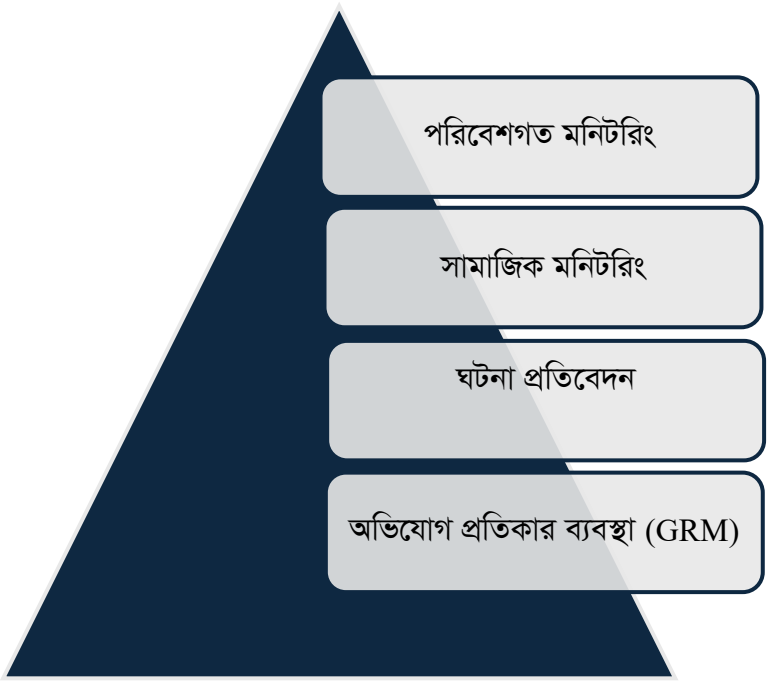

চিত্র- পরিবেশগত ও সামাজিক বিষয়াবলী পর্যবেক্ষণের স্ট্যান্ডার্ড অপারেশনাল প্রোটোকল

ব্যবহার পদ্ধতি

- **ঝুঁকি মূল্যায়ন প্রক্রিয়া চিত্র:** ঝুঁকি মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার ধাপগুলোর ক্রম দেখানোর জন্য ESMS ডকুমেন্টেশনে এই চিত্রটি ব্যবহার করা যাবে।
- **ডকুমেন্টেশন ও প্রোটোকল প্রক্রিয়া চিত্র:** এই চিত্রটি প্রস্তুতি থেকে বাস্তবায়ন এবং চলমান আপডেট পর্যন্ত ডকুমেন্টেশনের চক্রাকার প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করবে।
- **অপারেশনাল প্রোটোকল তথ্য লেখচিত্র:** আপনার অপারেশনাল প্রোটোকলের মূল উপাদানগুলোর রূপরেখা তৈরি করতে এই তথ্য লেখচিত্রটি ব্যবহার করতে পারেন।

২.৯ প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা উন্নয়ন

২.৯.১ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা বা ESMS বাস্তবায়ন বা পরিচালনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দের দক্ষতা বা সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। প্রশিক্ষণের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত হবে-

- **ESMS নীতিমালা ও উদ্দেশ্য:** এটি ESMS এর কাঠামো বা ফ্রেমওয়ার্ক বুঝতে সাহায্য করবে।
- **ঝুঁকি নিরূপণ ও ব্যবস্থাপনা:** প্রকল্প কার্যক্রমে যেসব পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি বা নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে তা প্রশমন ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বুঝতে সাহায্য করবে।
- **অপারেশনাল প্রোটোকল:** ESMS বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে।
- **স্টেকহোল্ডার বা অংশীজনদের অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা:** এটি প্রকল্প কার্যক্রমে অংশীজনদের যথাযথ অংশগ্রহণ ও তাদের কাছ থেকে পাওয়া অভিযোগগুলোর সমাধান করতে সাহায্য করবে।

২.৯.২ সক্ষমতা উন্নয়ন উদ্যোগ

প্রকল্পের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, সেমিনার, মাঠ সভা ও আলোচনা ইত্যাদির মাধ্যমে পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষার বিষয়াবলি সম্পর্কে অংশীজনদের সচেতনতা ও সক্ষমতা বাড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

২.১০ পরিবীক্ষণ/মনিটরিং ও মূল্যায়ন

২.১০.১ মনিটরিং কাঠামো

মনিটরিং কাঠামোর মধ্যে থাকবে-

- **দক্ষতা সূচক/ নির্দেশক:** বাস্তবায়নে দক্ষতা যাচাই পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত সূচক বা নির্দেশক থাকবে।
- **উপাত্ত বা ডাটা সংগ্রহ:** কার্যক্রম বাস্তবায়ন মূল্যায়নের জন্য নিয়মিতভাবে উপাত্ত বা ডাটা সংগ্রহ করতে হবে।

- **প্রতিবেদন:** প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট সময় পর পর প্রতিবেদন তৈরি করতে হবে।

২.১০.২ মূল্যায়ন কৌশল

মূল্যায়ন কৌশল হতে পারে-

- **অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বা মূল্যায়ন:** নিয়মিতভাবে বাস্তবায়ন কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনাপূর্বক প্রকল্প কর্তৃক মূল্যায়ন।
- **বহিঃমূল্যায়ন:** তৃতীয় পক্ষ দ্বারা নিরপেক্ষভাবে স্বচ্ছতার সাথে মূল্যায়ন।
- **ফিডব্যাক লুপ:** স্টেকহোল্ডার বা অংশীদারদের কোনো ফিডব্যাক থাকলে সেগুলোর মূল্যায়ন।

২.১১ অংশীদারদের অন্তর্ভূক্তিকরণ ও অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা

২.১১.১ অংশীদারদের অন্তর্ভূক্তিকরণ

অংশীদারদের অন্তর্ভূক্তিকরণ পরিকল্পনায় থাকবে-

- **অংশীদারদের চিহ্নিতকরণ:** ম্যাপিং করে সম্পৃক্ত অংশীদারদের চিহ্নিত করতে হবে।
- **অন্তর্ভূক্তিকরণ কৌশল:** অংশীদারদের কিভাবে অন্তর্ভূক্ত করা যাবে তার কৌশল।
- **যোগাযোগের মাধ্যম:** তথ্য আদানপ্রদান বা তথ্য বিনিময়ের জন্য ব্যবহৃত মাধ্যম।

২.১১.২ অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (জিআরএম)

জিআরএম-এর মধ্যে থাকবে-

- **অভিযোগ দাখিল/ নিবন্ধন:** অভিযোগ দাখিল বা নিবন্ধনের পদ্ধতি।
- **অভিযোগ নিষ্পত্তি:** অভিযোগ সমাধানের পদক্ষেপ।
- **আপিল প্রক্রিয়া:** সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করার পদ্ধতি।

২.১২ পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা প্রোটোকল এবং কল সেন্টার

২.১২.১ পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা প্রোটোকল

পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা (OHS) প্রোটোকলের মধ্যে থাকবে-

- **ঝুঁকি মূল্যায়ন:** নিরাপত্তা ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ।
- **ঝুঁকি প্রশমন ব্যবস্থা:** ঝুঁকি পরিচালনার ব্যবস্থা।
- **পরিবীক্ষণ ও সম্মতি:** সম্মতি নিশ্চিত করার পদ্ধতি।

২.১২.২ কল সেন্টার

কল সেন্টারটি যেসব কাজ করবে সেগুলো হলো-

তথ্য প্রচার: ESMS তথ্য প্রদান।
অভিযোগ পরিচালনা: অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান।
প্রতিক্রিয়া সংগ্রহ: স্টেকহোল্ডারদের প্রতিক্রিয়া সংগ্রহ।

২.১৩ তহবিল ব্যবস্থা এবং প্রকল্পের ধরন

২.১৩.১ তহবিল ব্যবস্থা

ESMS বাস্তবায়ন করতে যেসব তহবিল ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে-

- **রাজস্ব বা সরকারি তহবিল:** প্রকল্পের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে সংস্থান ও জাতীয় বাজেটে বরাদ্দ রাখা যায়।
- **উন্নয়ন অংশীদার বা রাজস্ব বহির্ভূত তহবিল:** আন্তর্জাতিক উন্নয়ন অংশীদারদের অবদান গ্রহণ করা যায়।
- **অংশীদারিত্ব তহবিল:** পারস্পারিক সম্মতির ভিত্তিতে সরকার এবং উন্নয়ন অংশীদার উভয়ের তহবিল ব্যবহার।
- **বেসরকারি খাতের তহবিল:** বেসরকারি খাতের বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা যায়।

২.১৩.২ প্রকল্পের ধরন

যে ধরনের প্রকল্পে ESMS বাস্তবায়ন করা যেতে পারে সেসব প্রকল্পগুলোর ধরন হতে পারে-

- **অবকাঠামো প্রকল্প:** কৃষি অবকাঠামো উন্নয়ন, অনাবাসিক ভবন নির্মাণ ইত্যাদি প্রকল্প।
- **গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্প:** কৃষি গবেষণার জন্য উদ্যোগ গ্রহণকারী প্রকল্প।

- **সম্প্রদায়ভিত্তিক সম্প্রসারণ প্রকল্প:** গোষ্ঠী বা নির্দিষ্ট কোন সম্প্রদায়ের উন্নয়নের জন্য গৃহীত প্রকল্প।
- **শিক্ষা প্রকল্প:** শিক্ষাগত উন্নয়নের সাথে জড়িত প্রকল্প।

২.১৪ উপসংহার

এই অধ্যায়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের জন্য প্রণীত ESMS-এর সাফল্যের সাথে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক এবং সাংগঠনিক কাঠামোর রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে। এ অধ্যায়ে বাস্তবায়নে কার কি ভূমিকা বা দায়িত্ব হবে তা নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন প্রোটোকল তৈরি এবং মূলধারায় সেগুলো যুক্ত করা, কার্যকর পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য প্রকল্প ডিপিপিতে বা নথিতে পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনার বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে, কৃষি মন্ত্রণালয় তার অধীনস্ত সংস্থাসমূহের মাধ্যমে পরিবেশগত এবং সামাজিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পরিচালনা ও টেকসই পরিবেশবান্ধব কৃষি চর্চাগুলোর অনুশীলনকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে যাতে নির্দেশনা দিতে পারে সে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

অধ্যায় ৩:
নীতি, আইন, বিধি, কনভেনশন এবং অন্যান্য নিয়ন্ত্রক কাঠামো

৩.১ ভূমিকা

পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থার লক্ষ্য হলো- প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের ফলে পরিবেশ ও সমাজের ওপর সৃষ্ট নেতিবাচক প্রভাব এড়ানো, যদি তা সম্ভব না হয়, তাহলে তা হ্রাস করা ও প্রশমিত করা; এবং পরিবেশ ও সামাজিক সুবিধাগুলো বৃদ্ধি করা।
এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য, বাংলাদেশ সরকারের প্রাসঙ্গিক নীতি, আইন, বিধি-বিধানসহ আন্তর্জাতিক কনভেনশন, উন্নয়ন সহযোগীদের নীতি এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পগুলোর জন্য প্রযোজ্যতা এখানে পর্যালোচনা করা হয়েছে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব বেশ কয়েকটি নীতি, নির্দেশিকা ও আইন রয়েছে যা পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিকে সমর্থন করে। বিশ্বব্যাংক, আইএফএডি, এডিবি, জাইকা, ইউএসএআইডি প্রভৃতি উন্নয়ন সহযোগীদের পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা মানদন্ডগুলো ও নীতিগুলোও পর্যালোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে সেসব নীতি, বিধি ও আইনসমূহের সারসংক্ষেপ প্রদান করা হলো।

৩.২ জাতীয় নীতি, আইন, বিধি ও বিধান

বাংলাদেশে বেশ কিছু নীতি ও আইন রয়েছে যা উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা এবং ঝুঁকি নিরূপণকে সমর্থন করে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব কিছু আইন ও নীতি রয়েছে যা পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির আইনি সহায়তা প্রদান করে। এখানে উল্লেখযোগ্য কিছু নীতি ও আইন সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো-

৩.২.১ জাতীয় কৃষি নীতি (NAP), ২০১৮

জাতীয় কৃষি নীতি নিরাপদ, লাভজনক কৃষি এবং টেকসই খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনের লক্ষ্যে গৃহীত হয়েছে। এটি একটি সমন্বিত নীতি যা কৃষির আধুনিকায়ন, গবেষণা, শিক্ষা এবং রপ্তানির ওপর গুরুত্ব দেয়।

৩.২.২ উত্তম কৃষি চর্চা নীতি (GAP), ২০২০

উত্তম কৃষি চর্চা (GAP) নিরাপদ ও মানসম্পন্ন খাদ্য উৎপাদন, পরিবেশ ও সামাজিক উন্নয়ন এবং কৃষি শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি বালাইনাশক ও কৃষি রাসায়নিক দ্রব্যের যুক্তিসঙ্গত ব্যবহার নিশ্চিত করে এবং টেকসই উত্তম কৃষি চর্চার অনুশীলনকে উৎসাহিত করে।

৩.২.৩ বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩

এই বিধিমালা পরিবেশ রক্ষা, মান উন্নয়ন এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়েছে। এই বিধিমালায় পরিবেশ দূষণ, অবস্থানগত ও পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ, পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ সমীক্ষা, পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদন, প্রকল্পের বর্জ্য নির্গমনের মানমাত্রা ও পরিশোধন, পরিবেশগত ক্ষতি নিরুপণ ও ক্ষতিপূরণ আদায়, পরিবেশ পরামর্শক বা বিশেষজ্ঞ তালিকাভুক্তি ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করেছে।

৩.২.৪ বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ (সংশোধনী) আইন, ২০১০

এই সংশোধনীতে বিপজ্জনক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, জলাশয় সংরক্ষণ এবং পরিবেশ দূষণ রোধে কঠোর বিধান যুক্ত করা হয়েছে।

৩.২.৫ জাতীয় সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০২

এই নীতির লক্ষ্য রাসায়নিক বালাইনাশকের অতিরিক্ত ব্যবহার কমিয়ে পরিবেশবান্ধব ও টেকসই পদ্ধতিতে কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ করা।

৩.২.৬ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২০-২০২৫)

এই পরিকল্পনাটি টেকসই উন্নয়ন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন কৌশলগুলোর ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে যা পরিবেশগত, সামাজিক ও শ্রম বিষয়ক মান উন্নয়নকে গুরুত্ব দেয়।

৩.২.৭ বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬

বাংলাদেশের শ্রমিকদের অধিকার সংরক্ষণ ও আন্তর্জাতিক শ্রম মানের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করার জন্য এই আইন প্রণীত হয়েছে।

৩.২.৮ বাংলাদেশ শ্রম আইন (সংশোধন), ২০১৩

এই আইনে ঠিকাদার সংস্থার রেজিস্ট্রেশন, সাময়িক শ্রমিক, শ্রমিকের মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ, শ্রমিকদের চাকুরি থেকে অব্যাহতি, শ্রমিকের বয়স, ঝুঁকিপূর্ণ কাজের তালিকা ঘোষণা ও কতিপয় কাজে কিশোর নিয়োগে বাধা, কারখানা ও শ্রমিকদের সার্বিক নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়গুলোর উল্লেখ রয়েছে।

৩.২.৯ বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫

এ বিধিমালায় শ্রমিক রেজিস্টার, ছুটির রেজিস্টার, খাবার কক্ষ, প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা, মহিলাদের প্রতি আচরণ ইত্যাদি সম্পর্কে বিধি রয়েছে।

৩.২.১০ অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা নির্দেশিকা-২০১৫ (পরিমার্জিত ২০১৮)

এ নির্দেশিকায় ওয়েব-ভিত্তিক অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা, অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সেল গঠন ও কার্যপরিধি, অভিযোগ দাখিলের পদ্ধতি, আপিল দাখিলের পদ্ধতি, অভিযোগ যাচাই বাছাই, অভিযোগ তদন্ত, অভিযোগ ও আপিল নিষ্পত্তি, তদারকি ও পরিবীক্ষণ ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

৩.৩ উন্নয়ন সহযোগীদের নীতি ও মানদন্ড

৩.৩.১ বিশ্বব্যাংকের পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা নীতি

বিশ্বব্যাংকের এই নীতি সবুজ, স্থিতিশীল ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পরিবেশ ও সমাজের জন্য সুরক্ষার বিধান প্রদান করেছে। বিশ্ব ব্যাংকের ১০টি পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা মানদন্ড রয়েছে।

৩.৩.২ আইএফএডি সুরক্ষা নীতি

আইএফএডি বা ইফাদ বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে সামাজিক, পরিবেশগত এবং জলবায়ু সহনশীলতা বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন কৌশল গ্রহণ করে।

৩.৩.৩ এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (ADB) পরিবেশগত ও সামাজিক নীতি, ২০০৯

এই নীতির উদ্দেশ্য প্রকল্পগুলোর নেতিবাচক প্রভাব হ্রাস করা এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সুরক্ষা নিশ্চিত করা।

৩.৩.৪ জাইকা পরিবেশ ও সামাজিক বিবেচনা নীতি, ২০২২

১ এপ্রিল, ২০২২ এর পরে আবেদন জমা দেওয়া প্রকল্পগুলির জন্য জাইকা নির্দেশিকা এবং আপত্তি পদ্ধতি জারি করেছে। নীতিটি উন্নয়ন সহযোগিতা সনদ, মানসম্পন্ন অবকাঠামোগত বিনিয়োগ এবং জাইকার জন্য পরিবেশগত ও সামাজিক বিবেচনার পিছনে যুক্তি সমর্থন করে, যার প্রেক্ষিতে ১ এপ্রিল ২০২২ থেকে এই নির্দেশিকা কার্যকর করা হয়। এই নীতি উন্নয়ন সহযোগিতা ও পরিবেশগত টেকসই বিনিয়োগ নিশ্চিত করে।

৩.৪ কৃষি মন্ত্রণালয়ের পরিবেশগত ও সামাজিক মানদন্ড (MESS)

MESS ১: পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা;
MESS ২: শ্রম ও কর্মপরিবেশ, কমিউনিটি স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা;
MESS ৩: সম্পদ ব্যবস্থাপনা, দূষণ প্রতিরোধ এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ;
MESS ৪: ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন;
MESS ৫: জেন্ডার সমতা ও নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ।

৩.৫ পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনায় যথাযথ পদক্ষেপ (E&S due diligence)

কৃষি মন্ত্রণালয় সকল প্রস্তাবিত প্রকল্পের জন্য পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা বাস্তবায়নে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। পরিবেশগত ও সামাজিক ডিউ ডিলিজেন্সের উদ্দেশ্য হল প্রস্তাবিত প্রকল্পের জন্য সহায়তা প্রদান করা হবে কিনা সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে কৃষি মন্ত্রণালয়কে সহায়তা করা এবং যদি তাই হয়, তাহলে প্রকল্পের প্রস্তাব মূল্যায়ন, উন্নয়ন এবং বাস্তবায়নে পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাবগুলো কিভাবে মোকাবেলা করা হবে তা নির্ধারণ করার উদ্যোগ নেয়া। এটি প্রকল্পের সম্ভাব্য পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাব নিরূপণ করবে ও তার সমাধান প্রদানে সহায়তা করবে।

৩.৬ পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনার জন্য জনবল

সরকারি বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির জন্য পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা (ESMS) গৃহীত হবে। প্রতিটি প্রকল্পের জন্য নির্দিষ্ট প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট রয়েছে এবং মন্ত্রণালয়ে রয়েছে প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি। বিদ্যমান কাঠামোর ভেতরে প্রাথমিকভাবে এ দুটি ইউনিট পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করবে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের পার্টনার প্রোগ্রামের প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেশন ইউনিট (PCU) পার্টনার কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী অন্যান্য সংস্থার মাধ্যমে ESMS বাস্তবায়ন পাইলটিং করবে। প্রতিটি সংস্থায় অন্তত একজন করে পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা ফোকাল পার্সন থাকবেন।

অধ্যায় ৪:
পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা

৪.১ ভূমিকা

পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা (ESMS) হলো কৃষি মন্ত্রণালয়ের কৃষি প্রকল্পগুলোর সাথে সম্পর্কিত পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি এবং প্রভাবগুলো সনাক্তকরণ, মূল্যায়ন, পরিচালনা এবং পরিবীক্ষণ পদক্ষেপ ও প্রক্রিয়াগুলোর একটি সুসমন্বিত রূপরেখা। ESMS-এর এই অধ্যায়ে একটি বিস্তারিত কাঠামো প্রদান করা হয়েছে যা সহজভাবে প্রকল্পগুলোকে পরিবেশগত ও সামাজিকভাবে দায়িত্বশীল হয়ে বাস্তবায়নে সহায়তা করতে পারবে। এ অধ্যায়ে কোনো প্রকল্পের জন্য পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন বিষয়গুলোর সংক্ষিপ্ত রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে। বিস্তারিত পরিকল্পনা এবং নির্দেশিকা পরিশিষ্টসমূহে দেওয়া হয়েছে। নিচে একটি চিত্রের মাধ্যমে কোনো প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার একটি রূপরেখা দেওয়া হলো-

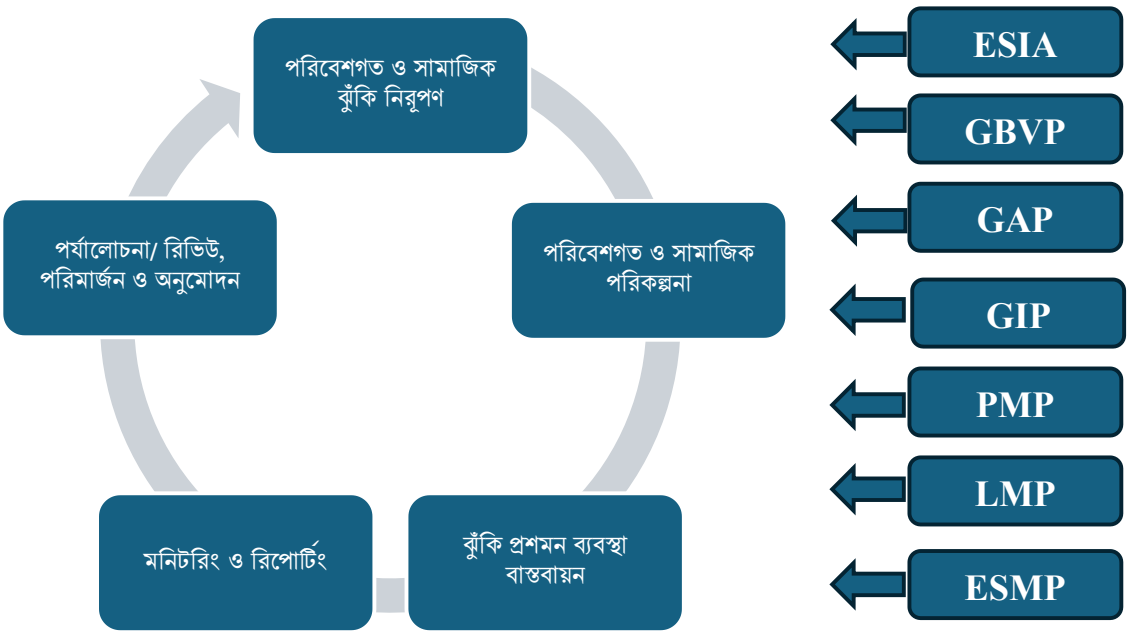

৪.২ পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি নিরূপণ

উদ্দেশ্য: প্রস্তাবিত প্রকল্পগুলোর সম্ভাব্য পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি এবং প্রভাবসমূহ পদ্ধতিগতভাবে চিহ্নিত ও নিরূপণ করা।

৪.২.১ স্ক্রিনিং

সময়সীমা: ৩-৬ মাস

প্রক্রিয়া: পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি নিরূপণের স্তর নির্ধারণের জন্য প্রকল্পগুলোর প্রাথমিক স্ক্রিনিং।

প্রয়োজনীয়তা: সহজ এবং সরল স্ক্রিনিং ফর্ম এবং চেকলিস্ট (পরিশিষ্ট ১)।

উদাহরণ: একটি নতুন কীটনাশক প্রবর্তনকারী/ ব্যবহারকারী একটি প্রকল্পে সম্ভাব্য স্বাস্থ্য এবং পরিবেশগত ঝুঁকি চিহ্নিত করার জন্য একটি উচ্চ-স্তরের স্ক্রিনিং করা হবে।

৪.২.২ কার্যপরিধি বা স্কোপিং

প্রক্রিয়া: পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি নিরূপণের পরিধি নির্ধারণ করা, যার মধ্যে মূল বিষয়গুলো এবং বিবেচনাযোগ্য অংশীজনরা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

প্রয়োজনীয়তা: কার্যপরিধি নির্ধারণ বা স্কোপিংয়ের জন্য স্পষ্ট মানদণ্ড এবং নির্দেশিকা।

উদাহরণ: একটি নতুন সেচ প্রকল্পের জন্য কার্যপরিধিতে পানির ব্যবহার, সম্প্রদায়ের স্থানচ্যুতি ও স্থানীয় জীববৈচিত্র্যের ওপর প্রভাবকে মূল বিষয় হিসেবে তুলে ধরা যেতে পারে।

৪.২.৩ পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব নিরূপণ (ESIA)

প্রক্রিয়া: উল্লেখযোগ্য পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব চিহ্নিতকরণ ও তা নিরূপণ।

প্রয়োজনীয়তা: বিশেষজ্ঞ আউটসোর্সিং সহ একটি বহুবিষয়ক কমিটি/দল গঠন।

উদাহরণ: বৃহৎ পরিসরে কৃষি উন্নয়নের জন্য কোনো স্থানের মাটির গুণমান, পানিসম্পদ এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের ওপর প্রভাবসমূহ চিহ্নিত করতে পারে।

৪.২.৪ ঝুঁকির শ্রেণিবিভাগ

প্রক্রিয়া: ঝুঁকির মাত্রার (উচ্চ, মাঝারি, নিম্ন) ওপর ভিত্তি করে প্রকল্পগুলোকে শ্রেণিবদ্ধকরণ (সবুজ, হলুদ, কমলা ও লাল)।

প্রয়োজনীয়তা: ঝুঁকি নিরূপণের শ্রেণিবিভাগ ম্যাট্রিক্স।

উদাহরণ: একটি উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ শ্রেণিবিভাগ নির্ধারণ করা যেতে পারে এমন একটি প্রকল্পের জন্য যেখানে উল্লেখযোগ্য জমি খালি বা উচ্ছেদ করা এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের সম্ভাব্য স্থানচুতি জড়িত।

৪.৩ পরিবেশগত ও সামাজিক কর্মপরিকল্পনা

উদ্দেশ্য: চিহ্নিত পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব প্রশমন ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য একটি পরিকল্পনা তৈরি করা।

৪.৩.১ প্রশমন ব্যবস্থা

প্রক্রিয়া: প্রতিকূল প্রভাব এড়াতে, কমাতে, প্রশমিত করার জন্য নির্দিষ্ট ব্যবস্থা প্রস্তুতকরণ।

প্রয়োজনীয়তা: দায়িত্ব ও সম্পদসহ বিস্তারিত কর্ম পরিকল্পনা।

উদাহরণ: যদি এমন কোনো প্রকল্প গ্রহণ করা হয় যার কারণে বন উজাড়ের মতো ঘটনা ঘটছে তাহলে সে বন উজাড়ের প্রকল্পের জন্য, প্রশমন ব্যবস্থার মধ্যে পুনর্বনায়ন, গাছের বাফার জোন তৈরি এবং বন উজাড়ের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায়ের লোকদের জন্য বিকল্প জীবিকা নির্বাহের কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত রাখা যেতে পারে।

৪.৩.২ দায়িত্ব ও সম্পদ বরাদ্দ

প্রক্রিয়া: প্রশমন ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্ব অর্পণ ও প্রয়োজনীয় সম্পদ বরাদ্দ করণ।

প্রয়েজনীয়তা: নির্ধারিত ভূমিকা ও বাজেট বরাদ্দকরণ।

উদাহরণ: পুনর্বনায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন তদারকি করার জন্য একজন তদারকি কর্মকর্তাকে নিযুক্ত করা।

৪.৩.৩ সময়সীমা

প্রক্রিয়া: প্রশমন ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য একটি সময়সীমা নির্ধারণ করা।

প্রয়োজনীয়তা: নির্দিষ্ট মাইলফলক ও সময়সীমা।

উদাহরণ: বৃক্ষরোপণ ও স্থানীয় সম্প্রদায়ের সম্পৃক্ততা কর্মসূচি প্রতিষ্ঠার মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রশমন কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য মাইলফলক স্থাপন করা।

৪.৪ ঝুঁকি প্রশমন ব্যবস্থা বাস্তবায়ন

উদ্দেশ্য: প্রকল্পের কার্যক্রমে প্রশমন ব্যবস্থা কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত ও একীভূত নিশ্চিত করা।

৪.৪.১ প্রকল্প পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্তিকরণ

প্রক্রিয়া: সামগ্রিক প্রকল্প নকশা এবং পরিকল্পনায় প্রশমন ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্তকরণ।

প্রয়োজনীয়তা: বিস্তারিত বাস্তবায়ন নির্দেশিকা।

উদাহরণ: একটি নতুন সেচ ব্যবস্থার নকশায় পানি সংরক্ষণ কৌশলগুলোকে একত্রীকরণ।

৪.৪.২ প্রশিক্ষণ এবং সচেতনতা বৃদ্ধি

প্রক্রিয়া: প্রকল্প কর্মী এবং অংশীদারদের মধ্যে প্রশমন ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

প্রয়োজনীয়তা: প্রশিক্ষণ কর্মসূচি এবং সচেতনতামূলক প্রচারণা।

উদাহরণ: জৈব বালাইনাশক ব্যবহার ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে কৃষকদের জন্য কর্মশালা পরিচালনা করা।

৪.৪.৩ সম্পদ বরাদ্দ ও বন্টন

প্রক্রিয়া: প্রশমন ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য পর্যাপ্ত সম্পদ (আর্থিক, মানবিক, কারিগরী) বরাদ্দ নিশ্চিতকরণ।

প্রয়োজনীয়তা: সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা।

উদাহরণ: একটি প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রকল্পে দূষণ নিয়ন্ত্রণ সরঞ্জাম স্থাপনের জন্য বাজেট বরাদ্দ করুন।

৪.৫ মনিটরিং ও রিপোর্টিং/ প্রতিবেদন

উদ্দেশ্য: পরিবেশগত ও সামাজিক কর্মদক্ষতা সম্পর্কে প্রতিবেদন তৈরি ও প্রশমন ব্যবস্থা বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করা।

৪.৫.১. মনিটরিং পরিকল্পনা

প্রক্রিয়া: পর্যবেক্ষণ কার্যক্রমের সূচক, পদ্ধতি ও মনিটরিংয়ের ফ্রিকোয়েন্সি বর্ণনা করে একটি পরিকল্পনা তৈরি করা।

প্রয়োজনীয়তা: মনিটরিং গাইডলাইন বা নির্দেশিকা।

উদাহরণ: পরিবেশগত মান নিশ্চিত করার জন্য একটি সেচ প্রকল্পের জন্য নিয়মিতভাবে পানির গুণমান, পরিমাণ, খরচ এবং ব্যবহার ফিকোয়েন্সি মনিটরিং করা।

৪.৫.২. কার্যদক্ষতা সূচক নির্ধারণ

প্রক্রিয়া: প্রশমন ব্যবস্থার কার্যকারিতা ট্র্যাক করার জন্য মূল কর্মদক্ষতা সূচক (KPI) সংজ্ঞায়িত বা সুনির্দিষ্ট করা।
প্রয়োজনীয়তা: প্রাসঙ্গিক KPIs -এর তালিকা।
উদাহরণ: একটি টেকসই কৃষি প্রকল্পের জন্য বালাইনাশক ব্যবহার হ্রাস ও মাটির গুণমান উন্নত করার মতো সূচকগুলো ব্যবহার করা।

৪.৫.৩ রিপোর্টিং/প্রতিবেদন তৈরি

প্রক্রিয়া: নিয়মিতভাবে প্রশমন ব্যবস্থার অগ্রগতি এবং কার্যকারিতা সম্পর্কে প্রতিবেদন তৈরি।
প্রয়োজনীয়তা: রিপোর্টিং টেমপ্লেট এবং সময়সূচি।
উদাহরণ: প্রশমন ব্যবস্থা বাস্তবায়ন এবং পরিকল্পনা থেকে যে কোনো বিচ্যুতি সম্পর্কে ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা।

৪.৬ অংশীজন বা স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ততা

উদ্দেশ্য: প্রকল্পের সম্পূর্ণ মেয়াদকালে অংশীজন বা স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ত করা এবং তাদের সুবিধা, অসুবিধা ও তার সমাধান নিশ্চিতকরণ।

৪.৬.১ অংশীজন বা স্টেকহোল্ডার সনাক্তকরণ

প্রক্রিয়া: প্রকল্পের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায়, সরকারি সংস্থা, এনজিও এবং অন্যান্য স্বার্থসংশ্লিষ্ট গোষ্ঠী সহ সকল প্রাসঙ্গিক অংশীদারদের চিহ্নিতকরণ।
প্রয়োজনীয়তা: স্টেকহোল্ডার ম্যাপিং টুলস, স্টেকহোল্ডার এনগেজমেন্ট প্ল্যান।
উদাহরণ: একটি নতুন কৃষি প্রকল্পের জন্য স্থানীয় কৃষক, সম্প্রদায়ের নেতা এবং পরিবেশগত গোষ্ঠীগুলোকে মূল অংশীজন হিসেবে চিহ্নিতকরণ।

৪.৬.২ পরামর্শ ও অংশগ্রহণ

প্রক্রিয়া: প্রকল্প পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে অংশীদারদের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা এবং পরামর্শ পরিচালনা করা।
প্রয়োজনীয়তা: পরামর্শের সময়সূচি এবং অংশগ্রহণের নির্দেশিকা।
উদাহরণ: প্রস্তাবিত কৃষি প্রকল্পের ওপর মতামত সংগ্রহের জন্য জনসভার আয়োজন করা এবং প্রকল্প নকশায় প্রতিক্রিয়া অন্তর্ভুক্তকরণ।

৪.৬.৩ যোগাযোগ পরিকল্পনা

প্রক্রিয়া: স্টেকহোল্ডারদের সাথে নিয়মিত এবং স্বচ্ছ যোগাযোগ নিশ্চিত করার জন্য একটি যোগাযোগ পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ।
প্রয়োজনীয়তা: যোগাযোগ কৌশল ও চ্যানেল।
উদাহরণ: প্রকল্পের অগ্রগতি এবং প্রভাব সম্পর্কে অংশীজন বা স্টেকহোল্ডারদের অবগত রাখতে নিউজলেটার, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, কমিউনিটি নোটিশ বোর্ড ব্যবহার করা ইত্যাদি।

৪.৭ অভিযোগ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া

উদ্দেশ্য: প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কিত অভিযোগগুলো সমাধানের জন্য একটি স্বচ্ছ এবং সহজলভ্য ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

৪.৭.১ অভিযোগ দায়ের

প্রক্রিয়া: অভিযোগ জমা দেওয়ার জন্য স্টেকহোল্ডারদের একাধিক চ্যানেল বা যোগাযোগ মাধ্যম প্রদান (যেমন- অভিযোগ বাক্স, হটলাইন, ওয়েবসাইট, স্থানীয় অফিস ইত্যাদি)।
প্রয়োজনীয়তা: অভিযোগ দায়েরের নির্দেশিকা এবং টেমপ্লেট বা ছকপত্র।
উদাহরণ: প্রকল্প সম্পর্কিত নতুন কোনো অভিযোগ দায়েরের জন্য একটি শুল্ক-মুক্ত ফোন নম্বর ও একটি ই-মেইল ঠিকানা সেট আপ বা প্রদান করা।

৪.৭.২ অভিযোগ নিষ্পত্তি

প্রক্রিয়া: সময়মতো অভিযোগ গ্রহণ, মূল্যায়ন এবং সমাধানের জন্য একটি প্রক্রিয়া তৈরি করুন।
প্রয়োজনীয়তা: অভিযোগ পরিচালনার পদ্ধতি।
উদাহরণ: একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে অভিযোগ পর্যালোচনা এবং সমাধানের জন্য অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অনুসরণ করা।

৪.৭.৩ ডকুমেন্টেশন এবং প্রতিক্রিয়া

প্রক্রিয়া: সকল অভিযোগ ও প্রতিক্রিয়া নথিভুক্ত করুন, এবং অভিযোগকারীদের সেগুলোর পদক্ষেপ বা ব্যবস্থা গ্রহণের কথা জানানো।
প্রয়োজনীয়তা: অভিযোগ ট্র্যাকিং সিস্টেম।
উদাহরণ: একটি অভিযোগ লগ বজায় রাখা এবং অভিযোগকারীদের তাদের অভিযোগের অবস্থা সম্পর্কে নিয়মিত আপডেট প্রদান করা।

৪.৮ সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণ

উদ্দেশ্য: ESMS কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন ও পরিচালনার জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের কর্মী এবং স্টেকহোল্ডারদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা ।

৪.৮.১ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

প্রক্রিয়া: পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনার ওপর প্রশিক্ষণ কর্মসূচি তৈরি এবং পরিচালনা করা।

প্রয়োজনীয়তা: প্রশিক্ষণ উপকরণ এবং প্রশিক্ষণসূচি।

উদাহরণ: পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন পরিচালনা এবং প্রশমন ব্যবস্থা বাস্তবায়নের বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক/ এজেন্সী ফোকালদের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করা।

৪.৮.২ ধারাবাহিক শিখন

প্রক্রিয়া: পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনায় ক্রমাগত শিখন ও পেশাদারিত্ব উন্নয়নকে উৎসাহিত করা।

প্রয়োজনীয়তা: শিখনের সামগ্রী ও সুযোগ।

উদাহরণ: পরিবেশবান্ধব বালাই ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত কর্মশালা, সেমিনার এবং সম্মেলন আয়োজন।

৪.৮.৩. সম্পদ /উপকরণ

প্রক্রিয়া: ESMS বাস্তবায়নে সহায়তা করার জন্য সম্পদ উপকরণ ও সরঞ্জাম সরবরাহ করা।

প্রয়োজনীয়তা: রিসোর্স সামগ্রীর লাইব্রেরি ও ডিজিটাল সরঞ্জাম।

উদাহরণ: কৃষি প্রকল্পের জন্য পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনার সর্বোত্তম চর্চাগুলো অনুশীলনের ওপর নির্দেশিকা, পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টশন স্লাইড ও প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল তৈরি।

৪.৯ ডকুমেন্টেশন এবং রেকর্ড সংরক্ষণ

উদ্দেশ্য: সকল পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের সঠিক এবং ব্যাপক ডকুমেন্টেশন নিশ্চিতকরণ।

৪.৯.১ রেকর্ড রাখা

প্রক্রিয়া: সমস্ত মূল্যায়ন, পরিকল্পনা, মনিটরিং, বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন ও অংশীদারদের সম্পৃক্ততার রেকর্ড রাখা।

প্রয়োজনীয়তা: রেকর্ড রাখার নীতি এবং সিস্টেম।

উদাহরণ: পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন, প্রশমন পরিকল্পনা ও অংশীজন বা স্টেকহোল্ডারদের পরামর্শ সভার বিস্তারিত রেকর্ড রাখা।

৪.৯.২ তথ্য ব্যবস্থাপনা

প্রক্রিয়া: পরিবেশগত ও সামাজিক তথ্য পরিচালনা এবং সেখানে যুক্ত হওয়ার জন্য একটি ব্যবস্থা রাখা।

প্রয়োজনীয়তা: তথ্য ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা।

উদাহরণ: প্রকল্পের প্রভাব, প্রশমন ব্যবস্থা ও মনিটরিং সম্পর্কিত তথ্য সংরক্ষণ এবং পুনরুদ্ধারের জন্য একটি ডাটাবেস সিস্টেম ব্যবহার করা।

৪.৯.৩ রিপোর্টিংয়ের প্রয়োজনীয়তা

প্রক্রিয়া: জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোতে প্রতিবেদনের প্রয়োজনীয়তা মেনে চলা নিশ্চিত করা।

প্রয়োজনীয়তা: রিপোর্টিং নির্দেশিকা এবং সময়সূচি।

উদাহরণ: প্রকল্পগুলোর পরিবেশগত ও সামাজিক কর্মদক্ষতা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, সংস্থা ও আন্তর্জাতিক উন্নয়নসহযোগীদের কাছে প্রতিবেদন জমা দেওয়া।

৪.১০ জেন্ডার অ্যাকশন প্ল্যান (GAP)

উদ্দেশ্য: কৃষি প্রকল্পে জেন্ডার সমতা, নারী ও তরুণ-তরুণীদের অন্তর্ভুক্তি ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণ।

৪.১০.১ জেন্ডার মূল্যায়ন

প্রক্রিয়া: জেন্ডার প্রভাব ও সুযোগগুলো সনাক্ত করার জন্য একটি মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা।

প্রয়োজনীয়তা: জেন্ডার অ্যাসেসমেন্ট সরঞ্জাম এবং নির্দেশিকা।

উদাহরণ: নারীর জীবিকা ও সম্পদের সাথে যুক্ত হওয়ার ওপর একটি নতুন কৃষি প্রকল্পের প্রভাব নিরূপণ করা।

৪.১০.২ জেন্ডার-সংবেদনশীল পদক্ষেপ

প্রক্রিয়া: চিহ্নিত সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য জেন্ডার-সংবেদনশীল পদক্ষেপ গ্রহণ ও সেগুলো বাস্তবায়ন করা।

প্রয়োজনীয়তা: জেন্ডার-কর্ম পরিকল্পনা।

উদাহরণ: নারী কৃষকদের কৃষি উৎপাদনশীলতা এবং আয় উন্নত করার জন্য প্রশিক্ষণ ও সহায়তা প্রদান করা।

৪.১০.৩ পর্যবেক্ষণ এবং প্রতিবেদন

প্রক্রিয়া: জেন্ডার-সম্পর্কিত পদক্ষেপের অগ্রগতি ও প্রভাব মনিটরিং এবং রিপোর্ট করা।

প্রয়োজনীয়তা: জেন্ডার-নির্দিষ্ট সূচক এবং রিপোর্টিং টেমপ্লেট।

উদাহরণ: প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে নারীদের অংশগ্রহণ এবং উৎপাদনশীলতায় তাদের পরবর্তী উন্নতির ওপর নজর রাখা।

পরিকল্পনা-২ শাখা
তাং
কৃষি মন্ত্রণালয়

৪.১১ জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতা (GBV) প্রতিরোধ পরিকল্পনা

উদ্দেশ্য: প্রকল্পের প্রেক্ষাপটে জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও মোকাবেলা করা।

৪.১১.১ ঝুঁকি মূল্যায়ন

প্রক্রিয়া: প্রকল্প এলাকা এবং কার্যকলাপে GBV -এর ঝুঁকি নিরূপণ করা।

প্রয়োজনীয়তা: GBV ঝুঁকি নিরূপণ হাতিয়ার বা সরঞ্জাম।

উদাহরণ: প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় যেসব ক্ষেত্রে নারীরা হয়রানি বা সহিংসতার ঝুঁকিতে থাকতে পারে তা চিহ্নিত করা।

৪.১১.২ প্রতিরোধ কৌশল

প্রক্রিয়া: জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধের জন্য কৌশল তৈরি ও তা বাস্তবায়ন করা।

প্রয়োজনীয়তা: জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ পরিকল্পনা ও প্রোটোকল।

উদাহরণ: নিরাপদ ও স্বচ্ছ রিপোর্টিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা এবং প্রকল্প কর্মী ও সম্প্রদায়ের লোকদের জন্য এ বিষয়ে সচেতনতা এবং প্রতিরোধ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

৪.১১.৩ সাড়া প্রদান প্রক্রিয়া

প্রক্রিয়া: জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ ঘটনার জন্য সাড়া প্রদানের ব্যবস্থা রাখা ও সাথে সাথে সহায়তা পরিষেবার ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্তকরণ।

প্রয়োজনীয়তা: জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ সাড়া প্রদান প্রোটোকল।

উদাহরণ: জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ থেকে বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিদের চিকিৎসা, মানসিক এবং আইনি সহায়তা প্রদানের জন্য রেফারেল সিস্টেম স্থাপন করা।

৪.১২. শ্রম ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (LMP)

উদ্দেশ্য: কৃষি মন্ত্রণালয়ের সকল প্রকল্পে ন্যায্য ও নিরাপদ শ্রম অনুশীলন নিশ্চিত করা।

৪.১২.১ শ্রম মানদন্ড বা স্ট্যান্ডার্ড

প্রক্রিয়া: সকল প্রকল্পের কার্যক্রমে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক শ্রম মানদন্ড অনুসরণ ও বাস্তবায়ন করা।

প্রয়োজনীয়তা: শ্রম ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বা নির্দেশিকা।

উদাহরণ: ন্যূনতম মজুরি আইন, কর্মঘণ্টা, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার মানদন্ড মেনে চলা নিশ্চিত করা।

৪.১২.২ কর্মীদের অংশগ্রহণ বা সম্পৃক্ততা

প্রক্রিয়া: শ্রম পরিকল্পনা অনুশীলনের এবং বাস্তবায়নে শ্রমিক ও তাদের প্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করা।

প্রয়োজনীয়তা: কর্মীদের সম্পৃক্ততার কাঠামো।

উদাহরণ: শ্রম সমস্যা এবং উদ্বেগ নিয়ে আলোচনা করার জন্য শ্রমিক প্রতিনিধিদের সাথে নিয়মিত বৈঠক করা।

৪.১২.৩ অভিযোগ প্রতিকার কৌশল

প্রক্রিয়া: শ্রমিকদের শ্রম-সম্পর্কিত সমস্যাগুলোর রিপোর্ট ও সেগুলো সমাধানের জন্য একটি অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

প্রয়োজনীয়তা: শ্রম অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি।

উদাহরণ: কর্মীদের অনিরাপদ কর্মপরিবেশ বা ঠিকাদার কর্তৃক অন্যায্য আচরণের বিষয়ে রিপোর্ট করার জন্য একটি গোপন হটলাইন ফোন বা ই-মেইল নম্বর প্রদান করা।

৪. ১৩ বালাই ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (PMP)

উদ্দেশ্য: রাসায়নিক বালাইনাশক প্রয়োগ কমানো বা পরিহার করা এবং পরিবেশ দূষণ রোধ করা।

১৩.১ বালাই ব্যবস্থাপনা মানদন্ড

প্রক্রিয়া: সকল প্রকল্পের ফসল উৎপাদন পদ্ধতিতে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বালাই ব্যবস্থাপনা নিয়ম, নীতি, মানদন্ড বাস্তবায়ন।

প্রয়োজনীয়তা: বালাই ব্যবস্থাপনা অধ্যাদেশ, বিধি এবং আইন, জৈবিক কীটপতঙ্গ ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা।

উদাহরণ: পরিবেশ-বান্ধব বালাই ব্যবস্থাপনার সর্বোত্তম চর্চাগুলোর অনুশীলন এবং কৃষকের স্বাস্থ্য সুরক্ষা মানদন্ড মেনে চলা নিশ্চিত করা।

৪. ১৩.২ বালাই ব্যবস্থাপনার কার্যাবলী

প্রক্রিয়া: জৈবিক, চাষাবাদ, ভৌত, পরিচ্ছন্নতা, প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির মাধ্যমে পরিবেশ-বান্ধব বালাই ব্যবস্থাপনা অনুশীলন ও উৎসাহিতকরণে প্রচার করা।

প্রয়োজনীয়তা: সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (PMP) পদ্ধতি।

উদাহরণ: বেগুনের লাল মাকড় ব্যবস্থাপনার জন্য জৈব-কীটনাশক ব্যবহার করা।

৪.১৩.৩ পরিবীক্ষণ ও প্রতিবেদন

প্রক্রিয়া: নিয়মিত খেত পরিদর্শন এবং কীটপতঙ্গ আক্রমণ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা।
প্রয়োজনীয়তা: বালাইয়ের অতন্দ্র জরিপ বা সার্ভিলেন্স ফর্ম / চেক লিস্ট এবং পদ্ধতির নির্দেশিকা।
উদাহরণ: ধানের ফসল বাদামি গাছ ফড়িং বা ব্রাউন প্লান্ট হপার পোকা দ্বারা মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হয়।

৪.১৪ উপসংহার

এই অধ্যায়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের পার্টনার প্রোগ্রামের জন্য পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত, সুনির্দিষ্ট, গ্রহণযোগ্য ও বাস্তবায়নযোগ্য কাঠামো (framework) প্রদান করা হয়েছে। এই কাঠামো পরবর্তীতে কৃষি মন্ত্রণালয়াধীন বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ এবং বাস্তবায়নকালে পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা বিবেচনায় প্রকল্পের কার্যক্রমগুলোকে অধিকতর টেকসই ও দায়িত্বশীল হওয়ার নিশ্চয়তা বিধান করবে। একই সাথে এর মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ হ্রাস, জেন্ডার সমতা, জেন্ডার অন্তর্ভুক্তিকরণ, ন্যায্য অধিকার-ভিত্তিক শ্রম ব্যবস্থাপনা, জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও নিরসন ইত্যাদি নিশ্চিত করবে।

অধ্যায় ৫:
পরিবেশগত ও সামাজিক সক্ষমতা উন্নয়ন এবং সম্পদ ব্যবস্থাপনা

৫.১ ভূমিকা

পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা (ESMS) কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা কৃষি মন্ত্রণালয়ের টেকসই কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই অধ্যায়ে সক্ষমতা উন্নয়ন ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য একটি সমন্বিত কৌশল উপস্থাপন করা হয়েছে, যেখানে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, বাজেট ব্যবস্থা এবং সম্পদ ব্যবস্থাপনা কৌশল অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। এর মূল লক্ষ্য হলো, সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়ন ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও নির্দেশনার ব্যবস্থা করা, যা ESMS কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য দরকার।

৫.২ সকল সংস্থা ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের সক্ষমতা

ESMS সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য একটি কাঠামোবদ্ধ সক্ষমতা উন্নয়ন কর্মসূচি তৈরি করা হবে, যা নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলোকে অন্তর্ভূক্ত করবে-

জ্ঞান বৃদ্ধি:

ESMS নীতিমালা ও তাদের প্রয়োগ পদ্ধতি বিষয়ক জ্ঞান দান।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিবেশগত এবং সামাজিক মানদন্ডের সাথে সামঞ্জস্যতা বিষয়ক জ্ঞান দান।

দক্ষতা উন্নয়ন:

পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন (ESIA), স্টেকহোল্ডার অন্তর্ভূক্তি ও যোগাযোগ, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRM) ও জেন্ডার-ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা তৈরিতে দক্ষতা অর্জন।

প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণ:

ESMS বাস্তবায়নের জন্য সাংগঠনিক কাঠামো ও প্রক্রিয়া গঠন।

নতুন কর্মকর্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ:

কৃষি মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট সংস্থায় নবীন কর্মকর্তাদের জন্য এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণের সুযোগ থাকবে। কৃষি মন্ত্রণালয় ও পার্টনারের কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থা এই প্রশিক্ষণ পরিচালনা করবে, যেখানে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভূক্ত থাকবে-

পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন: ESIA-এর মৌলিক বিষয়গুলো, যেমন স্কোপিং, প্রভাব পূর্বাভাস, প্রভাব প্রশমন কৌশল।

স্টেকহোল্ডার অন্তর্ভুক্তকরণ: স্টেকহোল্ডার সনাক্তকরণ, পরামর্শ ও স্টেকহোল্ডারদের প্রত্যাশা ব্যবস্থাপনার কৌশল।

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRM): অভিযোগ ব্যবস্থাপনার প্রক্রিয়া, স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ এবং বিরোধ সমাধানের কৌশল।

জেন্ডারভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা: প্রকল্প পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে জেন্ডার-ভিত্তিক সাড়া প্রদান নিশ্চিত করার কৌশল।

৫.৩ ESMS কে মূলধারায় অন্তর্ভুক্তকরণ

৫.৩.১ বুনিয়াদী প্রশিক্ষণের সাথে সংযোজন

কৃষি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের জন্য বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে ESMS নীতিমালা ও ব্যবস্থাপনা বিষয়টি পাঠ্যক্রমে সংযোজন করা দরকার। এর ফলে-

টেকসই উন্নয়ন ও সামাজিক দায়বদ্ধতা বাড়বে: ESMS কর্মকর্তাদের জন্য মূল দক্ষতা হিসেবে গড়ে উঠবে।

দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব: সরকারি প্রতিষ্ঠানে পরিবেশ ও সামাজিক দায়বদ্ধতার একটি সংস্কৃতি গড়ে উঠবে।

৫.৩.২ বার্ষিক কর্মক্ষমতা সূচক (API)

ESMS বাস্তবায়ন মনিটরিংয়ের জন্য বার্ষিক কর্মদক্ষতা বা পারফরম্যান্স সূচক হিসেবে কৃষি মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্মদক্ষতা পরিকল্পনায় (API) একটি নির্দিষ্ট অংশে সংযোজন করা হবে, যা কর্মকর্তাদের নিম্নলিখিত বিষয়গুলো মূল্যায়ন করবে-

জ্ঞান ও দক্ষতা: ESMS নীতিমালা ও ব্যবহারিক প্রয়োগ বোঝার ক্ষমতা।

কার্যকারিতা: কার্যক্রমে বা প্রকল্পে ESMS ব্যবস্থা সফলভাবে বাস্তবায়ন করা।

দৈনন্দিন কার্যক্রমে সংযোজন: ESMS-এর মানদন্ড ও নীতিগুলো সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় যুক্ত করা।

ধারাবাহিক শিখন: ESMS কে উন্নয়ন কর্মকান্ডের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে ধারাবাহিকভাবে গ্রহণ, শিখন ও অংশগ্রহণ।

৫.৩.৩ সাধারণ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

পদমর্যাদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ও কার্যকারিতা

পদমর্যাদা	প্রশিক্ষণ কর্মসূচি	প্রশিক্ষক
এন্ট্রি-লেভেল অফিসার	ESMS এর মৌলিক বিষয়াবলী	কৃষি মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থার অভ্যন্তরীণ এবং বহিরাগত কর্মকর্তা
মধ্য-স্তরের অফিসার	উন্নত পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা	বহিরাগত বিশেষজ্ঞ
সিনিয়র অফিসার/ নির্বাহী	কৌশলগত ESMS বাস্তবায়ন	অভ্যন্তরীণ সিনিয়র প্রশিক্ষক
প্রকল্প বাস্তবায়নকারী	প্রকল্পভিত্তিক স্বতন্ত্র ESMS	অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত প্রশিক্ষক

৫.৩.৪ প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু ও পদ্ধতি

- **ESMS মৌলিক বিষয়াবলী:** ESMS -এর ভূমিকা, মূল নীতিগুলো, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানদন্ড এবং মৌলিক পদ্ধতি।
- **উন্নত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা:** পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকির গভীর বিশ্লেষণ, প্রশমন কৌশল এবং পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা।
- **কৌশলগত বাস্তবায়ন:** ESMS-কে প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় একীভূত বা যুক্ত করার উচ্চ-পর্যায়ের কৌশল।
- **প্রকল্পভিত্তিক পদ্ধতি:** নির্দিষ্ট প্রকল্পের জন্য ESMS বাস্তবায়নের বিশদ পদ্ধতি, কেস স্টাডি ও ব্যবহারিক অনুশীলন।
- **স্টেকহোল্ডার সংযোগ ও GRM:** স্টেকহোল্ডারদের সংযুক্ত বা অন্তর্ভূক্ত করার সর্বোত্তম অনুশীলন, অভিযোগ ব্যবস্থাপনা এবং কমিউনিটি অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ।

৫.৪ পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা বাজেট

৫.৪.১ কৃষি মন্ত্রণালয়ের বাজেট

ESMS বাস্তবায়নের জন্য বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ খাতে বা কোডে একটি নির্দিষ্ট বাজেট বরাদ্দ বা অর্থের সংস্থান রাখা দরকার, যা নিম্নলিখিত ব্যয়সমূহকে অন্তর্ভুক্ত করবে-

প্রশিক্ষণ কর্মসূচি: প্রশিক্ষণ সামগ্রী, প্রশিক্ষক এবং প্রশিক্ষণ কক্ষ ব্যবস্থাপনা।
সম্পদ উন্নয়ন: ESMS নির্দেশিকা, ম্যানুয়াল এবং অন্যান্য উপকরণ।
মনিটরিং কার্যক্রম: ESMS -এর কার্যকারিতা মনিটরিং ও মূল্যায়ন।
অন্যান্য খরচ: ESMS বাস্তবায়নের সাথে সম্পর্কিত অতিরিক্ত ব্যয়।

৫.৪.২ বাজেট ব্যবস্থাপনা ও ব্যয় পর্যালোচনা

স্বচ্ছতা: তহবিল ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা।
দায়বদ্ধতা: ESMS কার্যক্রমে তহবিলের যথাযথ ব্যবহার।
কার্যকর ব্যবহার: প্রশিক্ষণ, পর্যবেক্ষণ ও স্টেকহোল্ডার অন্তর্ভুক্তিতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তহবিল বরাদ্দ।

৫.৪.৩ বাজেট বিভাজন

বিভাগ	বিবরণ	বাজেট বরাদ্দ (টাকা)
প্রশিক্ষণ কর্মসূচি	কর্মশালা, সেমিনার ও প্রশিক্ষণ অধিবেশন	[পরিমাণ]
সম্পদ উন্নয়ন	ESMS নির্দেশিকা, ম্যানুয়াল ও টুলকিটস	[পরিমাণ]
মনিটরিং কার্যক্রম	মূল্যায়ন, নিরীক্ষা এবং পরিদর্শন	[পরিমাণ]
স্টেকহোল্ডার অন্তর্ভুক্তকরণ	পরামর্শ প্রক্রিয়া, কমিউনিটি আউটরিচ	[পরিমাণ]
আপৎকালীন তহবিল	অপ্রত্যাশিত ব্যয়ের জন্য জমা রাখা	[পরিমাণ]

৫.৫ সম্পদ ব্যবস্থাপনা

৫.৫.১ ধাপ ১: প্রকল্প / কর্মসূচি সহায়তা

প্রাথমিক পর্যায়ে:

কারিগরী সহায়তা: ESMS বাস্তবায়ন দক্ষতা ও সেরা অনুশীলন।
প্রাথমিক তহবিল: সক্ষমতা উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য আর্থিক সহায়তা।
সম্পদ: ESMS কার্যক্রমের জন্য উপকরণ ও সরঞ্জাম।
সম্ভাব্য অংশীদার
প্রকল্প/ প্রোগ্রাম

আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা
সরকারি ও বেসরকারি খাতের প্রতিষ্ঠান

৫.৫.২ ধাপ ২: ভবিষ্যৎ প্রকল্পের জন্য বাজেট বরাদ্দ

ESMS বাজেট সংযোজন: প্রকল্প প্রস্তাবনায় ESMS কার্যক্রমের জন্য তহবিল সংযোজন।
প্রাথমিক পরিকল্পনা: প্রকল্প পরিকল্পনার শুরু থেকেই পরিবেশ ও সামাজিক বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা।

৫.৫.৩ ধাপ ৩: মন্ত্রণালয় ও সংস্থাগুলোর সম্মিলিত বাজেট

সংস্থান সহজলভ্যতা: মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর যৌথ তহবিল।
টেকসইতা নিশ্চিতকরণ: দীর্ঘমেয়াদী ESMS কার্যক্রমের জন্য তহবিল রাখা।
সমন্বয় বৃদ্ধি: স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে উন্নত সমন্বয় ও সহযোগিতা।

৫.৫.৪ সম্মিলিত বাজেট বরাদ্দ

উৎস	বিবরণ	বাজেট বরাদ্দ
কৃষি মন্ত্রণালয়	ESMS কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য অর্থায়ন	[পরিমাণ]
সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থাসমূহ	ESMS বাস্তবায়নে অবদান	[পরিমাণ]
যৌথ উদ্যোগ	ESMS কার্যক্রমের জন্য সম্মিলিত সম্পদ	[পরিমাণ]

৫.৬ উপসংহার

কৃষি মন্ত্রণালয় ESMS কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য দক্ষতা উন্নয়ন ও সম্পদ ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, নির্দিষ্ট বাজেট ও অংশীদার সহযোগিতার মাধ্যমে, কৃষি মন্ত্রণালয় পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং টেকসই কৃষি উন্নয়ন নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ১: পার্টনারের পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি নিরূপণ ফরম (নির্মাণস্থলের জন্য)

সংস্থার নাম:
সাইট অফিস:
নির্মাণ কাজের নাম:

(ক) পরিবেশগত ঝুঁকি

১. জমি এবং সম্পদ ব্যবহার

- নির্মাণ কার্যক্রম কি বিদ্যমান জমি ব্যবহারে (যেমন, কৃষি, বাণিজ্যিক, আবাসিক) পরিবর্তন আনবে?
  ☐ হ্যাঁ ☐ না
  যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে জমির ব্যবহারে কী পরিবর্তন হবে এবং তার ফলে স্থানীয় পরিবেশে কী প্রভাব পড়বে তা উল্লেখ করুন: [বিস্তারিত লিখুন]
- নির্মাণ কি অস্থায়ী বা স্থায়ীভাবে জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন হবে?
  ☐ হ্যাঁ ☐ না
  যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে জমির পরিমাণ, এর বর্তমান ব্যবহার এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের ওপর এর প্রভাব উল্লেখ করুন: [বিস্তারিত লিখুন]
- প্রকল্প কি জনগণের জমি বা প্রাকৃতিক সম্পদে প্রবেশাধিকার সীমিত করবে (যেমন, কৃষি জমি, বন)?
  ☐ হ্যাঁ ☐ না
  যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে প্রভাবের পরিসর এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা উল্লেখ করুন: [বিস্তারিত লিখুন]

২. পানিসম্পদ

- নির্মাণ সাইটে কি প্রচুর পরিমাণে পানি ব্যবহারের প্রয়োজন হবে (যেমন, নির্মাণ, ধুলা দমন)?
  ☐ হ্যাঁ ☐ না
  যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে পানির উৎস এবং প্রয়োজনীয় পরিমাণ উল্লেখ করুন: [বিস্তারিত লিখুন]
- প্রকল্প কি পৃষ্ঠের জলাশয় বা ভূগর্ভস্থ পানির উপর প্রভাব ফেলবে?
  ☐ হ্যাঁ ☐ না
  যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে প্রভাবের বর্ণনা এবং প্রতিরোধ ব্যবস্থা উল্লেখ করুন: [বিস্তারিত লিখুন]
- নির্মাণ সাইট থেকে বের হওয়া বর্জ্য, রাসায়নিক বা বর্জ্যমিশ্রিত পানি কি স্থানীয় পানির উৎস দূষিত করতে পারে?
  ☐ হ্যাঁ ☐ না
  যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে কিভাবে পানিদূষণ প্রতিরোধ করা হবে তা উল্লেখ করুন: [বিস্তারিত লিখুন]

৩. জীববৈচিত্র্য

- নির্মাণ কার্যক্রম কি স্থানীয় বন্যপ্রাণী বা বাসস্থানে প্রভাব ফেলবে (যেমন, গাছ কাটা, ভূমি সাফ করা)?
  ☐ হ্যাঁ ☐ না
  যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে ক্ষতিগ্রস্ত বাসস্থান বা প্রজাতির বর্ণনা এবং প্রভাবের উল্লেখ করুন: [বিস্তারিত লিখুন]
- নির্মাণ সাইটের কাছাকাছি কোনো সংরক্ষিত এলাকা বা জীববৈচিত্র্যের সংবেদনশীল অঞ্চল আছে কি?
  ☐ হ্যাঁ ☐ না
  যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে নির্মাণ কার্যক্রম কিভাবে প্রভাব হ্রাস করবে তা উল্লেখ করুন: [বিস্তারিত লিখুন]
- নির্মাণ কাজের পরে জীববৈচিত্র্য পুনরুদ্ধারের জন্য কোনো পুনরায় রোপণ বা পুনর্বাসনের পরিকল্পনা আছে কি?
  ☐ হ্যাঁ ☐ না
  যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে পুনরুদ্ধার পরিকল্পনার বর্ণনা দিন: [বিস্তারিত লিখুন]

৪. দূষণ

- নির্মাণ সাইট কি বায়ু দূষণ সৃষ্টি করবে (যেমন, ধুলো, ধোঁয়া, যানবাহনের নির্গমন)?
  ☐ হ্যাঁ ☐ না
  যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে বায়ু দূষণের উৎস এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা উল্লেখ করুন (যেমন, ধুলা দমন): [বিস্তারিত লিখুন]
- নির্মাণের সময় সৃষ্ট শব্দ দূষণ কি কাছাকাছি সম্প্রদায়ের উপর প্রভাব ফেলবে?
  ☐ হ্যাঁ ☐ না

পরিকল্পনা-২ শাখা
তাং
কৃষি মন্ত্রণালয়

যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে সম্ভাব্য শব্দের মাত্রা এবং সময়কাল উল্লেখ করুন এবং প্রতিরোধ কৌশল (যেমন, সাউন্ড ব্যারিয়ার) লিখুন: [বিস্তারিত লিখুন]

- নির্মাণ প্রকল্প থেকে কি কঠিন বা বিপজ্জনক বর্জ্য তৈরি হবে (যেমন, নির্মাণের ধ্বংসাবশেষ, রাসায়নিক বর্জ্য)?

  ☐ হ্যাঁ ☐ না

  যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে বর্জ্যের ধরন, নিষ্পত্তির পদ্ধতি এবং দূষণের প্রতিরোধ ব্যবস্থা উল্লেখ করুন: [বিস্তারিত লিখুন]
- নির্মাণ সাইট থেকে বর্জ্য পানি বা প্রবাহ কি স্থানীয় জলাশয়গুলোকে দূষিত করার সম্ভাবনা রাখে?

  ☐ হ্যাঁ ☐ না

  যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে দূষণের ঝুঁকি এবং প্রতিরোধের ব্যবস্থাগুলো উল্লেখ করুন: [বিস্তারিত লিখুন]

৫. প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং সাইট ঝুঁকি

- নির্মাণ সাইট কি প্রাকৃতিক দুর্যোগের (যেমন, বন্যা, ভূমিকম্প, ভূমিধ্বস) ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় অবস্থিত?

  ☐ হ্যাঁ ☐ না

  যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে প্রকল্প কীভাবে এই ঝুঁকিগুলি পরিচালনা করবে তা উল্লেখ করুন: [বিস্তারিত লিখুন]
- নির্মাণ কার্যক্রম বা সরঞ্জাম ব্যবহারের কারণে অগ্নি, বিস্ফোরণ বা রাসায়নিক দুর্ঘটনার ঝুঁকি আছে কি?

  ☐ হ্যাঁ ☐ না

  যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে ঝুঁকির বর্ণনা এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থাগুলো উল্লেখ করুন: [বিস্তারিত লিখুন]

(খ) সামাজিক ঝুঁকি

১. উচ্ছেদ বা পুনর্বাসন

- প্রকল্প কাজের জন্য কি স্থানীয় বাসিন্দা বা ব্যবসাকে স্থানচ্যুত বা স্থানান্তরিত করতে হবে?

  ☐ হ্যাঁ ☐ না

  যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে প্রভাবিত জনগণ বা ব্যবসার সংখ্যা এবং পুনর্বাসন পরিকল্পনা উল্লেখ করুন: [বিস্তারিত লিখুন]
- নির্মাণ কার্যক্রম কি জীবিকা ক্ষতিগ্রস্ত করবে (যেমন, কৃষি জমির ক্ষতি, বাজারে প্রবেশাধিকারে বাধা)?

  ☐ হ্যাঁ ☐ না

  যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে প্রভাবের বর্ণনা এবং জীবিকা পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা উল্লেখ করুন: [বিস্তারিত লিখুন]

২. অনগ্রসর গোষ্ঠী

- প্রকল্পটি কি অনগ্রসর গোষ্ঠীর ওপর (যেমন, নারী, শিশু, প্রবীণ, হতদরিদ্র, প্রান্তিক সম্প্রদায়) প্রভাব ফেলবে?

  ☐ হ্যাঁ ☐ না

  যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে প্রভাবের বর্ণনা এবং এই গোষ্ঠীগুলির সুরক্ষার ব্যবস্থা উল্লেখ করুন: [বিস্তারিত লিখুন]
- অনগ্রসর গোষ্ঠীগুলির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা (যেমন, কর্মসংস্থান, ক্ষতিপূরণ, নিরাপত্তা) আছে কি?

  ☐ হ্যাঁ ☐ না

  যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে ব্যবস্থা এবং তা বাস্তবায়ন কিভাবে হবে তা উল্লেখ করুন: [বিস্তারিত লিখুন]

৩. শ্রম ও কাজের শর্তাবলী

- প্রকল্পটি কি স্থানীয় বা বিদেশী শ্রমিক নিয়োগ করবে?

  ☐ হ্যাঁ ☐ না

  যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে শ্রমিকের সংখ্যা এবং তাদের কাজের শর্তাবলী (যেমন, চুক্তি, বেতন, আবাসন) উল্লেখ করুন: [বিস্তারিত লিখুন]
- শ্রমিকদের জন্য স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার ঝুঁকি (যেমন, যন্ত্রপাতি ব্যবহার, বিপজ্জনক পদার্থ) আছে কি?

  ☐ হ্যাঁ ☐ না

  যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে ঝুঁকি এবং স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাগুলি উল্লেখ করুন: [বিস্তারিত লিখুন]
- প্রকল্পে শিশু শ্রম, জোরপূর্বক শ্রম বা অস্বাস্থ্যকর কাজের পরিবেশের ঝুঁকি আছে কি?

  ☐ হ্যাঁ ☐ না

  যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে ঝুঁকির বর্ণনা এবং শ্রম অধিকারের সুরক্ষার ব্যবস্থা উল্লেখ করুন: [বিস্তারিত লিখুন]

৪. সম্প্রদায়ের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা

- নির্মাণ কার্যক্রম কি স্থানীয় সম্প্রদায়ের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার ঝুঁকি সৃষ্টি করবে (যেমন, ট্রাফিক দুর্ঘটনা, শব্দ)?

  ☐ হ্যাঁ ☐ না

পরিকল্পনা-২ শাখা তাং কৃষি মন্ত্রণালয়

যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে ঝুঁকির বর্ণনা এবং প্রতিরোধ ব্যবস্থা উল্লেখ করুন: [বিস্তারিত লিখুন]

- নির্মাণ কার্যক্রম থেকে কি রোগের বিস্তার (যেমন, শ্রমিকদের মাধ্যমে, নোংরা পানি) ঘটতে পারে?
  ☐ হ্যাঁ ☐ না
  যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা (যেমন, স্বাস্থ্য পরীক্ষা, স্যানিটেশন সুবিধা) উল্লেখ করুন: [বিস্তারিত লিখুন]
- প্রকল্প কি স্থানীয় সম্প্রদায়ের সাথে দ্বন্দ্বের ঝুঁকি তৈরি করবে (যেমন, সম্পদ ব্যবহার নিয়ে বিরোধ, ভূমি বিরোধ)?
  ☐ হ্যাঁ ☐ না
  যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে দ্বন্দ্বের বর্ণনা এবং সমাধানের কৌশল উল্লেখ করুন: [বিস্তারিত লিখুন]

৫. জেন্ডার এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তি

- প্রকল্প কি জেন্ডার সমতা এবং প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলির অন্তর্ভুক্তি (যেমন, নারী, প্রতিবন্ধী) প্রচার করবে?
  ☐ হ্যাঁ ☐ না
  যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে কিভাবে জেন্ডার সমতা এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তি সমর্থিত হবে তা উল্লেখ করুন: [বিস্তারিত লিখুন]
- নির্মাণ সাইটে বা তার আশেপাশে জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা, হয়রানি বা বৈষম্যের ঝুঁকি আছে কি?
  ☐ হ্যাঁ ☐ না
  যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে ঝুঁকি এবং প্রতিরোধ কৌশলগুলো (যেমন, আচরণবিধি, প্রশিক্ষণ, অভিযোগ প্রক্রিয়া) উল্লেখ করুন: [বিস্তারিত লিখুন]

পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়নকারী
স্বাক্ষর:
নাম:
পদবী:
প্রতিষ্ঠান:
তারিখ:

কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর ও সীল

প্রাথমিক স্ক্রিনিংয়ের সিদ্ধান্ত
উপরে পরীক্ষিত মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে, প্রকল্পটি নিম্নলিখিত হিসাবে শ্রেণিভূক্ত করা হয়েছে:

☐ শ্রেণি A: উচ্চ ঝুঁকি
☐ শ্রেণি B: মাঝারি ঝুঁকি
☐ শ্রেণি C: কম ঝুঁকিপূর্ণ

স্ক্রিনিং টিম
নাম: .....
পদ: সংশ্লিষ্ট নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ বিশেষজ্ঞ/ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তা
স্বাক্ষর: _____
তারিখ: *oo/oo/ooo*

পরিশিষ্ট ২: পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন (ESIA) নির্দেশিকা বা গাইডলাইন

ভূমিকা
ESIA-এর উদ্দেশ্য: প্রকল্পের সম্ভাব্য পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন করা।
ESIA-এর পরিধি: এর মধ্যে রয়েছে বেসলাইন তথ্য সংগ্রহ, প্রভাব মূল্যায়ন এবং প্রশমন ব্যবস্থা।

পদ্ধতি
প্রকল্পস্থলের অবস্থা বিশ্লেষণ: প্রকল্প বা নির্মাণস্থলের বিদ্যমান পরিবেশগত ও সামাজিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করা।
অংশীদারদের সম্পৃক্ততা: মতামত সংগ্রহ, ঝুঁকি মোকাবেলা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের সম্পৃক্ত করার জন্য অংশীজনদের সাথে যোগাযোগ করা।
বেসলাইন তথ্য সংগ্রহ: বর্তমান পরিবেশগত এবং সামাজিক অবস্থার ওপর তথ্য সংগ্রহ।
প্রভাব সনাক্তকরণ এবং মূল্যায়ন: গুণগত এবং পরিমাণগত পদ্ধতি ব্যবহার করে সম্ভাব্য প্রভাবসমূহ সনাক্ত ও মূল্যায়ন।

ঝুঁকি মূল্যায়ন: চিহ্নিত প্রভাবগুলোর তাৎপর্য নির্ধারণের জন্য তাদের সম্ভাবনা এবং মাত্রা মূল্যায়ন।
প্রশমন ব্যবস্থা: প্রতিকূল প্রভাব এড়াতে, কমাতে বা ক্ষতিপূরণ দিতে কৌশল তৈরিকরণ।
পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন: চলমান পর্যবেক্ষণ, মূল্যায়ন এবং অভিযোজিত ব্যবস্থাপনার জন্য একটি কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা।

প্রভাব মূল্যায়নের মানদণ্ড
মাত্রা: প্রভাবের আকার বা মাত্রা।
সময়কাল: স্বল্পমেয়াদী বা দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব।
ব্যাপ্তি: স্থানীয় বা ব্যাপক প্রভাব।
বিপরীতমুখিতা: প্রভাবটি বিপরীতমুখী নাকি অপরিবর্তনীয়।

রিপোর্টিং ফর্ম্যাট বা প্রতিবেদনের ছক
প্রকল্পের সামাজিক প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদনের মূল বিষয়সমূহ হলো-
- নির্বাহী সারসংক্ষেপ
- সাধারণ তথ্যাবলী
- প্রকল্পের বিবরণ
- আইনি এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো
- পরিবেশগত ও সামাজিক ভিত্তিরেখা
- প্রভাব মূল্যায়ন
- প্রশমন ব্যবস্থা
- মনিটরিং বা পরিবীক্ষণ পরিকল্পনা
- জনসাধারণের পরামর্শ

পরিশিষ্ট ৩: পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি শ্রেণিবিভাগ ম্যাট্রিক্স
ঝুঁকির শ্রেণি
- শ্রেণি A: উচ্চ ঝুঁকি
- শ্রেণি B: মাঝারি ঝুঁকি
- শ্রেণি C: কম ঝুঁকিপূর্ণ

শ্রেণিবিভাগের মানদণ্ড
পরিবেশগত সংবেদনশীলতা: সংরক্ষিত এলাকা, জীববৈচিত্র্যের হটস্পটের সান্নিধ্য।
সামাজিক সংবেদনশীলতা: ঝুঁকিপূর্ণ সম্প্রদায়ের ওপর প্রভাব, ভূমি অধিগ্রহণের চাহিদা।
প্রকল্পের স্কেল: প্রকল্পের আকার এবং পরিধি।
সম্ভাব্য প্রভাব: সম্ভাব্য পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাবের তীব্রতা এবং ব্যাপ্তি।
উদাহরণ
শ্রেণি A: বৃহৎ পরিসরে অবকাঠামো প্রকল্প, উল্লেখযোগ্য পুনর্বাসন (যেমন, বাঁধ নির্মাণ)।
শ্রেণি B: মাঝারি আকারের কৃষি প্রকল্প, মাঝারি প্রভাব (যেমন, বিদ্যমান খামারগুলোর সম্প্রসারণ)।
শ্রেণি C: ক্ষুদ্র প্রকল্প, ক্ষুদ্র প্রভাব (যেমন, কমিউনিটি বাগান)।

পরিশিষ্ট ৪: পরিবেশগত ও সামাজিক কর্মপরিকল্পনা (ESAP) টেমপ্লেট
ভূমিকা
প্রকল্পের সারসংক্ষেপ: প্রকল্পের বর্ণনা এবং এর উদ্দেশ্য।
ESAP-এর উদ্দেশ্য: চিহ্নিত প্রভাবগুলির জন্য প্রশমন ব্যবস্থার রূপরেখা তৈরি করা।
প্রশমন ব্যবস্থা
পরিবেশগত প্রশমন ব্যবস্থা:
উদাহরণ: দক্ষ সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে পানির অপচয় কমানো।
সামাজিক প্রশমন ব্যবস্থা:
বাস্তুচ্যুত পরিবারগুলির জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান।
ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায়ের জন্য চাকরির প্রশিক্ষণ কর্মসূচি প্রদান।
দায়িত্ব

পরিকল্পনা-২ শাখা
তাং
কৃষি মন্ত্রণালয়

দায়িত্বশীল পক্ষ:
কৃষি মন্ত্রণালয়: সামগ্রিক বাস্তবায়ন।
স্থানীয় পরিবেশ সংস্থা: পর্যবেক্ষণ এবং সম্মতি।

সময়সীমা

বাস্তবায়নের সময়সূচি: .....
প্রাথমিক প্রশমন ব্যবস্থা: ....
পরিবীক্ষণ/মনিটরিং: ত্রৈমাসিক (চলমান)

সম্পদ

বাজেট: ....
কারিগরি সম্পদ: পরিবেশগত পরামর্শদাতা, সামাজিক প্রভাব বিশেষজ্ঞ।
পর্যবেক্ষণ এবং প্রতিবেদন
নির্দেশক: পানির ব্যবহার হ্রাস, ক্ষতিপূরণপ্রাপ্ত পরিবারের সংখ্যা।
প্রতিবেদনের সময়সূচি: ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন।

পরিশিষ্ট ৫: মনিটরিং পরিকল্পনার টেমপ্লেট

ভূমিকা

পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্য: প্রশমন ব্যবস্থার কার্যকারিতা ট্র্যাক করা।
পর্যবেক্ষণের পরিধি: পরিবেশগত ও সামাজিক সূচক।

মনিটরিং সূচক

পরিবেশগত সূচক: পানির গুণগত মান, জীববৈচিত্র্য সূচক, ভূমিক্ষয়, চাষের জমির ক্ষতি ইত্যাদি।
সামাজিক সূচক: ক্ষতিগ্রস্তদের সম্পর্কে রিপোর্ট করা, অভিযোগ দায়ের, সমাধান করা অভিযোগের সংখ্যা, পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণ প্রদান, ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায়গুলো থেকে কর্মসংস্থানের হার ইত্যাদি।

মনিটরিং পদ্ধতি

তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি: মাঠ জরিপ, সাক্ষাৎকার, ফোকাস গ্রুপ আলোচনা, রিমোট সেন্সিং ইত্যাদি।
মনিটরিং ফ্রিকোয়েন্সি: উচ্চ-ঝুঁকি সূচকগুসমূহের জন্য মাসিক, অন্যান্য সূচকের জন্য ত্রৈমাসিক।

রিপোর্টিং ফর্ম্যাট

মনিটরিং প্রতিবেদন: ফলাফলসমূহের সার সংক্ষেপ তৈরি, সমস্যাসমূহ অবগতকরণ ও পরবর্তী পদক্ষেপের সুপারিশ প্রদান।
তথ্য বিশ্লেষণ: বেসলাইন, লক্ষ্যমাত্রা ও বর্তমান বাস্তব অগ্রগতির তথ্যের তুলনা করা।
সুপারিশ: যে কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ।

পরিশিষ্ট ৬: অংশীজন বা স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ততা পরিকল্পনার টেমপ্লেট

ভূমিকা

উদ্দেশ্য: অংশীজন বা স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ততার উদ্দেশ্য হলো প্রকল্পচক্রের সাথে অংশীজন বা স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ত করা যাতে তাদের প্রকল্প কার্যক্রমের প্রতি আস্থা তৈরি হয়, স্বচ্ছতা নিশ্চিত ও অংশীজনদের অভিমত বা প্রতিক্রিয়া সংগ্রহ করা যায়।
অংশীজনদের ম্যাপিং: অংশীজনদের কার কি ভূমিকা, অন্তর্ভুক্তির উপায়, যোগাযোগ ইত্যাদির কৌশল নির্ধারণ।
অংশীদারদের সনাক্তকরণ: কৃষক, স্থানীয় সম্প্রদায়, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা।
অংশীজন বা স্টেকহোল্ডার বিশ্লেষণ: কার্যক্রমের প্রভাব ও অংশীজনদের আগ্রহের ম্যাট্রিক্স।

পরামর্শ পদ্ধতি

জনসভা: প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করার জন্য নিয়মিত সম্প্রদায় সভা।
ফোকাস গ্রুপ: ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠীর সাথে নির্দিষ্ট আলোচনা।
জরিপ: বিস্তৃত প্রতিক্রিয়া সংগ্রহের জন্য পর্যায়ক্রমিক জরিপ।

যোগাযোগ কৌশল

তথ্য প্রচার: নিউজলেটার, সোশ্যাল মিডিয়া আপডেট।
প্রতিক্রিয়া প্রক্রিয়া: পরামর্শ বাক্স, অনলাইন প্ল্যাটফর্ম।

সময়সূচি

সম্পৃক্ততা কার্যক্রমের সময়রেখা: মাসিক সভা, ত্রৈমাসিক জরিপ, বার্ষিক ফোকাস গ্রুপ।

পরিশিষ্ট ৭: অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRM) পদ্ধতি

ভূমিকা

জিআরএম-এর উদ্দেশ্য: প্রকল্পের প্রভাব সম্পর্কিত অভিযোগসমূহের ন্যায্য ও সময়োপযোগী সমাধান নিশ্চিতকরণ।

অভিযোগ জমা দেওয়ার পদ্ধতি

হটলাইন ফোনের মাধ্যমে: 0000000-অভিযোগ
ইমেইল: partner.dae.gov.bd, grievances@moa.gov
ডাকযোগে: ঘটনার বিবরণ ও অভিযোগ সম্পর্কে তথ্য লিখিত আকারে ডাকযোগে প্রোগ্রাম বা সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থার ঠিকানায় প্রেরণ।
সশরীরে: প্রকল্পস্থলের অফিসসমূহে।

অভিযোগ দায়েরের ফর্ম বা টেমপ্লেট

অভিযোগকারীর নাম:
যোগাযোগের তথ্য:
অভিযোগের বর্ণনা:
ঘটনার তারিখ:

অভিযোগ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া

প্রাপ্তির স্বীকৃতি: জমা দেওয়ার ৫ (পাঁচ) কর্মদিবসের মধ্যে।
মূল্যায়ন ও শ্রেণিকরণ: অভিযোগের তীব্রতা ও বৈধতা নির্ধারণ।
তদন্ত এবং সমাধান: একটি সুষ্ঠু তদন্ত পরিচালনা ও একটি সমাধান প্রস্তাবকরণ।

ডকুমেন্টেশন বা অভিযোগ নথিভুক্তকরণ

অভিযোগ লগবুক বা নথি: প্রাপ্ত সকল অভিযোগ ও তাদের অবস্থা রেকর্ড করা।
সমাধানের রেকর্ড: ফলাফল এবং গৃহীত যেকোনো পদক্ষেপের নথিপত্র।

সাড়া প্রদানের সময়সীমা

স্ট্যান্ডার্ড রেসপন্স টাইম: ৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে প্রাথমিক সাড়া প্রদান, ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তি বা সমাধান।
বর্ধিতকরণ পদ্ধতি: যদি সমাধান না হয়, তাহলে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে বিষয়টি জানানো।

অভিযোগ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া (GRP)

- প্রতিকারপ্রার্থী প্রাসঙ্গিক বিবরণ ও সহায়ক প্রমাণাদি সংযুক্তপূর্বক নির্ধারিত চ্যানেলের মাধ্যমে অভিযোগ প্রেরণ বা দাখিল করবে। অভিযোগ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া একটি নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করে। তাই, কমিটি অভিযোগের প্রাপ্তির পর তা স্বীকারপূর্বক অভিযোগসমূহের বৈধতা ও গুরুত্ব মূল্যায়নের জন্য প্রাথমিকভাবে পর্যালোচনা করবে।
- যদি অভিযোগটি বৈধ বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে GRC বা কমিটি একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত পরিচালনা করে, সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে পরামর্শ করে এবং অভিযোগের সমাধানের জন্য একটি কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করবে।
- জিআরসি তার অনুসন্ধান এবং প্রস্তাবিত সমাধানসমূহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের কাছে পৌঁছে দেবে এবং তাদের প্রতিক্রিয়া, মতামত বা ব্যাখ্যা জানতে চাইবে।
- যথাযথ পদক্ষেপের বিষয়ে একমত হলে, GRC বা কমিটি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ বা বাস্তবায়ন করবে ও তার কার্যকারিতা মনিটরিং করবে।
- GRC বা কমিটি প্রাপ্ত সকল অভিযোগ, গৃহীত পদক্ষেপ এবং অর্জিত ফলাফলের রেকর্ড সংরক্ষণ করে, অভিযোগ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে।

পরিশিষ্ট ৮: প্রশিক্ষণ কর্মসূচির রূপরেখা

ভূমিকা

প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য

ESMS বাস্তবায়নের জন্য সক্ষমতা তৈরি করা।

পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা অনুশীলন সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধি করা।

পাঠ্যক্রম/আলোচিত বিষয়
ESMS কাঠামো এবং পদ্ধতি।
পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন।
সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন।
স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ততা।

সময় ও বিষয়সূচি
১ (এক) দিনের একটি প্রশিক্ষণসূচি:
সেশন ১: ESMS -এর ওভারভিউ বা এ সম্পর্কে সার্বিক আলোচনা (১ ঘন্টা)
সেশন ২: পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন (১ ঘন্টা)
সেশন ৩: পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষায় করণীয় (১ ঘন্টা)
সেশন ৪: অংশীজন বা স্টেকহোল্ডারদের অন্তর্ভুক্তি বা অংশগ্রহণ (১ ঘন্টা)
সেশন ৫: জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতা নিরসন ও অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (১ ঘন্টা)

প্রশিক্ষণ উপকরণ
প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল: প্রতিটি বিষয়ের ওপর বিস্তারিত সেশন পরিকল্পনা ও সেশন সহায়ক নোট তৈরিপূর্বক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রস্তুতকরণ, মুদ্রণ ও বিতরণ।
উপস্থাপনা: প্রতিটি সেশনের জন্য পাওয়ার পয়েন্টে স্লাইড তৈরি ও প্রশিক্ষণ প্রদান।
হ্যান্ডআউট ও অন্যান্য উপকরণ: প্রয়োজন হলে সেশনের সারাংশ শীট, খাতা, কলম ইত্যাদি সরবরাহ।

পরিশিষ্ট ৯: জেন্ডার অ্যাকশন প্ল্যান (GAP) টেমপ্লেট

ভূমিকা
GAP-**এর উদ্দেশ্য**
প্রকল্প বাস্তবায়নে জেন্ডার সমতা প্রচার এবং বাস্তবায়ন করা।
জেন্ডার -সংবেদনশীল প্রকল্প পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

জেন্ডার মূল্যায়ন
প্রক্রিয়া: জেন্ডার-নির্দিষ্ট প্রভাব এবং সুযোগগুলি সনাক্ত করার জন্য একটি জেন্ডার মূল্যায়ন পরিচালনা করা।
প্রয়োজনীয়তা: জেন্ডার মূল্যায়ন সরঞ্জাম ও নির্দেশিকা।
উদাহরণ: নারীর জীবিকা ও সম্পদ ভোগের ওপর একটি কৃষি প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন করা।

জেন্ডার-সংবেদনশীল হস্তক্ষেপ
প্রক্রিয়া: চিহ্নিত সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য জেন্ডার-সংবেদনশীল হস্তক্ষেপ তৈরি এবং বাস্তবায়ন করা।
প্রয়োজনীয়তা: জেন্ডার কর্ম পরিকল্পনা।
উদাহরণ: নারী কৃষকদের কৃষি উৎপাদনশীলতা এবং আয় উন্নত করার জন্য প্রশিক্ষণ এবং সহায়তা প্রদান করা।

মনিটরিং ও প্রতিবেদন
প্রক্রিয়া: জেন্ডার-সম্পর্কিত হস্তক্ষেপের অগ্রগতি এবং প্রভাব পর্যবেক্ষণ এবং প্রতিবেদন করা।
প্রয়োজনীয়তা: জেন্ডার-নির্দিষ্ট সূচক ও রিপোর্টিং টেমপ্লেট।
উদাহরণ: প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে নারীদের অংশগ্রহণ এবং উৎপাদনশীলতায় তাদের পরবর্তী উন্নতির উপর লক্ষ্য রাখা।

পরিশিষ্ট ১০: জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতা (GBV) প্রতিরোধ পরিকল্পনা টেমপ্লেট

ভূমিকা
উদ্দেশ্য: কৃষি প্রকল্পের প্রেক্ষাপটে জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ এবং মোকাবেলা করা।

ঝুঁকি মূল্যায়ন
প্রক্রিয়া: প্রকল্প এলাকা এবং কার্যকলাপে GBV-এর ঝুঁকি মূল্যায়ন করা।

প্রয়োজনীয়তা: GBV ঝুঁকি মূল্যায়ন সরঞ্জাম।
উদাহরণ: প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় যেসব ক্ষেত্র নারীরা হয়রানি বা সহিংসতার ঝুঁকিতে থাকতে পারে তা চিহ্নিত করা।

প্রতিরোধ কৌশল
প্রক্রিয়া: GBV প্রতিরোধের জন্য কৌশল তৈরি এবং বাস্তবায়ন করা।
প্রয়োজনীয়তা: GBV প্রতিরোধ পরিকল্পনা, নীতি ও পদ্ধতি।
উদাহরণ: নিরাপদ প্রতিবেদন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও GBV সচেতনতা এবং প্রতিরোধের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান।

প্রতিক্রিয়া বা সাড়া প্রদান প্রক্রিয়া
প্রক্রিয়া: GBV ঘটনাসমূহের প্রতি সাড়া প্রদানের জন্য ব্যবস্থা তৈরি ও বাস্তবায়ন।
প্রয়োজনীয়তা: GBV প্রতিক্রিয়া প্রোটোকল এবং পরিষেবা।
উদাহরণ: গোপন প্রতিবেদন চ্যানেল স্থাপন ও ভুক্তভোগী ব্যক্তিদের জন্য সহায়তা পরিষেবা প্রদান।

পরিশিষ্ট ১১: শ্রম ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (LMP) টেমপ্লেট
ভূমিকা
উদ্দেশ্য: কৃষি প্রকল্পের প্রেক্ষাপটে ন্যায্য ও নিরাপদ শ্রম অনুশীলন নিশ্চিত করা।

শ্রম নীতি
প্রক্রিয়া: জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মান মেনে চলা শ্রম নীতিমালা তৈরি ও বাস্তবায়ন করা।
প্রয়োজনীয়তা: শ্রম নীতি, আইন, শ্রম ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ও নির্দেশিকা।
উদাহরণ: নিশ্চিত করা যে, সব শ্রমিক নিরাপদ কর্মপরিবেশ ও ন্যায্য মজুরি পাচ্ছেন।

শ্রমিক অধিকার ও সুরক্ষা
প্রক্রিয়া: শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা করা এবং তাদের নিরাপত্তা ও কল্যাণ নিশ্চিত করা।
প্রয়োজনীয়তা: শ্রমিক কল্যাণ নীতি।
উদাহরণ: কর্মীদের প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জাম এবং সুরক্ষা প্রোটোকল সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান।

অভিযোগ প্রতিকারের প্রক্রিয়া
প্রক্রিয়া: শ্রমিকদের অভিযোগ মোকাবেলার জন্য ব্যবস্থা তৈরি এবং বাস্তবায়ন।
প্রয়োজনীয়তা: শ্রম অভিযোগ প্রতিকার পদ্ধতি।
উদাহরণ: কর্মীদের সমস্যাসমূহ রিপোর্ট করা ও সমাধানের জন্য একটি অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

মনিটরিং ও প্রতিবেদন তৈরি
প্রক্রিয়া: শ্রম পরিস্থিতি এবং অনুশীলন পর্যবেক্ষণ এবং প্রতিবেদন তৈরি করা।
প্রয়োজনীয়তা: শ্রমিক মনিটরিং ও প্রতিবেদনের টেমপ্লেট।
উদাহরণ: শ্রম নীতিমালার সাথে সম্মতি ট্র্যাক করা ও শ্রমের অবস্থা এবং অনুশীলন সম্পর্কে প্রতিবেদন তৈরি করা।

পরিশিষ্ট ১২: বালাই ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার টেমপ্লেট (PMP)
ভূমিকা

উদ্দেশ্য: জৈবিক, সাংস্কৃতিক, ভৌত, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যকর পদ্ধতি, প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া এবং যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে বালাই নিয়ন্ত্রণে জৈব ও রাসায়নিক কীটনাশকের মাধ্যমে পরিবেশ বান্ধব বালাই ব্যবস্থাপনার প্রচার করা, কৃষক, বিপণনকারী ও উদ্যোক্তাদের মধ্যে কি কি রাসায়নিক বালাইনাশক ব্যবহার হচ্ছে এবং তা বব্যবহারে জনস্বাস্থ্য সমস্যা সম্পর্কে সচেতন করা।

বালাই ব্যবস্থাপনা ঝুঁকি মূল্যায়ন
প্রক্রিয়া: কৃষি প্রকল্পগুলিতে কীটপতঙ্গ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির দ্বারা সৃষ্ট ঝুঁকিগুলি মূল্যায়ন করা।
প্রয়োজনীয়তা: বালাই ব্যবস্থাপনা ঝুঁকি মূল্যায়ন সরঞ্জাম, সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা নীতি এবং নির্দেশিকা।
উদাহরণ: পরিবেশ এবং মানব স্বাস্থ্যের উপর রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহারের সম্ভাব্য প্রভাব মূল্যায়ন করা।

পরিকল্পনা-২ শাখা
তাং
কৃষি মন্ত্রণালয়

গৃহীত ব্যবস্থাপনা বা কৌশল
প্রক্রিয়া: বালাই ব্যবস্থাপনা জ্ঞান ভান্ডারের উন্নয়ন, পরিবেশ-বান্ধব বালাই ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিসমূহ গ্রহণ করার জন্য উপযুক্ত কৌশল নির্বাচন, উদ্ভাবন ও প্রয়োগ।
প্রয়োজনীয়তা: সরকার অনুমোদিত বা নিবন্ধিত বালাইনাশকের তালিকা, সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন ইত্যাদি।
উদাহরণ: সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি, বালাই সহনশীল বা প্রতিরোধী ফসলের জাত, জৈব-নিয়ন্ত্রণ এজেন্ট ও জৈব-কীটনাশকের ব্যবহার, যান্ত্রিক এবং চাষাবাদ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ইত্যাদি বাস্তবায়ন করা।

মনিটরিং ও প্রতিবেদন
প্রক্রিয়া: অনুসৃত বালাই ব্যবস্থাপনা প্রচেষ্টা পর্যবেক্ষণ বা পরিদর্শন, মনিটরিং ও প্রতিবেদন তৈরি।
প্রয়োজনীয়তা: বালাই ব্যবস্থাপনা পর্যবেক্ষণ এবং রিপোর্টিং টেমপ্লেট।
উদাহরণ: অভিযোজন কৌশলের কার্যকারিতা ট্র্যাক করা এবং অগ্রগতির প্রতিবেদন তৈরি ও দাখিল।

পরিশিষ্ট ১৩: দুর্যোগ ঝুঁকি মূল্যায়ন টেমপ্লেট
ভূমিকা
উদ্দেশ্য: কৃষি প্রকল্পের প্রেক্ষাপটে দুর্যোগের ঝুঁকি মূল্যায়ন এবং প্রশমন করা।

ঝুঁকি মূল্যায়ন প্রক্রিয়া
প্রক্রিয়া: একটি ব্যাপক দুর্যোগ ঝুঁকি মূল্যায়ন পরিচালনা।
প্রয়োজনীয়তা: দুর্যোগ ঝুঁকি মূল্যায়ন সরঞ্জাম এবং নির্দেশিকা।
উদাহরণ: প্রকল্প এলাকায় বন্যা এবং খরার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি মূল্যায়ন।

প্রশমন কৌশল
প্রক্রিয়া: দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য কৌশল তৈরি এবং বাস্তবায়ন করা।
প্রয়োজনীয়তা: দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমন পরিকল্পনা।
উদাহরণ: বন্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও খরা-প্রতিরোধী কৃষি পদ্ধতি বাস্তবায়ন।

পর্যবেক্ষণ এবং প্রতিবেদন
প্রক্রিয়া: দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমন প্রচেষ্টা পর্যবেক্ষণ এবং প্রতিবেদন করা।
প্রয়োজনীয়তা: দুর্যোগ ঝুঁকি পর্যবেক্ষণ এবং প্রতিবেদন টেমপ্লেট।
উদাহরণ: দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমন ব্যবস্থার বাস্তবায়ন এবং কার্যকারিতা ট্র্যাক করা।

পরিশিষ্ট ১৪: জলবায়ু পরিবর্তন কর্মপরিকল্পনা টেমপ্লেট
ভূমিকা
উদ্দেশ্য: কৃষি প্রকল্পের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা করা।

জলবায়ু ঝুঁকি মূল্যায়ন
প্রক্রিয়া: জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে কৃষি প্রকল্পগুলিতে সৃষ্ট ঝুঁকিগুলি মূল্যায়ন করুন।
প্রয়োজনীয়তা: জলবায়ু ঝুঁকি মূল্যায়ন সরঞ্জাম এবং নির্দেশিকা।
উদাহরণ: ফসলের উৎপাদনের উপর আবহাওয়ার পরিবর্তনের সম্ভাব্য প্রভাব মূল্যায়ন করা।

অভিযোজন কৌশল
প্রক্রিয়া: জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য কৌশল তৈরি ও বাস্তবায়ন করা।
প্রয়োজনীয়তা: জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন পরিকল্পনা।
উদাহরণ: পানি-সাশ্রয়ী সেচ পদ্ধতি অনুসরণ ও জলবায়ু-সহনশীল ফসলের জাত ব্যবহার।
মনিটরিং ও প্রতিবেদন
প্রক্রিয়া: জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন প্রচেষ্টা পর্যবেক্ষণ ও প্রতিবেদন তৈরি।
প্রয়োজনীয়তা: জলবায়ু পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ ডাটা ও প্রতিবেদন টেমপ্লেট।
উদাহরণ: অভিযোজন কৌশলের কার্যকারিতা ট্র্যাক করা ও অগ্রগতির প্রতিবেদন তৈরি।

পরিশিষ্ট ১৫: প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ও সময়সূচি

প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

পার্টনার প্রোগ্রামের বিভিন্ন দপ্তর/ সংস্থায় প্রশিক্ষণ আয়োজনের জন্য বছরের শুরুতেই একটি প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা করে সে অনুযায়ী তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। পার্টনারের পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা (ESMS) কার্যকরভাবে বাস্তবায়নে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচির একটি ধারণা নীচের ছকে উল্লেখ করা হলো-

গ্রেড/স্তর	প্রশিক্ষণ কর্মসূচি	ফ্রিকোয়েন্সি	সময়কাল	স্থান	প্রশিক্ষক
এন্ট্রি-লেভেল অফিসাররা	ESMS এর মৌলিক বিষয়সমূহ	প্রতি বছরে ১ বার	১ দিন	MoA প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	অভ্যন্তরীণ এবং বহিরাগত কর্মকর্তা
মিড-লেভেল ম্যানেজার	উন্নত পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা	প্রতি বছরে ১ বার	১ দিন	আঞ্চলিক/সংস্থা অফিস	বহিরাগত কর্মকর্তা ও বিশেষজ্ঞবৃন্দ
সিনিয়র এক্সিকিউটিভস/ নির্বাহীবৃন্দ	কৌশলগত ESMS বাস্তবায়ন	প্রতি বছরে ১ বার	১ দিন	MoA সদর দপ্তর	অভ্যন্তরীণ সিনিয়র প্রশিক্ষকবৃন্দ
প্রকল্প বাস্তবায়নকারীরা	প্রকল্প-নির্দিষ্ট ESMS পদ্ধতি	প্রয়োজনভিত্তিক	১ দিন	প্রকল্পের সাইটসমূহ	অভ্যন্তরীণ এবং বহিরাগত

প্রশিক্ষণের বিষয়সূচি: দ্রষ্টব্য পরিশিষ্ট ৮

প্রশিক্ষণ আয়োজনের পূর্বে প্রশিক্ষণের বিষয়, তারিখ, সময়, স্থান ও প্রশিক্ষক চূড়ান্ত করার পর নিম্নরূপ ছকে একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি তৈরি করতে হবে-

পরিবেশগত ও সামাজিক বিষয়াবলীর ওপর ১ (এক) দিনের

প্রশিক্ষণ সুচি

তারিখ: স্থান:

আযোজক:

সেশন	সময়	বিষয়/ কার্যক্রম	প্রশিক্ষক
১		ESMS -এর ওভারভিউ বা এ সম্পর্কে সার্বিক আলোচনা	
২		পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি নিরূপণ এবং প্রভাব মূল্যায়ন	
৩		পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষায় করণীয়	
৪		অংশীজন বা স্টেকহোল্ডারদের অন্তর্ভুক্তি বা অংশগ্রহণ	
৫		জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতা নিরসন ও অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা	

প্রশিক্ষণের উপকরণ

প্রশিক্ষণের পূর্বেই প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, হ্যান্ড আউট, খাতা, কলম ইত্যাদি প্রশিক্ষণ উপকরণ নিশ্চিত করতে হবে।

পরিশিষ্ট ১৬: পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা

যে কোনো নির্মাণস্থলে কর্মরত শ্রমিকদের কল্যাণ, স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য এ গাইডলাইনটি গুরুত্বপূর্ণ। সংশিষ্ট ঠিকাদার এ বিষয়টি নিশ্চিত করবেন। আর সেটি যথাযথভাবে প্রতিপালন করা হয়েছে কি না তা সংশ্লিষ্ট টেন্ডার প্রদানকারী মনিটরিং করবেন। শ্রমিকদের জন্য পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নির্দেশিকাসমূহ নিরাপদ কর্ম পরিবেশ তৈরি এবং দুর্ঘটনা, আঘাত , অসুস্থতা ইত্যাদি প্রতিরোধের ওপর গুরুত্ব প্রদান করে। তা ছাড়া এই গাইডলাইন বা নির্দেশিকা এ সম্পর্কিত ঝুঁকি মূল্যায়ন, সঠিক প্রশিক্ষণ, ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE) ব্যবহার এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে যোগাযোগেরও গুরুত্ব আরোপ করে। এজন্য পার্টনার প্রোগ্রামের সংশ্লিষ্ট দপ্তর/ সংস্থার জন্য একটি পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নির্দেশিকা প্রণয়ন ও ব্যবহার করা উচিত। এ

নির্দেশিকায় থাকবে- উদ্দেশ্য, প্রতিপালনীয় বিষয় ও সেসব বিষয় প্রতিপালনের জন্য মনিটরিং পদ্ধতি ইত্যাদি। ঠিকাদারদের সাইট-নির্দিষ্ট পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার (OHS) প্রতিপালনীয় বিষয়সমূহ তদারকির জন্য নীচে একটি চেকলিস্ট দেওয়া হলো-

সংস্থা:

নির্মাণ কাজের বিবরণ:

সাইট বা অবস্থান:

কর্মরত কর্মীর সংখ্যা: নারী- , পুরুষ-

ক্র. নং	পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা (OHS) প্রতিপালন কার্যাবলী	অবস্থা
১	রেকর্ড রাখার জন্য প্রশাসনিক প্রয়োজনীয়তা	
২	সাইট লেআউট (স্টকইয়ার্ড, অস্থায়ী বর্জ্য বিন, লেবার শেড, টয়লেট ইত্যাদি দেখানো)	
৩	ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা	
৪	সাইটে E&S ডকুমেন্ট (ESMP, Tools, ESIA checklist etc.)	
৫	সাইটে ঠিকাদার মূল কর্মীরা	
৬	ইএন্ডএস ব্যবস্থাপনার জন্য পরামর্শক বা কনসালটেন্ট	
৭	সাধারণ নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য বিধান	
৮	পিপিই এবং জীবন রক্ষাকারী সরঞ্জাম ব্যবস্থাপনা- পিপিই এবং পোশাক, যেমন গ্লাভস, এপ্রোন, সুরক্ষা চশমা, গগলস এবং হার্ড টুপি বা হেলমেট	
৯	অগ্নি সুরক্ষা ব্যবস্থা - অ্যালার্ম, হাইড্রেন্ট, সুবিধা এবং প্রবেশপথের জন্য অগ্নি সুরক্ষা নির্দেশিকা	
১০	দুর্ঘটনা রোধে সাইনবোর্ড, সংকেত এবং ব্যারিকেড	
১১	সঠিক উপকরণ পরিচালনা, সংরক্ষণ, ব্যবহার এবং নিষ্পত্তি	
১২	হাত এবং বিদ্যুৎ সরঞ্জাম ব্যবহার এবং সংরক্ষণ	
১৩	ঢালাই এবং কাটার পদ্ধতি	
১৪	বৈদ্যুতিক তারের অবস্থা	
১৫	ছয় ফুটের বেশি উচ্চতার জন্য পতনের/ সুরক্ষা	
১৬	উত্তোলন এবং লিফট ব্যবহার	
১৭	মোটরযান ও যান্ত্রিক সরঞ্জাম অপারেশনাল নিরাপত্তা	
১৮	কংক্রিট এবং রাজমিস্ত্রির নির্মাণ পদ্ধতি	
১৯	ইস্পাত সামগ্রী খাড়া করা	
২০	ধ্বংস করার পদ্ধতি	
২১	সিঁড়ি এবং মই- বহনযোগ্য মই ব্যবহারে নিরাপত্তা	
২২	বিষাক্ত এবং বিপজ্জনক পদার্থ - বিপজ্জনক রাসায়নিকের সংস্পর্শ এবং পরিচালনা পদ্ধতি	
২৩	নিয়োগকর্তার দ্বারা জনসাধারণের জন্য এবং দৃশ্যমান স্থানে নিরাপত্তা নির্দেশিকা পোস্ট করা	
২৪	নিরাপত্তা পারমিট, পেশাগত আঘাত এবং কর্মচারী প্রশিক্ষণের রেকর্ড সংরক্ষণ করা	
২৫	নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য কর্মসূচির অস্তিত্ব, ধারাবাহিকতা এবং অংশগ্রহণ	
২৬	চিকিৎসা পরিষেবা এবং প্রাথমিক চিকিৎসার প্রাপ্যতা, নৈকট্য এবং প্রতিক্রিয়া	
২৭	ওয়াকওয়ে ক্লিয়ারেন্স, ভূপৃষ্ঠ ব্যবস্থাপনা, উচ্চতা পরিমাপ ইত্যাদি	
২৮	পতন সুরক্ষা সরঞ্জাম	
২৯	পা সুরক্ষা সরঞ্জাম	
৩০	পতন/ পড়া থেকে সুরক্ষা ব্যবস্থার প্রাপ্যতা	
৩১	ভারা/ মাচার নকশা এবং স্থাপন	
৩২	ভারার মান/ স্ট্যান্ডার্ড পরিদর্শন	

পরিকল্পনা-২ শাখা
তাং
কৃষি মন্ত্রণালয়

ক্র. নং	পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা (OHS) প্রতিপালন কার্যাবলী	অবস্থা
৩৩	সাধারণ কর্ম পরিবেশ - স্যানিটেশন, ধ্বংসাবশেষ প্রশমন, বিপদ অপসারণ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, শব্দ ব্যবস্থাপনা, পানীয় জল - পরিষ্কার এবং পরিষেবাযোগ্য বাথরুম সুবিধা ইত্যাদি	
৩৪	অন্যান্য (যদি থাকে)	

[প্রয়োজন অনুসারে সারি/রো যোগ বা অপসারণ করা যাবে]

পরিশিষ্ট ১৭: বাজেটের বিবরণ

ESMS বাস্তবায়নের জন্য বাজেটের বিবরণ

এই পরিশিষ্টে কৃষি মন্ত্রণালয়ের পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা (ESMS) বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দকৃত বাজেটের একটি বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হলো-

বিভাগ	বিবরণ	বাজেট বরাদ্দ
প্রশিক্ষণ কর্মসূচি	কর্মশালা, সেমিনার এবং প্রশিক্ষণ অধিবেশন	[পরিমাণ]
সম্পদ উন্নয়ন	ESMS ম্যানুয়াল, নির্দেশিকা এবং টুলকিট	[পরিমাণ]
মনিটরিং কার্যক্রম	মূল্যায়ন, নিরীক্ষা এবং পরিদর্শন	[পরিমাণ]
স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ততা	পরামর্শ প্রক্রিয়া, সম্প্রদায়ের সাথে যোগাযোগ	[পরিমাণ]
আকস্মিক তহবিল	অপ্রত্যাশিত খরচের জন্য সংরক্ষণ করুন	[পরিমাণ]

বিস্তারিত বাজেট বরাদ্দ

বিভাগ	কার্যকলাপ	নির্দিষ্ট বরাদ্দ
প্রশিক্ষণ কর্মসূচি	প্রশিক্ষণ উপকরণের উন্নয়ন	[পরিমাণ]
	প্রশিক্ষণ অধিবেশন পরিচালনা (স্থান, সহায়তাকারী, ইত্যাদি)	[পরিমাণ]
	ফলো-আপ এবং রিফ্রেশার কোর্স	[পরিমাণ]
সম্পদ উন্নয়ন	ESMS ম্যানুয়াল মুদ্রণ এবং বিতরণ	[পরিমাণ]
	অনলাইন রিসোর্স এবং টুলকিট তৈরি করা	[পরিমাণ]
	স্থানীয় ভাষায় উপকরণের অনুবাদ	[পরিমাণ]
মনিটরিং কার্যক্রম	সাইট পরিদর্শন এবং পরিবীক্ষণ	[পরিমাণ]
	বার্ষিক নিরীক্ষা এবং মূল্যায়ন	[পরিমাণ]
	পর্যবেক্ষণ সরঞ্জাম এবং সিস্টেমের উন্নয়ন	[পরিমাণ]
স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ততা	সম্প্রদায় পরামর্শ সভা	[পরিমাণ]
	সম্পৃক্ততা উপকরণের উন্নয়ন	[পরিমাণ]
	সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সাথে কর্মশালা	[পরিমাণ]
আকস্মিক তহবিল	অপ্রত্যাশিত খরচ	[পরিমাণ]

পরিশিষ্ট ১৮: মনিটরিং ও মূল্যায়ন কাঠামো

মনিটরিং ও মূল্যায়ন কাঠামো

এই পরিশিষ্টে কৃষি মন্ত্রণালয়ের ESMS প্রশিক্ষণ কর্মসূচি এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগের কার্যকারিতা মনিটরিং ও মূল্যায়নের কাঠামোর রূপরেখা তুলে ধরা হলো-

পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন কাঠামোর উপাদান

কার্যক্রম/ বিষয়	বিবরণ	ফ্রিকোয়েন্সি	দায়িত্ব	টুলস/ সরঞ্জাম
প্রশিক্ষণের কার্যকারিতা	অংশগ্রহণকারীদের প্রতিক্রিয়া, অর্জিত জ্ঞান এবং কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ মূল্যায়ন	প্রশিক্ষণ পরবর্তী (১ মাস থেকে ৬ মাসের মধ্যে)	সংশ্লিষ্ট দপ্তর/ সংস্থার ইঅ্যান্ডএস ফোকাল, মনিটরিং কর্মকর্তা	চেকলিস্ট/ মূল্যায়ন ফরম

কার্যক্রম/ বিষয়	বিবরণ	ফ্রিকোয়েন্সি	দায়িত্ব	টুলস/ সরঞ্জাম
পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার (OHS) প্রতিপালন	নির্মাণস্থলে ঠিকাদার কর্তৃক পালনীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বিষয়াবলী	নিয়মিত মনিটরিংয়ের সময়	মনিটরিং কর্মকর্তা	OHS মনিটরিং চেকলিস্ট
কর্মদক্ষতা নির্দেশক/ সূচক	ESMS বাস্তবায়নের সাথে সম্পর্কিত মূল কর্মক্ষমতা সূচক (KPI) ট্র্যাক করুন	ত্রৈমাসিক/ বার্ষিক	মনিটরিং টিম	কর্মদক্ষতা নির্দেশক/ সূচক তালিকা
ক্রমাগত উন্নতি	উন্নতির ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিতকরণ ও সে অনুযায়ী হালনাগাদকরণ ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচির ডিজাইন করা	বার্ষিক	ESMS বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ	ESMS, ESMP, E&S Tools
অংশীজনদের সাড়া বা প্রতিক্রিয়া	অংশগ্রহণ এবং সম্পৃক্ততার ওপর স্টেকহোল্ডারদের কাছ থেকে প্রতিক্রিয়া সংগ্রহ করুন।	বার্ষিক	সংশ্লিষ্ট দপ্তর/ সংস্থার ইঅ্যান্ডএস ফোকাল	অংশীজন অন্তর্ভুক্তিকরণ পরিকল্পনা
সম্পদের ব্যবহার ও বাজেট বরাদ্দ	ESMS বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দকৃত সম্পদের ব্যবহার মূল্যায়ন করুন।	বার্ষিক	সংশ্লিষ্ট দপ্তর/ সংস্থা ও কৃষি মন্ত্রণালয়	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ও বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা

বিস্তারিত পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন সময়সূচি

কার্যকলাপ	বিবরণ	সময়রেখা	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি
অংশগ্রহণকারীদের প্রতিক্রিয়া জরিপ	প্রশিক্ষণের মান এবং প্রযোজ্যতা সম্পর্কে মতামত সংগ্রহের জন্য প্রশিক্ষণ-পরবর্তী জরিপে অংশগ্রহণকারীরা	প্রশিক্ষণের পর ১ মাস	ESMS বাস্তবায়নকারী
জ্ঞান মূল্যায়ন	দৈনন্দিন কাজে জ্ঞান ধারণ এবং প্রয়োগ মূল্যায়ন	প্রশিক্ষণের পর ৬ মাস	ESMS বাস্তবায়নকারী
কেপিআই ট্র্যাকিং	মূল কর্মক্ষমতা সূচকগুলি পর্যবেক্ষণ করুন (যেমন, পরিচালিত প্রশিক্ষণের সংখ্যা, অংশগ্রহণকারীদের সন্তুষ্টি)	ত্রৈমাসিক	মনিটরিং টিম
ক্রমাগত উন্নতি পর্যালোচনা	প্রশিক্ষণ কার্যকারিতা এবং হালনাগাদ কর্মসূচির বার্ষিক পর্যালোচনা	বার্ষিক	ESMS বাস্তবায়নকারী কমিটি বা সেল
অংশীজনদের অন্তর্ভুক্তি বা সম্পৃক্ততা পর্যালোচনা	স্টেকহোল্ডারদের সাড়া প্রদান, প্রতিক্রিয়া ও সম্পৃক্ততা কার্যকারিতার বার্ষিক পর্যালোচনা	বার্ষিক	সংশ্লিষ্ট দপ্তর/ সংস্থার ইঅ্যান্ডএস ফোকাল
আর্থিক নিরীক্ষা	ESMS কার্যক্রমের জন্য বাজেট ব্যয়ের বার্ষিক নিরীক্ষা	বার্ষিক	অভ্যন্তরীণ নীরিক্ষা শাখা/ অডিটর

মূল কর্মক্ষমতা সূচক (KPIs)

নির্দেশক	বিবরণ	লক্ষ্য	ফ্রিকোয়েন্সি
পরিচালিত প্রশিক্ষণের সংখ্যা	বছরে মোট প্রশিক্ষণ অধিবেশনের সংখ্যা	[পরিমাণ]	বার্ষিক
অংশগ্রহণকারীর সন্তুষ্টির হার	প্রশিক্ষণের মান নিয়ে অংশগ্রহণকারীদের সন্তুষ্টি (শতাংশ)	৯০% সন্তুষ্টি	প্রশিক্ষণ-পরবর্তী
জ্ঞান ধারণের হার	৬ মাস পরও জ্ঞান ধরে রাখা অংশগ্রহণকারীদের শতাংশ	৮০% ধরে রাখা	প্রশিক্ষণের পর ৬ মাস
অংশীজনদের অংশগ্রহণের স্কোর	অংশীজনদের সাদা প্রদান বা প্রতিক্রিয়া জরিপ থেকে গড় স্কোর	৮৫% বাস্তব সাড়া	বার্ষিক
বাজেট ব্যবহারের দক্ষতা	বরাদ্দকৃত বাজেটের শতকরা হার কার্যকরভাবে ব্যবহৃত হয়েছে	৯৫% ব্যবহার	বার্ষিক

পরিশিষ্ট ১৯: ভবিষ্যতের প্রকল্পগুসমূহের জন্য বাজেট প্রস্তাবের উদাহরণ

ESMS ইন্টিগ্রেশন বা অন্তর্ভুক্তকরণের জন্য নমুনা বাজেট প্রস্তাব

এই পরিশিষ্টে একটি নমুনা বাজেট প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে যা দেখায় যে কিভাবে পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা (ESMS) কার্যক্রম ভবিষ্যতের প্রকল্পগুলির পরিকল্পনা এবং তহবিলের অনুরোধের সাথে একীভূত করা যেতে পারে।

বিভাগ	কার্যকলাপ	বিবরণ	বাজেট বরাদ্দ
প্রশিক্ষণ কর্মসূচি	প্রকল্প কর্মীদের জন্য ESMS প্রশিক্ষণ	সকল প্রকল্প কর্মীদের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান	[পরিমাণ]
সম্পদ উন্নয়ন	প্রকল্প-নির্দিষ্ট ESMS নির্দেশিকা প্রণয়ন	প্রকল্পের জন্য কাস্টমাইজড নির্দেশিকা তৈরি	[পরিমাণ]
পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম	নিয়মিত পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন	ESMS বাস্তবায়নের ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন	[পরিমাণ]
স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ততা	প্রকল্পের উপকারভোগী সম্প্রদায়ের পরামর্শ	পরামর্শ এবং সম্পৃক্ততা কার্যক্রম সংগঠিত করা	[পরিমাণ]
অভিযোগ প্রতিকার প্রক্রিয়া	জিআরএম প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা	অভিযোগ গ্রহণ এবং সমাধানের জন্য একটি ব্যবস্থা স্থাপন	[পরিমাণ]
পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন	বিস্তৃত ESIA প্রক্রিয়া, স্ক্রীনিং ফরম	একটি বিস্তারিত পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন পরিচালনা	[পরিমাণ]
জেন্ডার অ্যাকশন প্ল্যান	জেন্ডার সংবেদনশীলতা প্রশিক্ষণ ও উদ্যোগ	জেন্ডার-সম্পর্কিত উদ্যোগ ও প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন	[পরিমাণ]
আকস্মিক তহবিল	অপ্রত্যাশিত খরচের জন্য পৃথক তহবিল রাখা	অপ্রত্যাশিত খরচের জন্য তহবিল আলাদা করে রাখা	[পরিমাণ]

মোট বাজেট বরাদ্দ: .....(কথায়: .....)

পরিশিষ্ট ২০: স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ততা পরিকল্পনা

বিস্তৃত স্টেকহোল্ডার সম্পৃক্ততা পরিকল্পনা

এই অংশে অংশীদারদের সম্পৃক্ত করার জন্য একটি বিস্তৃত পরিকল্পনার রূপরেখা দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে পরামর্শের পদ্ধতি, যোগাযোগ কৌশল এবং অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা।

স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ততা কার্যক্রম

কার্যকলাপ	বিবরণ	পদ্ধতি	ফ্রিকোয়েন্সি
স্টেকহোল্ডার সনাক্তকরণ	প্রকল্পের জন্য সকল প্রাসঙ্গিক অংশীদারদের চিহ্নিত করুন	স্টেকহোল্ডার ম্যাপিং, জরিপ	প্রাথমিক পর্যায়
কমিউনিটি পরামর্শ	স্থানীয় সম্প্রদায়গুলিকে মতামত সংগ্রহ এবং উদ্বেগ মোকাবেলায় সম্পৃক্ত করুন।	জনসভা, ফোকাস গ্রুপ, সাক্ষাৎকার	ত্রৈমাসিক
যোগাযোগ কৌশল	স্টেকহোল্ডারদের সাথে কার্যকর যোগাযোগের জন্য কৌশল তৈরি করুন	নিউজলেটার, সোশ্যাল মিডিয়া, পাবলিক নোটিশ	চলমান
তথ্য প্রকাশ	স্টেকহোল্ডারদের সাথে প্রকল্পের তথ্য ভাগ করে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করুন	প্রকল্পের ওয়েবসাইট, পাবলিক রিপোর্ট	চলমান
অভিযোগ প্রতিকার প্রক্রিয়া	অভিযোগ গ্রহণ, মূল্যায়ন এবং সমাধানের জন্য একটি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করুন।	ডেডিকেটেড হটলাইন, অনলাইন জমা দেওয়ার ফর্ম	চলমান

স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ততা কাঠামো

স্টেকহোল্ডার গ্রুপ	সম্পৃক্তকরণের পদ্ধতি	সমাধানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি	দায়িত্ব
স্থানীয় সম্প্রদায়	জনসভা, ফোকাস গ্রুপ	প্রকল্পের প্রভাব, কর্মসংস্থানের সুযোগ, পরিবেশগত উদ্বেগ	সংশ্লিষ্ট প্তর/ সংস্থার ইঅ্যান্ডএস ফোকাল

পরিকল্পনা-২ শাখা
তাং
কৃষি মন্ত্রণালয়

স্টেকহোল্ডার গ্রুপ	সম্পৃক্তকরণের পদ্ধতি	সমাধানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি	দায়িত্ব
সরকারি সংস্থা	আনুষ্ঠানিক সভা, প্রতিবেদন	নিয়ন্ত্রক সম্মতি, আন্তঃসংস্থা সমন্বয়	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট, কৃষি মন্ত্রণালয়
এনজিও এবং নাগরিক সমাজ	কর্মশালা, সহযোগিতা ফোরাম	সামাজিক ও পরিবেশগত প্রচারণা	স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি, এনজিও প্রতিনিধি, সংশ্লিষ্ট দপ্তর বা সংস্থার ইঅ্যান্ডএস ফোকাল অথবা মনিটরিং কর্মকর্তা
প্রকল্প কর্মী	প্রশিক্ষণ অধিবেশন, ব্রিফিং	ESMS বাস্তবায়ন, প্রকল্পের আপডেট	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট, কৃষি মন্ত্রণালয়
দাতা এবং অংশীদারগণ	প্রতিবেদন, উপস্থাপনা	প্রকল্পের অগ্রগতি, তহবিলের প্রয়োজনীয়তা পূরণ	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRM)

ধাপ	বিবরণ	দায়িত্ব
জমা দেওয়া	অভিযোগগুলি হটলাইন, অনলাইন ফর্ম বা ব্যক্তিগতভাবে জমা দেওয়া যেতে পারে।	জিআরএম অফিসার
স্বীকৃতি	৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে অভিযোগের প্রাপ্তি স্বীকার	জিআরএম অফিসার
মূল্যায়ন	অভিযোগের প্রকৃতি এবং বৈধতা মূল্যায়ন	জিআরএম কমিটি
সমাধান	একটি সমাধান প্রস্তাব করুন এবং অভিযোগকারীর কাছে তা অবহিতকরণ	জিআরএম কমিটি
বাস্তবায়ন	সম্মত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	সংশ্লিষ্ট প্রকল্প ইউনিট
ফলো-আপ	সমাধানের সাথে সন্তুষ্টি নিশ্চিত করার জন্য অভিযোগকারীর সাথে যোগাযোগ	জিআরএম অফিসার
ডকুমেন্টেশন	সমস্ত অভিযোগ এবং সমাধান একটি লগে লিপিবদ্ধকরণ	জিআরএম অফিসার

বি.দ্র: এই টেমপ্লেটসমূহ কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পার্টনার প্রোগ্রামের পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা (ESMS) পদ্ধতিতে ব্যবহারের জন্য অভিযোজিত ও সহজবোধ্য করার জন্য তৈরি করা হয়েছে।